ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-144 ■ 23 February, 2026 ■ আগরতলা ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ইং ■ ১০ ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মন কি বাতের ১৩১তম পর্ব

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় জোর প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান মন কি বাত-এর ১৩১তম পর্বে দেশবাসীর সঙ্গে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভাগ করেছেন। প্রযুক্তি থেকে কৃষি, ক্রীড়া থেকে অঙ্গদান, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে ডিজিটাল নিরাপত্তা, বিভিন্ন ইস্যুতে তিনি দেশবাসীকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করেছেন। বিশেষ করে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই নিয়ে তিনি অধিক জোর দিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সম্প্রতি নয়াদিল্লির ভারত মন্ডপমে অনুষ্ঠিত গ্লোবাল এআই ইমপ্যাক্ট সামিটে ভারতের প্রযুক্তিগত শক্তি বিশ্বদরবারে উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বহু রাষ্ট্রনেতা, শিল্পপতি, উদ্ভাবক এবং স্টার্ট-আপ জগতের প্রতিনিধিরা এতে অংশ নেন। প্রদর্শনীতে দুটি বিশেষ উদ্যোগ বিশ্বনেতৃত্বকে প্রভাবিত করেছে বলে জানান তিনি। প্রথমটি ছিল আমূল-এর স্টল, যেখানে দেখানো হয় কীভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পশুরোগ নির্ণয় ও ২৪ ঘণ্টা ডেয়ারি ব্যবস্থাপনায় কৃষকদের সহায়তা করছে।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মন কি বাত অংশগ্রহণে শীর্ষে ত্রিপুরা ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি।। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা আজ বলেছেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর মন কি বাত কর্মসূচির মাধ্যমে সমগ্র জাতিকে অনুপ্রাণিত করেন এবং সারা দেশের মানুষ এই কার্যক্রম থেকে অনুপ্রেরণা ও নির্দেশনা পান। আজ মোহনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ৪৩ নং বুথের অন্তর্গত মুকাম পাড়া জুনিয়র জে.বি. বিদ্যালয়ে যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির "মন কি বাত" কার্যক্রমের ১৩১ তম পর্ব সম্প্রচার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আমাদের ভারতবর্ষে ট্যালেন্টের কোন অভাব নেই। কিছুদিন আগে আমি ফটিকরায় থেকে ফিরছিলাম। আগরতলা স্টেশনে নামার পর খবর পেলাম ত্রিপুরারই একটা মেয়ে ট্রেন চালিয়ে আগরতলায় আসছে। ২৫ থেকে ২৬ বছর বয়স হবে তার। ট্রেনের কো পাইলট ওই মেয়েটি এসে আমার সঙ্গে দেখা করল। ওকে আমি সম্মান জানিয়ে অভিনন্দিত করেছি। তাই আমাদের মেধার কোন কম নেই। জাতি জনজাতি মণিপুরী সংখ্যালঘু সহ সকল অংশের মানুষ মিলে আমাদের রাজ্যকে এগিয়ে না নিলে দেশও সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ মন কি বাত

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

টিটিএডিসি'র সাধারণ নির্বাচন

চূড়ান্ত ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের তালিকা প্রকাশিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জিলা পরিষদের আসন্ন সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে ২৮টি নির্বাচনী ক্ষেত্রের ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের চূড়ান্ত তালিকা গতকাল ২১ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হয়েছে। ইলেকশন কমিশনার ফর ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল"র সচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

চূড়ান্ত তালিকায় ২৮টি নির্বাচনী ক্ষেত্রে মোট ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে ১,২৫৭টি। এরমধ্যে কাঞ্চনপুর মহকুমায় ১-দামছড়া-জম্পুই (এসটি) নির্বাচনী ক্ষেত্রে ৬১টি,

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গুরুগ্রামে ত্রিপুরার তরুণীকে অমানবিক নির্যাতন, অভিযুক্ত পুলিশের জালে

আইন আদালত দিয়ে হবে না, দোষীর এনকাউন্টার চাই ঃ প্রতিমা ভৌমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি।। আইন আদালত দিয়ে হবে না, গুরুগ্রাম-এ ত্রিপুরার তরুণীর নির্যাতনের ঘটনায় অভিযুক্তের এনকাউন্টার চাই, এদের ক্ষমা করা পাপের সমতুল্য। আইন আদালত দিয়ে এসব হবে না। হরিয়ানার গুরুগ্রামে পাঠরত রাজ্যের ১৯ বছরের এক ছাত্রীকে ঘিরে নৃশংস নির্যাতনের ঘটনায় এমনটাই বললেন তিনি। আজ হাসপাতালে নির্যাতিতাকে দেখতে গিয়ে এমনটাই বললেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। তিনি বলেন, এধরনের ঘটনা কোনভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। অভিযুক্ত নিজে স্বীকার করেছে সে এই নির্যাতনের জন্যে দায়ী, তাই তার বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই। বর্তমানে গুরুতর আহত অবস্থায় নির্যাতিতা দিল্লির একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

অভিযোগ, শিবম নামে এক যুবক, যিনি নরেলা (দিল্লি)-র বাসিন্দা, তার সঙ্গে লিভ-ইন সম্পর্কে থাকা তরুণীর শরীরের গোপন অঙ্গে স্যানিটাইজার ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেন। শুধু তাই নয়, ঘটনার সময় তিনি ভিডিও ধারণও করেন বলে এফআইআরে উল্লেখ রয়েছে।

তরুণীর বয়ানের ভিত্তিতে ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাত ৮টা ৩৫ মিনিটে গুরুগ্রামে শিবমের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) ১১৫, ১১৮(১), ১১৮(২), ১২৭(২), ৬৯ এবং ৩৫১(২) ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।

এফআইআরে অভিযোগ করা হয়েছে, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অভিযুক্ত দীর্ঘদিন ধরে তরুণীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করছিলেন এবং তাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করতেন। একটি অনলাইন অ্যাপের মাধ্যমে তাদের পরিচয় হয়েছিল বলে জানা গেছে। ঘটনাটি গুরুগ্রামে বাদশাহপুর থানার আওতাধীন এলাকায় ঘটে। পুলিশ ইতিমধ্যেই মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

তিপরা মথার বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি।। রবিবার বিকেলে চাকমাঘাটে ২৯ কৃষ্ণপুর মন্ডলের উদ্যোগে এক প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগকে কেন্দ্র করে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় বলে দলীয় সূত্রে জানানো হয়েছে।

মন্ডল কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হওয়া মিছিলটি চাকমাঘাট এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে তুই মধু বাজারে এসে শেষ হয়। সেখানে বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা বিধায়কের কুশপুতুল দাহ করে গ্রেফতারের দাবিতে স্লোগান তোলেন। বিকেলের কর্মসূচিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মী-সমর্থকের উপস্থিতি ছিল বলে দাবি সংগঠকদের।

বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন এমডিসি বিদ্যুৎ দেববর্মা, মন্ডল সভাপতি ধনঞ্জয় দাস-সহ একাংশ নেতৃত্ব। মিছিলে নেতৃত্ব দেন বিদ্যুৎ দেববর্মা। তিনি অভিযোগ করেন, শনিবার খোয়াই মহকুমার রামচন্দ্রঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের বাইজল বাড়ি এলাকায় বিজেপির নির্ধারিত বাইক র‍্যালি বানচাল করতে পথ অবরোধ করা হয়। পাশাপাশি জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা ও বিজেপি নেতা প্রসেনজিৎ দেববর্মার বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্য করা হয়েছে বলেও দাবি

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সীমান্ত এলাকা থেকে নির্মাণ সংস্থার দুই আধিকারিক অপহরণ, গভীররাতে উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি ।। শিলাছড়ি সীমান্ত এলাকা থেকে অপহৃত নির্মাণ সংস্থার দুই আধিকারিককে অবশেষে রবিবার গভীররাতে উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটার পর থেকেই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সন্ধ্যায় শিলাছড়ি থানাধীন দেবতামুড়া এলাকায় ওএনজিসি-র ট্রেনিং সেন্টার থেকে চিফ ইঞ্জিনিয়ার বি সি যোশী এবং টিম মেম্বার অমিত কুমারকে অপহরণ করা হয়। করবুক মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জানান, দুষ্কৃতিকারীরা একটি পিকআপ গাড়ি ও একটি কমান্ডো গাড়ি নিয়ে ট্রেনিং সেন্টারে এসে তাঁদের তুলে নিয়ে যায়।

ঘটনার পরই ওএনজিসি-র অন্যান্য কর্মীরা বিষয়টি শিলাছড়ি থানায় জানালে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

'মন কি বাত' দেশবাসীর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর এক জীবন্ত সেতুবন্ধন : বিদ্যুৎমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান মন কি বাত এখন দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর সরাসরি যোগাযোগের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠেছে। সেতুর মতোই কাজ করছে। রবিবার আগরতলার মোহনপুর মণ্ডলের আমগাছিয়া কমিউনিটি হলে বুথ নং ৩০-এ ১৩১তম পর্ব একত্রে শোনার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিদ্যুৎ মন্ত্রী এ কথা বলেছেন।

তিনি জানান, প্রতি মাসের শেষ রবিবার ধারাবাহিকভাবে সম্প্রচারিত এই অনুষ্ঠান টানা ১৩১ মাস ধরে চলছে এবং এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী সারা ভারত জুড়ে নাগরিকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করছেন। অনুষ্ঠানে স্থানীয়

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এআই সামিটে যুব কংগ্রেসের জামা খুলে প্রদর্শনী

রাহুলের কুশপুত্তলিকা পুড়িয়ে বিক্ষোভ বিজেপি মহিলা মোর্চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি ।। ভারত মন্ডপমে এআই সামিটে যুব কংগ্রেসের জামা খুলে প্রতিবাদ প্রদর্শনীতে ভীষণ খেপেছে প্রদেশ বিজেপি মহিলা মোর্চা। তাই, আজ সন্ধ্যায় পোস্ট অফিস চৌমুহনী স্থিত কংগ্রেস ভবনের সামনে মিছিল করে গিয়ে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর কুশপুত্তলিকা পুড়িয়েছে তাঁরা।

এ-বিষয়ে প্রদেশ বিজেপি মহিলা মোর্চার সভানেত্রী মিমি মজুমদার বলেন, কংগ্রেস বরাবর দেশ বিরোধী কাজে লিপ্ত। দেশদ্রোহীতা তাঁদের মজ্জাগত স্বভাব। তাই, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এআই সামিটের মাধ্যমে সারা বিশ্বের নজরে ডিজিটাল ভারতের ছবি উজ্জ্বল করার

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুরোনো পদ্ধতিতে পেনশন ও স্বাস্থ্য বিমার দাবি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের অবসরপ্রাপ্তদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি।। দৈনন্দিন চাহিদার সাথে সাযুজ্য রেখে একপ্রকার সমস্যার মধ্য দিয়েই দিন গুজরান হচ্ছে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের অবসরপ্রাপ্তদের। তাই, একজোট হয়ে সম্মেলনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি মিটিয়ে দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন তাঁরা। আজ আগরতলায় ইউনাইটেড পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অবসরপ্রাপ্ত কল্যাণ সমিতির ত্রিপুরা আঞ্চলিক কমিটি তৃতীয় ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই সম্মেলনের মঞ্চ থেকে মূলত পেনশন বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য বিমার ব্যবস্থা করার দাবি জানানো হয়েছে।

এ-বিষয়ে সংগঠনের সদস্য জানিয়েছেন, ২০১০ সালের পর থেকে অতীতের ন্যায় পেনশন দেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। স্বাভাবিকভাবে, অবসরে যাওয়ার পর সামান্য পেনশন দিয়ে দৈনন্দিন চাহিদা সম্ভব হয়ে উঠছে না। তাঁর কথায়, যেদিন অবসরে গিয়েছি সেদিন থেকে বেসিক

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

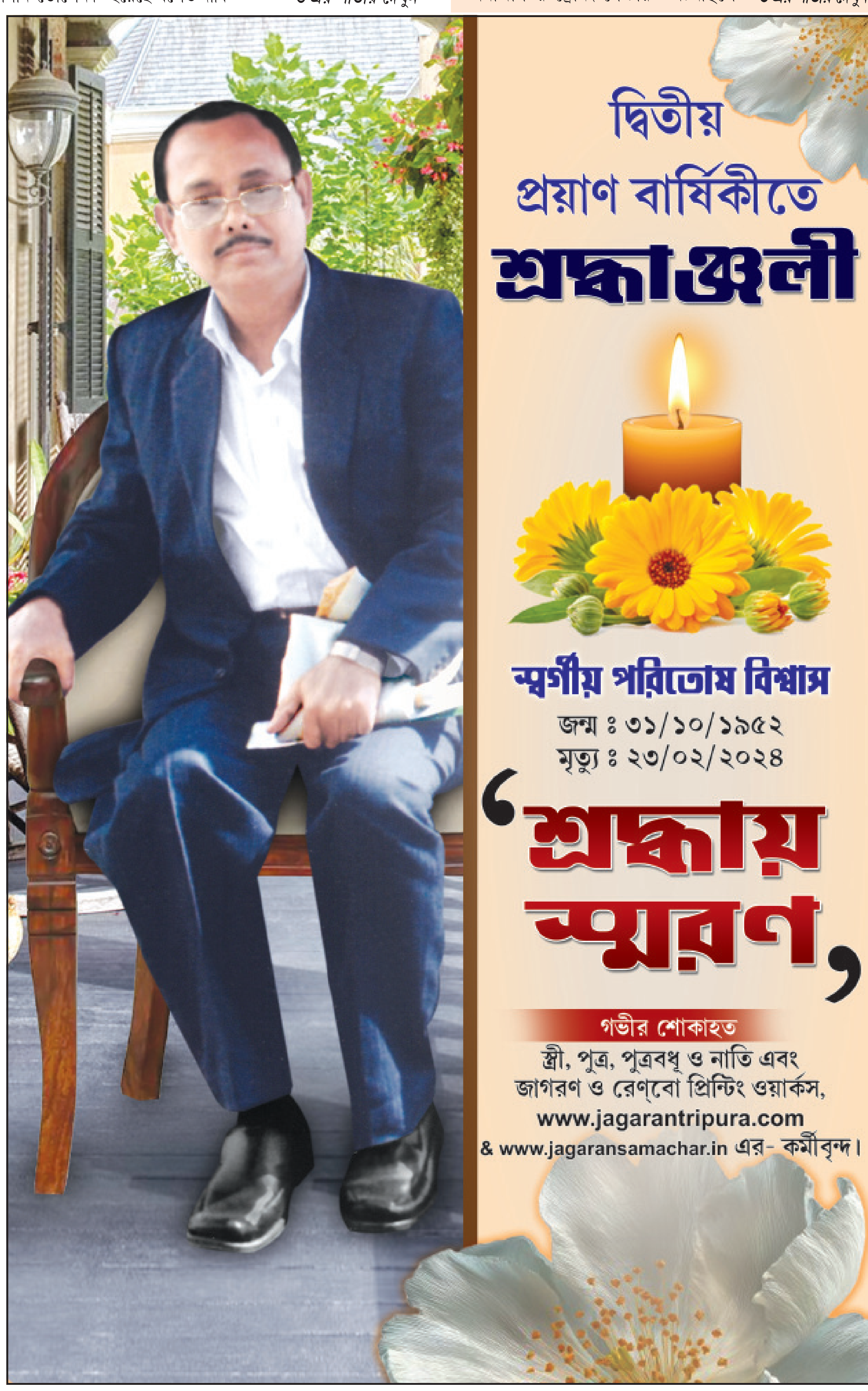

বাঁধের উপর থেকে খালে পড়ল মাটি বোঝাই গাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি।। আগরতলা শহরের ইন্দ্রনগর বাঁধ সংলগ্ন এলাকায় মাটি পরিবহনকারী একটি গাড়ি হঠাৎই বাঁধের উপর থেকে নিচের খালে পড়ে যায়। ঘটনায় কোনো প্রাণহানির খবর নেই বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গাড়ির চালক খাবার খেতে বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেই সময় গাড়িটি বাঁধের উপর দাঁড় করানো ছিল। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে তিনি দেখতে পান, গাড়িটি খালের মধ্যে উল্টে পড়ে রয়েছে।

গাড়ির মালিক জানান, বাঁধের পাশের মাটি নরম থাকায় গাড়িটি ভারসাম্য হারিয়ে নিচে পড়ে যেতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। তবে ঘটনায় কেউ আহত হননি। ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলেও বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো গেছে বলে স্থানীয়রা জানান।

দিনদুপুরে ক্রেতা সেজে দোকান মালিকের সোনার চেইন লুট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি।। শহরের বুকে দিনদুপুরে দুঃসাহসিক ছিনতাইয়ের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো গোটা এলাকায়। ক্রেতা সেজে এক দোকানে ঢুকে মালিকের গলায় থাকা সোনার চেইন ছিনতাই করে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। ঘটনা ঘটে রামনগর ৬ নম্বর রোড-এর ২ নম্বর ক্রসিং এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুটি যুবক একটি মোটরবাইক নিয়ে এলাকায় আসে। তাদের মধ্যে একজন বাইকে অপেক্ষা করছিল, অপর যুবকটি দোকানে ঢুকে সাধারণ ক্রেতার মতো আচরণ করে। কিছু সামগ্রী দেখার ও কেনার কথা বলে দোকান মালিককে ব্যস্ত রাখে সে। সুযোগ বুঝে আচমকাই মালিকের গলায় থাকা সোনার চেইন টেনে নিয়ে দ্রুত দোকান থেকে বেরিয়ে যায়। বাইরে আগে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা,২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ইং
১০ ফাল্গুন, সোমবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশের সঙ্গে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ ভারতের

২০২৬ সালের নির্বাচনে তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি নিরঙ্কুশ জয় পাওয়ার পর, ভারতের পররাষ্ট্রনীতিতে একটি বড় ধরনের পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যাইতেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নির্বাচনের পরপরই তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন, যাহা দিল্লির পক্ষ থেকে একটি ”প্র্যাগমেটিক” বা বাস্তবমুখী পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হইতেছে। নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

দিল্লির জন্য সবচেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয় হইলো ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর নিরাপত্তা। অতীতে বিএনপি-জামায়াত আমলের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে ভারত চায়

বাংলাদেশের মাটি ব্যবহার করিয়া যেন কোনো ভারত-বিরোধী সশস্ত্র গোষ্ঠী বা বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা না চলে ।জঙ্গি দমনে ঢাকার পূর্ণ সহযোগিতা বজায় রাখা। ভারত চায় বিগত বছরগুলোতে শুরু হওয়া অর্থনৈতিক প্রকল্পগুলো যেন বাধাগ্রস্ত না হয়। এর মধ্যে ররয়েছ ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্ট। উত্তর-পূর্ব ভারতের সাথে সংযোগকারী রেল ও সড়ক পথ সচল রাখা।আদানি পাওয়ার প্রজেক্ট বা পাইপলাইনের মতো বড় বিনিয়োগগুলোর সুরক্ষা নিশ্চিত করা। ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও কূটনীতিকদের সুরক্ষা

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন এবং ভারতীয় দূতাবাসগুলোতে হামলা বা হুমকির ঘটনায় দিল্লি বেশ সতর্ক। ভারত চায় তারেক রহমানের সরকার বাংলাদেশে ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষা এবং ভারতীয় স্থাপনাগুলোর পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করুক।বিএনপি ঐতিহাসিকভাবে চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্য পরিচিত। ভারত চাইবে তারেক রহমান যেন ”ইন্ডিয়া আউট” বা ভারত-বিদ্বেষী মনোভাবকে প্রশ্রয় না দিয়া একটি ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করেন, যেখানে ভারতের কৌশলগত স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না হয় ।তারেক রহমানের পক্ষ থেকেও ইতিবাচক সংকেত দেওয়া হইয়াছে। বিএনপির পক্ষ থেকে জানানো হইয়াছে যে তাহারা 'বাংলাদেশ ফার্স্ট' নীতিতে বিশ্বাসী এবং ভারতের সঙ্গে 'সমতা ও আত্মমর্যাদার' ভিত্তিতে সম্পর্ক চায়। তারেক রহমানের উপদেষ্টাদের মতে, তাহারা ভারতের সঙ্গে আগের শত্রুতা ভুলিয়া একটি নতুন অধ্যায় শুরু করিতে প্রস্তুত। তবে সেখানে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হইবে। ভারত বর্তমানে 'অপেক্ষা ও পর্যবেক্ষণ' নীতি গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা শেখ হাসিনা পরবর্তী বাস্তবতাকে মানিয়া নিয়া তারেক রহমানের সরকারের সঙ্গে এমন এক সম্পর্ক গড়িতে চায় যা কেবল একটি বিশেষ দলের প্রতি অনুগত না থেকে দুই দেশের জনগণের পারস্পরিক স্বার্থ রক্ষা করিবে।

বাংলাদেশের গদি থেকে সরিয়া গিয়াছে ইউনুস সরকার। শেখ হাসিনা-হীন বাংলাদেশের কুর্সিতে এককালে আওয়ামির কট্টর বিরোধী দল বিএনপির তারেক রহমানের সরকার। আর তারেক শাসিত ঢাকার সঙ্গে কেমন সম্পর্ক চাইছে ভারত? তাহা এদিন বাংলাদেশের দুই মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করিয়া স্পষ্ট করেন ভারতের তরফে বাংলাদেশে অবস্থিত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত প্রণয় বর্মা ।তারেক রহমানের বাংলাদেশের সঙ্গে কেমন সম্পর্ক চায় ভারত? ঢাকাকে খোলসা করিল দিল্লি রবিবার এই সাক্ষাতের পর ভারতের রাষ্ট্রদূত প্রণয় ভার্মা বলেন, বাংলাদেশে নতুন সরকার গঠনের পর নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে এটি ছিল তাঁহার প্রথম বৈঠক।

গত ২০২৪ সালের ৫ অগস্ট তিনি দেশ ছাড়িয়া ভারতে আসেন, বাংলাদেশে গণ অভ্যুত্থানের জেরে। এরপর বাংলাদেশের মসনদে বসিয়া অন্তর্বর্তী সরকার। ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ওঠা একাধিক অভিযোগের মামলার রায় আসে। দিল্লির কাছ থেকে হাসিনাকে ফেরানোর ওপর জোর দিয়া আর্জি দিতে থাকে ঢাকা। এরপর বাংলাদেশে সরকার পরিবর্তন। আর ঢাকার গদিতে নতুন আসা বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কেমন সম্পর্ক চায় ভারত, তাহা নিয়া কথা হইল ভারতের রাষ্ট্রদূত প্রণয় বর্মা আর বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমান ও প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদের মধ্যে। এই সাক্ষাৎকারকে সৌজন্য সাক্ষাৎ হিসাবে তকমা দেয় ভারত। পারস্পরিক স্বার্থ ও সুফলের ভিত্তিতে ইতিবাচক, গঠনমূলক ও ভবিষ্যন্মুখী মনোভাব নিয়া ভারত সহযোগিতা এগিয়ে নিতে চায়, বলিয়া জানাইয়াছে দিল্লি। এছাড়াও দিল্লি জানাইয়াছে, সব ক্ষেত্রে জনগণকেন্দ্রিক সহযোগিতা জোরদারের লক্ষ্যে বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করিতে আগ্রহী ভারত ।রবিবার এই সাক্ষাতের পর ভারতের রাষ্ট্রদূত প্রণয় ভার্মা বলেন, বাংলাদেশে নতুন সরকার গঠনের পর নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে এটি ছিল তাঁহার প্রথম বৈঠক। তাই এটি মূলত একটি সৌজন্য সাক্ষাৎ এবং প্রাথমিক মতবিনিময় ছিল। তিনি বলেন,”নির্বাচনের পর থেকে বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের সাম্প্রতিক উচ্চপর্যায়ের যোগাযোগ সম্পর্কে আপনারা অবগত আছেন। ১৩ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের পরপরই ভারতের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে অভিনন্দনবার্তা পাঠান। একই দিন পরে তাঁহাদের মধ্যে টেলিফোনে কথাও হইয়াছে।”

বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক নিয়া দিল্লির লক্ষ্য কী? তাহা স্পষ্ট করিতে গিয়া ভারতের রাষ্ট্রদূত বলেন,”এসব যোগাযোগে আমরা বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের ঐতিহাসিক সম্পর্কের ভিত্তির ওপর দাঁড়াইয়া বহুমাত্রিক দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও জোরদার করিবার ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছি।” তিনি সাফ জানান,”একটি গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশকে সমর্থন দেওয়ার প্রতি আমাদের অঙ্গীকারও পুনর্ব্যক্ত করিয়াছি।” প্রণয়বর্মা আরও বলেন,”পারস্পরিক স্বার্থ ও পারস্পরিক সুফলের ভিত্তিতে ইতিবাচক, গঠনমূলক ও অগ্রগামী মনোভাব নিয়া সব ক্ষেত্রে জনগণকেন্দ্রিক সহযোগিতা আরও জোরদার করিতে আমরা একসঙ্গে কাজ করিতে চাই।”

২০ বছরের পুরনো মামলার জেরে ক্ষুব্ধ অখিলেশ: স্বামী অবিমুক্তেশ্বরানন্দের বিরুদ্ধে এজাহার নিয়ে তোপ

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : সমাজবাদী পার্টির (এসপি) প্রধান অখিলেশ যাদব রবিবার উত্তরপ্রদেশ সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি 'শংকরাচার্য্য' স্বামী অবিমুক্তেশ্বরানন্দ সারস্বতী-এর বিরুদ্ধে এজাহারের অভিযোগকে হিন্দু সাধুকে অপমানিত ও বিব্রত করার উদ্দেশ্যে রূচিহীন পদক্ষেপ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

পার্টির অফিসে সংবাদ সম্মেলনে অখিলেশ দাবি করেন, মাঘ মেলার সময় সরকারের অসাবধানী আচরণের জন্য ক্ষমা চাইবার পরিবর্তে, তারা ২০ বছরের পুরনো একটি মামলা উস্কে শংকরাচার্য্যকে বিরক্ত করার চেষ্টা করছে। আমাদের সর্বাধিক সম্মানিত শংকরাচার্য্য জিকে সরকারের কী ধরনের আচরণ করা হচ্ছে? এই কাজ যা এখন চলছে, হঠাৎ কিছু মানুষ শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নাটক শুরু করেছে, তিনি বলেন এবং সতর্ক করেছেন, এই ধরনের অভিযোগে নেমে পড়া ঠিক নয়।

স্বামী অবিমুক্তেশ্বরানন্দের বিরুদ্ধে এজাহারে বলা হয়েছে, তিনি ও তাঁর কয়েকজন শিষ্য তাঁর আশ্রমে দুই নাবালককে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে যৌন নির্যাতন ও শোষণ করেছেন।

অখিলেশ মন্তব্য করেন, যদি অভিযোগকারী অন্য কোনও সাধুর শিষ্য হয়, তবে পূর্বে দায়ের করা মামলাটি প্রত্যাহার করা একটি ভুল ছিল। এসপি প্রধান আরও উল্লেখ করেন, মাঘ মেলার সময় শংকরাচার্য্যকে গঙ্গায় স্নান করতে বাধা দেওয়া হয়েছিল এবং যখন তিনি প্রতিবাদ করেন, তখন সরকারের আচরণ কুৎসিত প্রতিশোধ ও বিদ্বেষের ছাপ বহন করছিল। শংকরাচার্য্য স্বামী অবিমুক্তেশ্বরানন্দ শীতল আবহাওয়ায় বহু দিন অনশনরত থেকেও প্রশাসন তাকে সম্মান দেখায়নি। পুরো ঘটনা রাজনৈতিক বিদ্বেষ দ্বারা প্ররোচিত মনে হচ্ছে এবং সরকার এখন জনসাধারণের কাছে তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে, তিনি বলেন।

অখিলেশ ক্ষমতাসীন দলকে নির্বাচনের আগে রাজ্যের পরিবেশকে বিষাক্ত করার অভিযোগেও অভিযুক্ত করেছেন। তিনি আরও যোগ করেন, বর্তমান সরকার বিভিন্ন অবকাঠামো প্রকল্পে অপ্রকৃত ও অনিয়মিত ব্যবস্থাপনা করছে এবং তার সরকারের উদ্যোগ গোমতি ও হিন্দন নদী পরিষ্কারের পরিকল্পনা চালু করার পরেও বর্তমান প্রশাসন উন্নয়ন প্রকল্প অনুসরণ করছে না।

অন্ডারগ্রাউন্ড পাইপলাইন প্রকল্প একটি দুর্নীতির পাইপলাইন, তিনি বলেন এবং উন্নয়ন প্রকল্পের খরচ বৃদ্ধি নিয়ে সরকারকে টেনে আনে। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের জাপান সফরের পরিকল্পনার প্রসঙ্গে তিনি বিদ্রুপ করে বলেন, তিনি জাপান যাচ্ছেন, কিন্তু কিয়োটো নয়।

২০২৪—২৫ অর্থবছরে ফার্মা রফতানিতে ৯.৪ শতাংশ বৃদ্ধি ২০২৬—২৭-এ দুই-অঙ্কের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য: কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) ।। ২০২৪—২৫ অর্থবছরে ভারতের ওষুধ রফতানি ৯.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩০.৪৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রক শনিবার জানিয়েছে, শক্তিশালী সরকারি সহায়তায় ২০২৬—২৭ অর্থবছরে দুই-অঙ্কের প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে এগোচ্ছে ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্প। স্কেলিং আপ ফার্মা এক্সপোর্টস শীর্ষক এক বৈঠকে সরকার, শিল্প ও নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয় বাড়িয়ে বিশ্ববাজারে ভারতের ওষুধের উপস্থিতি আরও জোরদার করার ওপর জোর দেওয়া হয়। এই উদ্যোগ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দিকনির্দেশনায় এগিয়ে চলেছে বলে জানানো হয়েছে।

মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে প্রায় ৬০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের ভারতের ওষুধ শিল্প ২০৩০ সালের মধ্যে ১৩০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছতে পারে। উৎপাদনের পরিমাণের নিরিখে ভারত বিশ্বে তৃতীয় স্থানে রয়েছে এবং ২০০-র বেশি দেশে ওষুধ রফতানি করে। মোট রফতানির ৬০ শতাংশের বেশি যায় উচ্চ নিয়ন্ত্রিত বাজারে। ভারতের ফার্মা রফতানির মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের অংশ ৩৪ শতাংশ এবং ইউরোপের অংশ ১৯ শতাংশ।

এক ভিডিও বার্তায় বাণিজ্য সচিব রফতানিকারক ও প্রস্তুতকারকদের সঙ্গে নিয়মিত সংলাপ বজায় রাখা এবং নিয়ন্ত্রিত বাজারে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জের দ্রুত সমাধানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, সাশ্রয়ী ও উচ্চমানের ভারতীয় ওষুধ যাতে বিশ্বজুড়ে মানুষের কাছে পৌঁছায়, তা নিশ্চিত করাই সরকারের লক্ষ্য।

উদ্বোধনী অধিবেশনে বাণিজ্য দফতর, ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ ফরেন ট্রেড (ডিজিএফটি), সেন্ট্রাল ড্রাগসস্ট্যান্ডার্ড কন্টোল অর্গানাইজেশন (সিডিএসসিও) এবং বিভিন্ন রাজ্যের ফুড অ্যান্ড ড্রাগস কন্টোল প্রশাসনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। আলোচনায় নিয়ন্ত্রক প্রক্রিয়া সরলীকরণ, রফতানি সুবিধা বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যৎ বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নীতিগত সংস্কারের বিষয় গুরুত্ব পায়।

বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প (এমএসএমই)-কে, যারা প্রায়শই নথিপত্র, মাননিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শন সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। এছাড়া ২০২৬---২৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে বায়োফার্মা ও বায়োলজিক্স খাতে অগ্রাধিকারের বিষয়টিও আলোচনায় উঠে আসে। প্রস্তাবিত 'বায়োফার্মা শক্তি' উদ্যোগে আগামী পাঁচ বছরে ১০,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে। এর লক্ষ্য বায়োলজিক্স ও বায়োসিমিলার ক্ষেত্রে দেশের সক্ষমতা বাড়ানো, আমদানি নির্ভরতা কমানো এবং বৈশ্বিক বায়োফার্মাসিউটিক্যাল বাজারের অন্তত ৫ শতাংশ দখল করা।

মার্কিন শুল্ক ফেরত 'জটিল' হতে পারে, তবে ভবিষ্যতে মানসিক প্রতিরোধ গড়বে : এসবিআই রিপোর্ট

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) ।। মার্কিন প্রশাসনের আরোপিত শুল্ক থেকে বিভিন্ন দেশ ও বিচারব্যবস্থা মিলিয়ে প্রায় ১৬০---১৭৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সংগ্রহ করা হয়েছে, যার মধ্যে চীনা সংস্থাগুলিই সম্ভবত সর্বাধিক অর্থ প্রদান করেছে। এই শুল্ক ফেরত প্রক্রিয়া 'অগোছালো' বা জটিল হতে পারে, তবে ভবিষ্যতে নতুন শুল্ক আরোপে এটি মানসিক প্রতিরোধ হিসেবে কাজ করবে বলে জানিয়েছে এসবিআই রিসার্চ-এর এক সাম্প্রতিক প্রতিবেদন।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ১৯৭৪ সালের ট্রেড অ্যাক্টের সেকশন ১২২ প্রয়োগ করে বিশ্বব্যাপী শুল্ক ১৫ শতাংশে উন্নীত করেছেন। মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট তাঁর আগের শুল্ক কাঠামোর বড় অংশ খারিজ করার একদিন পরই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়, যা বাণিজ্যিক আক্রমণাত্মক অবস্থানকে আরও তীব্র করেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, আদালতের রায়ে শুল্ক কাঠামো বাতিল হওয়ায় ভবিষ্যতে অনিশ্চয়তা বাড়তে পারে। এই অন্তর্বর্তী সময়ে, যেখানে চূড়ান্ত ক্ষমতা সূক্ষ্ম ভারসাম্যপূর্ণ মার্কিন কংগ্রেসের হাতে, সেখানে বিভিন্ন দেশকে কৌশলগতভাবে নিজেদের অবস্থান শক্ত করতে অপ্রচলিত আলোচনাপদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

প্রতিবেদনটি সতর্ক করে বলেছে, সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে চুক্তি এবং পৃথক আইনি সত্তার (জুরিস্টিক পার্সন) মধ্যে কার্যকর শুল্ক কাঠামোর সমন্বয় বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে, যদি না তা সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হয়।

ট্রেড অ্যাক্ট অনুযায়ী, মার্কিন প্রেসিডেন্ট আমদানি শুল্কে সাময়িক সারচার্জ (সর্বোচ্চ ১৫ শতাংশ) বা কোটা আরোপ করতে পারেন, যা মূলত যুক্তরাষ্ট্রের ব্যালান্স অব পেমেন্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে। এই ব্যবস্থা সর্বোচ্চ ১৫০ দিন কার্যকর থাকে, যদি না কংগ্রেস আইন প্রণয়নের মাধ্যমে তা বাড়ায়। নতুন শুল্ক কাঠামোতে কিছু ছাড়ও রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র- মেক্সিকো- কানাডা চুক্তি (ইউএসএমসিএ) অনুযায়ী কানাডা ও মেক্সিকো থেকে আমদানিকৃত পণ্য এবং জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত ইতিমধ্যেই কার্যকর কিছু শুল্ক এতে অন্তর্ভুক্ত নয়।

এসবিআই রিপোর্টে বলা হয়েছে, এই সময়ে প্রশাসন সেকশন ৩০১ ও সেকশন ২৩২-এর আওতায় তদন্ত সম্পূর্ণ করে নতুন শুল্ক আরোপ করতে পারে। উল্লেখ্য, সেকশন ২৩২ অনুযায়ী ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, গাড়ি ও তামার উপর শুল্ক এখনও বলবৎ রয়েছে, যার প্রভাব ভারতীয় সংস্থাগুলির ওপরও পড়ছে।

প্রতিবেদনটি আরও জানিয়েছে, একাধিক সার্বভৌম দেশের মধ্যে হওয়া বাণিজ্য চুক্তি কীভাবে বেসরকারি ও স্বাধীন আইনি সত্তাগুলির স্তরে ব্যাখ্যা করা হবে এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি এই প্রক্রিয়াকে কতটা প্রভাবিত করবে, তা দেখার বিষয়।

ট্রাম্পের শুল্কনীতি, জিডিপি তথ্য ও এফঅ্যান্ডও এক্সপায়ারি আগামী সপ্তাহে ডি-স্ট্রিটে নজর একাধিক ইঙ্গিতে

মুম্বাই, ২২ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) ।। আগামী সপ্তাহে ভারতীয় শেয়ারবাজারের গতিপথ নির্ধারণে মার্কিন শুল্ক সংক্রান্ত পদক্ষেপ, দেশের জিডিপি পরিসংখ্যান এবং মাসিক ডেরিভেটিভস এক্সপায়ারি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে বলে মনে করছেন বাজার বিশ্লেষকরা। গত সেশনে ১ শতাংশের বেশি পতনের পর শুক্রবার ঘুরে দাঁড়ায় বাজার। ৩০ শেয়ারের সূচক বিএসই সেনসেক্স ৩১৭ পয়েন্ট বা ০.৩৮ শতাংশ বেড়ে ৮২,৮১৪.৭১-এ বন্ধ হয়। পাশাপাশি, নিফটি ৫০ ১১৭ পয়েন্ট বা ০.৪৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৫,৫৭১.২৫ স্তরে শেষ হয়। এক বিশ্লেষকের মতে, "২৫,৮০০ স্তরটি তাৎক্ষণিক রেজিস্ট্যান্স, এরপর ২৬,০০০ ও ২৬,২০০ গুরুত্বপূর্ণ বাধা। নিম্নমুখে ২৫,৩০০ ও ২৫,১০০ স্তর সাপোর্ট হিসেবে কাজ করবে। ২৫,০০০-এর নিচে নির্ণায়ক ভাঙন হলে সংশোধনী চাপ আরও বাড়তে পারে।"

বৃহত্তর বাজারে মিশ্র প্রবণতা দেখা গেছে। বিএসই ১৫০ মিডক্যাপ সূচক ০.৪৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও বিএসই ২৫০ স্মলক্যাপ সূচক ০.১৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

বিশ্ববাণিজ্য পরিস্থিতি আগামী সপ্তাহেও বিনিয়োগকারীদের নজরে থাকবে। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শুল্ক সংক্রান্ত আইনি ব্যাখ্যা বা নীতিগত পরিবর্তন বৈশ্বিক বাণিজ্য প্রবাহে প্রভাব ফেলতে পারে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প-এর শুল্ক নীতি নিয়ে যেকোনও বড় সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক বাজারে প্রভাব ফেলতে পারে, যার প্রভাব পড়বে ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের মনোভাবেও। দেশীয় ক্ষেত্রে নজর থাকবে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সূচকের দিকে। ২৭ ফেব্রুয়ারি পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রক নতুন সিরিজ অনুযায়ী ত্রৈমাসিক জিডিপি অনুমান প্রকাশ করবে। এছাড়া সরকারি বাজেট পরিসংখ্যান, বৈদেশিক মুদ্রার ভান্ডার এবং অবকাঠামো উৎপাদনের বর্ষ-অনুপাতিক তথ্যও বাজারকে দিশা দেখাতে পারে। ফেব্রুয়ারি মাসের এফঅ্যান্ডও এক্সপায়ারি (২৪ ফেব্রুয়ারি) ঘিরে অস্থিরতা বাড়তে পারে বলে মত বিশেষজ্ঞদের। ট্রেডাররা পজিশন সমন্বয় করায় বাজারে ওঠানামা তীব্র হতে পারে। এদিকে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণে কিছুটা উন্নতির ইঙ্গিত মিলেছে। ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শেষ ১৬টি লেনদেন সেশনের মধ্যে ৯ দিন বিদেশি পোর্টফোলিও বিনিয়োগকারীরা নিট ক্রেতা ছিলেন। এই সময়ে এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে মোট ১৪,১৭৭.৬৬ কোটি টাকার বিনিয়োগ হয়েছে। পাশাপাশি প্রাইমারি মার্কেটে ২,৭৩৩.৮৯ কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে, ফলে ফেব্রুয়ারিতে মোট বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে ১৬,৯১১.৫৫ কোটি টাকা। বিশ্লেষকদের মতে, বৈশ্বিক বাণিজ্য উদ্বেগ, দেশীয় অর্থনৈতিক তথ্য এবং ডেরিভেটিভস এক্সপায়ারির প্রভাব মিলিয়ে আগামী সপ্তাহে বাজারে অস্থিরতা থাকতে পারে, তবে নির্দিষ্ট শেয়ারভিত্তিক লেনদেন সক্রিয় থাকবে।

বিদেশি বিক্রির মাঝেও বাজারে ভরসা জোগাচ্ছে দেশীয় প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) ।। বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা (এফআইআই) ঘরোয়া শেয়ারবাজারে ধারাবাহিকভাবে বিক্রি চালিয়ে গেলেও, শক্তিশালী দেশীয় সূচকের জেরে দেশীয় প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা (ডিআইআই) বাজারকে দৃঢ়ভাবে সহায়তা দিয়ে চলেছেন বলে মত বিশ্লেষকদের।

বাজার তথ্য অনুযায়ী, ২০ ফেব্রুয়ারি শেষ হওয়া সপ্তাহে নগদ বাজারে এফআইআই-রা প্রায় ৭,০০০ কোটি টাকার নিট বহিঃপ্রবাহ নথিভুক্ত করেছেন। বিশেষত ১৩ ফেব্রুয়ারি ভারী বিক্রির জেরে একদিনেই ৭,৩৯৫ কোটি টাকার বহিঃপ্রবাহ দেখা যায়, যা বাজারে অস্থিরতা বাড়ায়। ভেনচুরার গবেষণা প্রধান বিনীত বোলিঞ্জকর জানান, এই পরিস্থিতিতেও ডিআইআই-রা ৮,০০০ কোটির বেশি নিট বিনিয়োগ করে শক্ত সমর্থন দিয়েছেন। ১৩ ও ১৬ ফেব্রুয়ারি উল্লেখযোগ্য কেনাকাটা লক্ষ্য করা গেছে।

বিশ্বব্যাপী উত্তেজনা এবং আইটি, আর্থিক ও অটোমোবাইল খাতে ব্যাপক পতনের প্রভাবে বেঞ্চমার্ক সূচকগুলির উপর চাপ তৈরি হয়। ১৯ ফেব্রুয়ারি নিফটি ১.৪১ শতাংশ পতনের পর প্রায় ২৫,৪৫৪ স্তরে বন্ধ হয়। তবে ২০ ফেব্রুয়ারি নির্বাচিত খাতে কেনাকাটার জেরে আংশিক পুনরুদ্ধার হয়ে নিফটি প্রায় ২৫,৬০০-র কাছাকাছি পৌঁছে যায়। এদিকে, মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট পূর্বে আরোপিত বিস্তৃত 'রেসিপ্রোকাল' শুল্ক বাতিল করায় অন্তর্বর্তীকালীন মার্কিন-ভারত বাণিজ্য চুক্তি নতুন করে নির্ধারিত হয়েছে। আপাতত শুল্কের সীমা ১৫ শতাংশে সীমাবদ্ধ থাকছে। বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, এতে টেক্সটাইল, ফার্মাসিউটিক্যাল, রত্ন ও যন্ত্রপাতি খাতে স্বল্পমেয়াদি অনিশ্চয়তা তৈরি হলেও পূর্বে প্রস্তাবিত কড়া ব্যবস্থার তুলনায় এটি কম কঠোর এবং আলোচনার সুযোগ রাখছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিকল্প আইনি পথ ব্যবহার করে শুল্ক নীতি এগিয়ে নেওয়ার ইঙ্গিত দেওয়ায় নীতিগত অনিশ্চয়তা আরও কিছুটা বেড়েছে বলেও মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

এদিকে সেনসেক্স ৮২,০০০---৮২,৫০০ অঞ্চলের নিম্নস্তর থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ইতিবাচকভাবে বন্ধ হয়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণ চ্যানেল সাপোর্ট ধরে রেখেছে। অস্থিরতা বাড়লে ৮২,০০০—৮১,৮০০ স্তরে তাৎক্ষণিক সাপোর্ট দেখা যাচ্ছে, আর উর্ধমুখী প্রতিরোধ ৮৩,৫০০—৮৪,০০০ অঞ্চলে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, সামনে বাজারে অস্থিরতা বজায় থাকতে পারে। নিফটির ক্ষেত্রে ২৫,৩০০ স্তর সাপোর্ট এবং ২৫,৭০০ স্তর রেজিস্ট্যান্স হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। স্পষ্ট উর্ধমুখী সংকেত না পাওয়া পর্যন্ত 'সেল-অন-রাইজ' কৌশল অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা। পাশাপাশি, বিশ্ববাজারের ইঙ্গিত ও আগত কর্পোরেট ফলাফলের ওপর নজর রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে।

চলতি বছরে সিউল শেয়ারবাজারে বিদেশিদের ৬.২ বিলিয়ন ডলার বিক্রি

সিউল, ২২ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) ।। চলতি বছরে প্রধান সিউল শেয়ারবাজারে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা প্রায় ৯ ট্রিলিয়ন ওন (প্রায় ৬.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) মূল্যের শেয়ার নিট বিক্রি করেছেন বলে রবিবার প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা গেছে। কোরিয়া এক্সচেঞ্জ (কেআরএক্স)- এর তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার পর্যন্ত ২০২৬ সালে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা মূল বাজারে মোট ৯.১ ট্রিলিয়ন ওন মূল্যের শেয়ার নিট বিক্রি করেছেন। তুলনায়, গোটা ২০২৫ সালে এই অঙ্ক ছিল ৪.৬ ট্রিলিয়ন ওন।

বিশদ তথ্যে দেখা যায়, বিদেশিরা স্যামসাং ইলেকট্রনিক্স-এর প্রায় ৯.৫ ট্রিলিয়ন ওন মূল্যের শেয়ার বিক্রি করেছেন। চলতি বছরে সংস্থার শেয়ারের দাম ৫৯ শতাংশ বেড়েছে এবং বৃহস্পতিবার প্রথমবারের মতো ১,৯০,০০০ ওন স্তর অতিক্রম করেছে।

বিশ্লেষকদের মতে, দক্ষিণ কোরিয়ার শেয়ারবাজার সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাবের কারণে নয়, বরং সাম্প্রতিক উত্থান থেকে লাভ তুলে নেওয়ার লক্ষ্যেই বিদেশিরা বিক্রি করেছেন। ডেইশিন সিকিউরিটিজের গবেষক লি কিয়ং-মিন বলেন, বিদেশিরা নিট বিক্রেতা হলেও এটিকে বাজারের নিম্নমুখী প্রবণতার ইঙ্গিত হিসেবে দেখা কঠিন। চিপ নির্মাতা সংস্থাগুলিকে ঘিরে বিক্রি মূলত স্বল্পমেয়াদি পোর্টফোলিও পুনর্বিন্যাসের অংশ।

এদিকে, বেঞ্চমার্ক সূচক কোস্পি শুক্রবার ১৩১.২৮ পয়েন্ট বা ২.৩১ শতাংশ বেড়ে ৫,৮০৩.৫৩-এ বন্ধ হয়েছে, যা সর্বকালের সর্বোচ্চ স্তর।

অন্যদিকে, বৃহত্তর সিউল অঞ্চলে অতিরিক্ত উষ্ণ রিয়েল এস্টেট বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকার একাধিক বাড়ির মালিকদের ঋণ পুনর্নবীকরণ প্রক্রিয়ায় কড়াকড়ি আরোপের বিষয়টি পর্যালোচনা করছে। সূত্রের খবর, আর্থিক পরিষেবা কমিশন মঙ্গলবার দেশের পাঁচটি প্রধান ব্যাঙ্ক ও আর্থিক সমবায় সংস্থার সঙ্গে বৈঠক করে ঋণ বর্ধিতকরণ নীতিতে পরিবর্তনের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করবে।

সরকার ইতিমধ্যে স্পষ্ট করেছে, একাধিক বাড়ির মালিকদের জন্য মূলধনী মুনাফা কর ছাড়ের মেয়াদ মে মাসে শেষ হবে। যদিও বৃহত্তর সিউল অঞ্চলে নতুন গৃহঋণে কড়া বিধিনিষেধ রয়েছে, তবুও কিছু মালিক পুনঃঅর্থায়নের মাধ্যমে পুরনো ঋণের মেয়াদ বাড়াতে সক্ষম হচ্ছেন, যা নীতির ন্যায্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

বৈশ্বিক পরিচ্ছন্ন জ্বালানি রূপান্তরকে দ্রুত ও ন্যায্য করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভারত : প্রহ্লাদ জোশী

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি।। বৈশ্বিক পরিচ্ছন্ন জ্বালানি রূপান্তরকে আরও দ্রুত, ন্যায্য এবং উন্নয়নমুখী করতে ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় নবায়নযোগ্য শক্তি মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী। রবিবার এক্স (প্রাক্তন টুইটার)-এ এক পোস্টে রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস-এর মন্তব্যের জবাবে তিনি বলেন, ভারতের পরিচ্ছন্ন জ্বালানি যাত্রা কর্ম, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং অন্তর্ভুক্তির ভিত্তিতে এগোচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে আমরা ব্যাপক হারে নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করছি, একই সঙ্গে শিল্প, জীবিকা ও উদ্ভাবনকে শক্তি জোগাচ্ছি।

গুতেরেস তাঁর পোস্টে বলেন, ভারত প্রমাণ করছে যে একই সঙ্গে পরিচ্ছন্ন জ্বালানির প্রসার ও শিল্পোন্নয়ন সম্ভব। তিনি আহ্বান জানান, জলবায়ু সঙ্কটকে উন্নয়নের সুযোগে পরিণত করতে হবে এবং পরিচ্ছন্ন জ্বালানি রূপান্তরকে মানুষ ও পৃথিবীর জন্য আরও দ্রুত ও ন্যায্য করতে হবে। ভারত ইতিমধ্যেই নবায়নযোগ্য শক্তি সম্প্রসারণে বিশ্বে অন্যতম অগ্রণী দেশ হিসেবে উঠে এসেছে। ২০০৫ সালের তুলনায় ২০৩০ সালের মধ্যে জিডিপি-ভিত্তিক গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন তীব্রতা ৪৫ শতাংশ কমানো, অ-জীবাশ্ম জ্বালানি নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার অংশীদারিত্ব ৫০ শতাংশে উন্নীত করা এবং ২.৫ থেকে ৩ বিলিয়ন টন কার্বন সিঙ্ক তৈরি করার লক্ষ্য নিয়েছে ভারত।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় নির্ধারিত জাতীয় লক্ষ্যমাত্রার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ভারত নির্ধারিত সময়ের চার বছর আগেই অর্জন করেছে বলে জানানো হয়েছে।

এদিকে, নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত 'ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬'-এ বক্তব্য রাখতে গিয়ে গুতেরেস প্রযুক্তিগত বিভাজনের ঝুঁকি নিয়ে সতর্ক করেন। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বর্তমানে কঠিন হয়ে উঠেছে এবং প্রযুক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়ছে। একটি অভিন্ন মানদণ্ড না থাকলে বিভাজনই জয়ী হবে বিভিন্ন অঞ্চল ও দেশ ভিন্ন নীতি ও প্রযুক্তিগত মানদণ্ডে পরিচালিত হবে, মন্তব্য করেন তিনি। রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব আরও বলেন, এআই ব্যবস্থার পরীক্ষা ও ঝুঁকি পরিমাপের ক্ষেত্রে বৈশ্বিক আন্তঃকার্যক্ষমতা (ইন্টারঅপারেবিলিটি) নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বিজ্ঞানভিত্তিক এআই গার্ডরেল তৈরির আহ্বান জানান, যা মানুষের সুরক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সঠিক পথে দ্রুত উদ্ভাবনকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

বীরভূমে তৃণমূল নেতার হোটেল থেকে উদ্ধার বোমা

কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) ।। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার বোলপুর এলাকার এক হোটেল থেকে বিপুলসংখ্যক ক্রুড বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ। হোটেলটি তৃণমূল কংগ্রেস নেতা বাবু দাস-এর মালিকানাধীন যিনি বোলপুর পৌরসভার ওয়ার্ড নং ১-এর কাউন্সিলর ও তৃণমূল নেতা সঙ্গীতা দাসের স্বামী।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দুই থানার অফিসাররা রাতভর হোটেলটিতে তল্লাশি চালিয়েছেন। অভিযানের সময় হোটেল এলাকায় বড় পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। তবে এই ঘটনায় অভিযুক্ত বাবু দাস এখনও ধরা পড়েননি। এই ঘটনার ব্যাপারে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

সূত্রের খবর, বাবু দাসের হোটেলটি বোলপুরের প্রান্তিক রেলওয়ে স্টেশনের কাছে অবস্থিত। অভিযোগ করা হয়েছে, হোটেল প্রাঙ্গণে ক্রুড বোমা নির্মাণ ও সংরক্ষণ করা হচ্ছিল। নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে বোলপুর সাব-ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার রিকি আগরওয়াল নেতৃত্বে বড় পুলিশ দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে তল্লাশি চালায়। হোটেল থেকে সাতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং ক্রুড বোমা উদ্ধার সংক্রান্ত জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পুলিশ আরও বলেছে, তদন্ত চলছে যাতে তাদের জড়িত থাকার পরিমাণ নির্ধারণ করা যায় এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শনাক্ত করা যায়। পুলিশ সূত্রে আরও জানা যায়, ক্রুড বোমা উদ্ধার ছাড়াও হোটেলটিতে অবৈধ কার্যকলাপের পূর্ববর্তী অভিযোগ, যার মধ্যে ছিল হোটেল প্রাঙ্গণ থেকে যৌন ব্যবসা পরিচালনা। একজন সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, আমরা হোটেলটিতে রেইড পরিচালনা করেছি এবং প্রাঙ্গণে ক্রুড বোমা সংরক্ষিত রয়েছে তা খুঁজে পেয়েছি।

রবিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে ওবিসি জাগরণ মঞ্চের সভা অনুষ্ঠিত হয়। ছবি নিজস্ব।

জুবিন গার্গ মৃত্যুকাণ্ডে দ্রুত বিচার আদালতের আশ্বাস, পুনর্নির্বাচিত হলে পদক্ষেপ: হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

গুয়াহাটি, ২২ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): আসামের জনপ্রিয় গায়ক জুবিন গর্গ-এর মৃত্যুকাণ্ডের তদন্ত ঘিরে রাজ্যে জোর চর্চার মধ্যে দ্রুত বিচার আদালত (ফাস্ট-ট্র্যাক কোর্ট) গঠনের আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। রবিবার গুয়াহাটিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ২০২৬ সালে ফের ক্ষমতায় ফিরতে পারলে জনমতের ভিত্তিতে ফাস্ট-ট্র্যাক কোর্ট গঠনের বিষয়টি বিবেচনা করবে তাঁর সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমি যদি ২০২৬ সালে আবার মুখ্যমন্ত্রী হই, তাহলে মানুষের পরামর্শ ও প্রত্যাশা অনুযায়ী দ্রুত বিচার আদালত গঠন করব।" সংবেদনশীল মামলায় সময়মতো বিচার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

জুবিন গার্গের মৃত্যুর ঘটনাকে ঘিরে রাজ্যজুড়ে তীব্র আবেগ ও জনমত তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন সংগঠন, অনুরাগী ও নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে দ্রুত তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবি উঠেছে। সামাজিক মাধ্যমেও দ্রুত পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়ে ব্যাপক প্রচার চলছে।

গত বছরের ১৯ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে সমুদ্র ভ্রমণের সময় জুবিন গার্গের মৃত্যু হয় বলে জানা যায়। এই ঘটনায় গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি) গায়কের ম্যানেজার, ব্যান্ডের সদস্য এবং এক উৎসব আয়োজক-সহ মোট চার জনের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ এনেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকার এই মামলার সঙ্গে যুক্ত জনমতের আবেগ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। তদন্ত প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে প্রশাসন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলেও তিনি জানান। একই সঙ্গে তিনি সাধারণ মানুষকে শান্তি বজায় রাখার এবং আইনি প্রক্রিয়ার ওপর আস্থা রাখার আহ্বান জানান। তাঁর কথায়, "অনুমান ও ভ্রান্ত তথ্য তদন্তে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।"

জুবিন গার্গ আসামের অন্যতম সাংস্কৃতিক আইকন। তাঁর সঙ্গে যুক্ত যে কোনও ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপক সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে এই ইস্যু রাজ্যের রাজনৈতিক আলোচনায় আরও গুরুত্ব পেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

ভারত-ব্রাজিলের মধ্যে ডাক পরিষেবায় সহযোগিতা বাড়াতে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): ডাক পরিষেবা খাতে সহযোগিতা জোরদার করতে ভারত ও ব্রাজিল একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর করেছে। রবিবার কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রক জানিয়েছে, এই চুক্তির মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে কৌশলগত সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে এবং ডিজিটাল রূপান্তর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিষেবা প্রদানে গতি আসবে।

ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা-র ভারত সফরকালে এই এমওইউ স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন কেন্দ্রীয় যোগাযোগমন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য এম. সিন্ধিয়া এবং ব্রাজিলের যোগাযোগমন্ত্রী ফ্রেডেরিকো দে সিকেইরা ফিলহো।

এই চুক্তির মাধ্যমে ভারতের ডাক বিভাগ ও ব্রাজিলের যোগাযোগ মন্ত্রকের মধ্যে একটি বিস্তৃত সহযোগিতার কাঠামো গড়ে উঠবে। ডাক পরিষেবার নীতি ও পরিচালনা সংক্রান্ত সেরা অনুশীলন ভাগ করে নেওয়া, সর্বজনীন পরিষেবা বাধ্যবাধকতা জোরদার করা এবং ঠিকানাব্যবস্থা উন্নত করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।এছাড়া ডিজিটাল রূপান্তর, ই-কমার্স লজিস্টিকস এবং ডাক আর্থিক পরিষেবার ক্ষেত্রেও যৌথভাবে কাজ করার কথা বলা হয়েছে। দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক বাজারে এই ক্ষেত্রগুলির গুরুত্ব ক্রমশ বাড়ছে।

ভারত বৃহৎ পরিসরে ডাক সংস্কার, বিশেষত ডিজিটাল পরিষেবা, ই-কমার্স ডেলিভারি এবং নাগরিকমুখী জনপরিষেবায় নিজেদের অভিজ্ঞতা ব্রাজিলের সঙ্গে ভাগ করে নেবে। এই অংশীদারিত্বের ফলে দুই দেশের ডাক নেটওয়ার্কের কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং আর্থিক স্থায়িত্ব নিশ্চিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

চুক্তির আওতায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, আধিকারিক ও বিশেষজ্ঞদের বিনিময় সফর এবং যৌথ কর্মশালার মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পারস্পরিক আগ্রহের কৌশলগত প্রকল্পে তথ্য আদানপ্রদান ও সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া হবে।

দুই দেশ বহুপাক্ষিক মঞ্চে, বিশেষত ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়ন-এ সমন্বয় বাড়াতেও সম্মত হয়েছে।

মন্ত্রক জানিয়েছে, এই এমওইউ দুই দেশের ডাক ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণ করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং শেষ মাইল পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। চুক্তিটি পাঁচ বছর কার্যকর থাকবে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে নবীকরণের বিধান রয়েছে। উভয় দেশের আইন অনুযায়ী এটি বাস্তবায়িত হবে।

'ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে এগোচ্ছে অসম', বৃন্দাবনী বস্ত্র ফেরাতে বিশ্বমানের জাদুঘরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন: মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ২২ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): অসম তার গৌরবময় ঐতিহ্য ধীরে ধীরে পুনরুদ্ধার করছে বলে মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। রবিবার গুয়াহাটিতে ঐতিহাসিক বৃন্দাবনী বস্ত্র সংরক্ষণের জন্য একটি বিশ্বমানের জাদুঘরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই উদ্যোগ অসমের বহুদিনের প্রচেষ্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। লক্ষ্য হল মধ্যযুগীয় মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব-এর সৃষ্ট এই অমূল্য নিদর্শনকে তার জন্মভূমিতে ফিরিয়ে আনা।

তিনি বলেন, "একটির পর একটি করে অসম তার গৌরবময় ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করছে। আজ আমরা বৃন্দাবনী বস্ত্রকে অসমে ফিরিয়ে আনার পথে বড় পদক্ষেপ নিলাম।"

মুখ্যমন্ত্রী স্মরণ করিয়ে দেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রথম দিনেই তাঁকে 'বিকাশ' (উন্নয়ন) এবং 'বিরাসত' (ঐতিহ্য) এই দুই ক্ষেত্রে একযোগে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সেই লক্ষ্যেই রাজ্য সরকার উন্নয়ন ও ঐতিহ্য রক্ষার কাজ সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে চলেছে বলে তিনি জানান।

বৃন্দাবনী বস্ত্রকে অসমে ফিরিয়ে আনা এবং তা সংরক্ষণের জন্য জাদুঘর নির্মাণে সহায়তার জন্য জেএসডব্লিউ ফাউন্ডেশন-কে ধন্যবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "অসমের মানুষের পক্ষ থেকে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকার জন্য জেএসডব্লিউ ফাউন্ডেশনকে কৃতজ্ঞতা জানাই।"

তিনি আরও বলেন, বহু শতাব্দী পর অসমবাসী নিজেদের ভূমিতে গুরুজনার এই ঐতিহাসিক সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করতে পারবেন, যা রাজ্যের জন্য গর্ব ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের মুহূর্ত।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই উদ্যোগ কেবল গুরুজনার উত্তরাধিকার ফিরিয়ে আনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং অসমের সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষা ও সংরক্ষণের অঙ্গীকারও পুনর্ব্যক্ত করছে। প্রস্তাবিত জাদুঘরটি গুয়াহাটির একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে এবং অসমের বৈষ্ণব ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিক ইতিহাসকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরবে।

এআই সামিটে বিক্ষোভ ইস্যুতে রাহুলকে 'আরবান নকশাল' তকমা বিজেপির, পাল্টা তোপ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): এআই সামিটে কংগ্রেসের বিক্ষোভকে ঘিরে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-র কড়া আক্রমণের পর রবিবার বিজেপির শীর্ষ নেতারা লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী-র বিরুদ্ধে তোপ দাগেন। তাঁদের অভিযোগ, তিনি 'বিশ্বমঞ্চে ভারতের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করেছেন' এবং গোটা ঘটনার নেপথ্যে তাঁরই মদত ছিল।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বলেন, সাম্প্রতিক ইন্ডিয়া এআই সামিট-এ কংগ্রেসের বিক্ষোভ আন্তর্জাতিক স্তরে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে। তাঁর দাবি, রাহুল গান্ধীর নির্দেশেই এই প্রতিবাদ সংগঠিত হয়েছিল এবং তা শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের জন্যই বুমেরাং হয়েছে।

তিনি কটাক্ষ করে বলেন, "তাঁকে কি অবোধ বালক বলব, আরবান নকশাল বলব, না হতাশ ব্যক্তি বলব? তিনি ভারতের বদনাম করেছেন। দেশের মানুষ তাঁকে ক্ষমা করবে না।"

বিহারের মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা দিলীপ কুমার জয়সওয়াল-ও একই সুরে বলেন, এই বিতর্কে দেশের নয়, বরং কংগ্রেসেরই ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাঁর দাবি, কংগ্রেস ক্রমশ জনভিত্তি হারাচ্ছে এবং দলটি নেতৃত্ব সংকটে ভুগছে।

এর আগে উত্তরপ্রদেশের মেরঠ-এ এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদি কংগ্রেসের যুব সংগঠনের 'শার্ট খুলে' বিক্ষোভের তীব্র সমালোচনা করেন। দিল্লির ভারত মণ্ডপম-এ অনুষ্ঠিত এআই সামিট চলাকালীন এই প্রতিবাদ হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের প্রাচীনতম রাজনৈতিক দলটি আদর্শগতভাবে দেউলিয়া হয়ে পড়েছে এবং একটি আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে অভ্যন্তরীণ রাজনীতি টেনে এনেছে।

তিনি আরও জানান, বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া' জোটের অন্য শরিকরাও কংগ্রেসের এই পদক্ষেপ থেকে দূরত্ব বজায় রেখেছে, যা ইতিবাচক বার্তা বহন করে।

উল্লেখ্য, যুব কংগ্রেস কর্মীরা বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি এবং ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত ইস্যুতে স্লোগান তুলে বিক্ষোভ দেখান। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে তীব্র বাকযুদ্ধ শুরু হয়েছে।

বেঙ্গল এসআইআর সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে বিচারিক যাচাই, প্রতিটি জেলায় তিন সদস্যের তদারকি কমিটি

কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): ভোটমুখী পশ্চিমবঙ্গে চলমান বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় উত্থাপিত দাবি ও আপত্তির পূর্ণাঙ্গ বিচারিক নিষ্পত্তি সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় প্রথম দফায় ১৫০ জন সেশনস জজকে নিয়োগ করেছে কলকাতা হাইকোর্ট।

মোট ২৫০ জন বিচারিক আধিকারিককে এই ব্যবস্থায় যুক্ত করা হয়েছে। জেলা স্তরে গোটা প্রক্রিয়ার তদারকির জন্য হাইকোর্টের নির্দেশে প্রতিটি জেলায় তিন সদস্যের একটি করে কমিটি গঠন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কমিটিতে থাকবেন এক জন জেলা বিচারক, জেলা শাসক (যিনি একই সঙ্গে জেলা নির্বাচন আধিকারিক) এবং সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপার।

প্রথম পর্যায়ে সোমবার থেকে ১৫০ জন সেশনস জজ কাজ শুরু করবেন। প্রয়োজন অনুযায়ী বাকি বিচারিক আধিকারিকদের ধাপে ধাপে যুক্ত করা হবে।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক (সিইও) দফতরের এক সূত্র জানিয়েছে, "যেসব নথি 'লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি' বা যৌক্তিক অসঙ্গতি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে এবং বিচারিক যাচাইয়ের জন্য পাঠানো হয়েছে, সেগুলির সত্যতা যাচাই ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সম্পন্ন করাই মূল লক্ষ্য।"

এখন পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে, নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। তবে যেসব নথি বিচারিক নিষ্পত্তির জন্য পাঠানো হয়েছে, সেগুলি আপাতত বাদ থাকবে। পরবর্তীতে সম্পূরক তালিকা প্রকাশ করা হবে।

রবিবার উত্তর কলকাতার যশপ ভবনে বিচারক ও নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি জরুরি বৈঠক শুরু হয়েছে সকাল সাড়ে ১১টা থেকে। সেখানে শুনানির রূপরেখা, নথি যাচাইয়ের পদ্ধতি এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নিষ্পত্তির বিষয়গুলি চূড়ান্ত করা হচ্ছে। বৈঠক দীর্ঘায়িত হতে পারে বলে জানা গেছে।

রবিবার রাতের মধ্যেই এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত বিচারিক আধিকারিকদের ব্রিফিং ও প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হবে, যাতে সোমবার থেকেই পূর্ণাঙ্গ বিচারিক যাচাই প্রক্রিয়া শুরু করা যায়।

সূত্রের খবর, প্রায় ৪৫ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ ভোটারের নথি বিচারিক যাচাইয়ের আওতায় আসতে পারে। এগুলি সকলই 'লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি' হিসেবে চিহ্নিত, যার মধ্যে 'প্রজেনি ম্যাপিং'-এর সময় ধরা পড়া অস্বাভাবিক পারিবারিক তথ্যও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসচক্রের ছক: তামিলনাড়ু ও বাংলায় গ্রেফতার ৮, পাকিস্তান ও বাংলাদেশি জঙ্গি যোগের অভিযোগ

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই ও বাংলাদেশি জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত আটজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে রবিবার জানিয়েছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতরা সোশ্যাল মিডিয়ায় পাকিস্তান-ভিত্তিক জঙ্গি সংগঠনগুলির সমর্থনে পোস্ট করত এবং বৈধ নথি ছাড়াই ভারতে বসবাস করছিল। এর আগে তামিলনাড়ু থেকে ছয়জন অবৈধ বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়। পরে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আরও দু'জনকে ধরা হয়। আটজনকেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নয়াদিল্লিতে আনা হচ্ছে।

নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এই গ্রেফতারি অভিযান চালানো হয়। অভিযোগ, ধৃতরা সীমান্তের ওপার থেকে সক্রিয় চরমপন্থী চক্রের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিল এবং উস্কানিমূলক অনলাইন কার্যকলাপে যুক্ত ছিল।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, অভিযুক্তরা শহরগুলির রেকি করেছিল এবং নয়াদিল্লিতে 'ফ্রি কাশ্মীর' পোস্টার লাগিয়েছিল। আটজনের মধ্যে চারজন ইন্ডিয়া-এআই সামিট চলাকালীন দিল্লির বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনে 'ফ্রি কাশ্মীর' ও অন্যান্য আপত্তিকর পোস্টার টাঙিয়ে পরে তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গে ফিরে যায়।

দিল্লি পুলিশ-এর কিউ শাখার একটি দল তামিলনাড়ুর তিরুপ্পুরে গিয়ে স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতায় তিনটি জায়গায় একযোগে তল্লাশি চালায়। সেখানে মিজানুর রহমান, মহম্মদ শাবাত, উমর, মহম্মদ লিতান, মহম্মদ শাহিদ ও মহম্মদ উজ্জ্বল নামে ছয়জনকে গ্রেফতার করা হয়।

তল্লাশিতে আটটি মোবাইল ফোন ও ১৬টি সিম কার্ড উদ্ধার হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, বাজেয়াপ্ত ডিভাইসগুলি নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের সমর্থনে কনটেন্ট শেয়ার এবং সন্দেহভাজন হ্যান্ডলারদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে ব্যবহৃত হত। ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য সেগুলি পাঠানো হয়েছে, যাতে বড় কোনও নেটওয়ার্কের যোগ রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা যায়।

তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, ধৃত ছয়জন কিছুদিন ধরে তিরুপ্পুরে বসবাস করছিল এবং উথুকুলি, থিরুমুরুগানপুন্ডি ও পল্লাদম এলাকার পোশাক কারখানায় কাজ করছিল। তাদের কাছে বৈধ পাসপোর্ট বা ভিসা ছিল না বলেও অভিযোগ। নকল আধার কার্ড ব্যবহার করে কাজ ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকতে পারে বলে সন্দেহ।

অভিযুক্তরা কোনও সংগঠিত জঙ্গি চক্রের অংশ কি না, তা জানতে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। এদিকে, গোটা অঞ্চলে নজরদারি ও যাচাই প্রক্রিয়া জোরদার করেছে নিরাপত্তা সংস্থাগুলি।

এছাড়া নিরাপত্তা সূত্রের দাবি, পাকিস্তান-ভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈয়বা দিল্লির লাল কেল্লা-সহ দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় স্থানে হামলার ছক কষছে। চাঁদনি চক এলাকার একটি মন্দিরও তাদের সম্ভাব্য নিশানায় থাকতে পারে বলে আশঙ্কা। ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) ব্যবহার করে হামলার পরিকল্পনা করা হতে পারে বলে সূত্রের খবর।

ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

জম্মু-কাশ্মীরের কিশওয়াড়ে জঙ্গিদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিযুদ্ধ

জম্মু, ২২ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): জম্মু-কাশ্মীরের কিশওয়াড় জেলায় রবিবার নিরাপত্তাবাহিনী ও জঙ্গিদের মধ্যে গুলিযুদ্ধ শুরু হয়েছে। সেনাবাহিনীর নাগরোটা সদর দপ্তরভিত্তিক হোয়াইট নাইট কর্পস এক্স-এ জানিয়েছে যে 'অপারেশন ট্রাশি-১'-এর আওতায় জঙ্গিদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে এবং এলাকায় অভিযান চলছে।

এক্স-বার্তায় জানানো হয়, হোয়াইট নাইট কর্পসের সেনারা জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ ও কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী-এর সঙ্গে যৌথ অভিযানে কিশওয়াড়ের পাসেরকুট এলাকায় জঙ্গিদের অবস্থান শনাক্ত করে। বর্তমানে উভয় পক্ষের মধ্যে গুলিবিনিময় চলছে এবং গোটা এলাকা ঘিরে ফেলা হয়েছে।

চাত্রু অঞ্চলে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে সেনার এই অভিযানের কোডনাম দেওয়া হয়েছে 'অপারেশন ট্রাশি-১'।সরকারি সূত্রে জানা গেছে, ঘন জঙ্গলে দুই থেকে তিন জন জইশ-ই-মোহাম্মদ জঙ্গি লুকিয়ে থাকার গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে সেনা, জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ ও সিআরপিএফ যৌথভাবে কর্ডন অ্যান্ড সার্চ অপারেশন শুরু করে।

অভিযানকারী বাহিনী জঙ্গিদের অবস্থানের কাছাকাছি পৌঁছতেই তারা গুলি চালায়। এর পরই সংঘর্ষ শুরু হয়, যা এখনও চলছে। তুষারাবৃত এলাকায় অতিরিক্ত বাহিনী পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা।এই মাসে চাত্রু এলাকায় এটি দ্বিতীয় সংঘর্ষ। এর আগে ৪ ফেব্রুয়ারি একই ঘন জঙ্গলে গুলিযুদ্ধ হয়েছিল। গত এক বছরে কিশওয়াড়ের চাত্রু অঞ্চলে নিরাপত্তাবাহিনী ও জঙ্গিদের মধ্যে ডজনেরও বেশি সংঘর্ষ হয়েছে।

বিশ্বাস করা হচ্ছে, একদল বিদেশি জঙ্গি কিশওয়াড়, ডোডা ও উদমপুর জেলার মধ্যে অবস্থান পরিবর্তন করে সক্রিয় রয়েছে। নিরাপত্তাবাহিনী তাদের খোঁজে তৎপর থাকায় জঙ্গিরা এক জায়গায় স্থির না থেকে এলাকা বদল করছে।

সম্প্রতি জম্মু সফরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জম্মু বিভাগের পাহাড়ি জেলাগুলিতে পাকিস্তানি জঙ্গিদের নির্মূলের স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। ৭ ফেব্রুয়ারির সফরে তিনি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সম্পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠায় 'মিশন মোড'-এ কাজ করার আহ্বান জানান।

নেপালের সীমান্ত জেলা রৌতাহাটে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের পর সর্বদলীয় বৈঠকে শান্তির আহ্বান

কাঠমান্ডু, ২২ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): নেপালের সীমান্তবর্তী জেলা রৌতাহাট-এ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের জেরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ার পর রবিবার জেলার সক্রিয় সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে এক সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক থেকে ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানানো হয়।

জেলা সদর গৌর-এ বৃহস্পতিবার প্রথম দফায় হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পরবর্তী দিনগুলিতে পরিস্থিতি আরও অবনতি হলে শনিবার বিকেল থেকে প্রশাসন আংশিক কারফিউ জারি করে।জেলা প্রশাসন কার্যালয় (ডিএও), রৌতাহাট জানিয়েছে, লালবাকাইয়া বাঁধ এলাকা থেকে গৌর কাস্টমস অফিস পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় রবিবারও কারফিউ বলবৎ ছিল, যাতে নতুন করে অশান্তি ছড়িয়ে না পড়ে।সর্বদলীয় বৈঠকের পর প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে সকল পক্ষকে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়। বিবৃতিতে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সহনশীলতা, ঐক্য ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে সামাজিক ও ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়।

জেলার বাসিন্দাদের উদ্দেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, সংঘর্ষের ফলে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার প্রভাব শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের ওপরই পড়বে। তাই সকলকে দায়িত্বশীল আচরণ করে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়।ভারত সীমান্তঘেঁষা রৌতাহাট জেলা নেপালের অন্যতম দরিদ্র অঞ্চল এবং অতীতে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উত্তেজনার ইতিহাস রয়েছে। জেলা প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এক হিন্দু দম্পতির বিয়ের শোভাযাত্রা চলাকালীন উচ্চস্বরে বাজনা বাজানোকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার সূত্রপাত হয়। ওই সময় মুসলিম সম্প্রদায়ের সদস্যারা রমজান মাসে ধর্মীয় আচার পালন করছিলেন। আপত্তির জেরে উভয় পক্ষের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা থেকে পাথর নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে।

শুক্রবার উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের মধ্যে বৈঠকে ছয় দফা সমঝোতা হলেও শনিবার সকালে একটি গাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় পরিস্থিতি ফের উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এরপরই প্রশাসন কারফিউ জারি করে বৃহত্তর সাম্প্রদায়িক সংঘাত এড়াতে ব্যবস্থা নেয়।এদিকে নেপালের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এক বিবৃতিতে সকলকে ধর্মীয় সহনশীলতা ও পারস্পরিক সম্মান বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছে।

রবিবার আগরতলা ৮নং বড়দোয়ালী মন্ডলের উদ্যোগে মন কি বাত অনুষ্ঠানে মন কি বাত শুনছেন মন্ডল সভাপতি। ছবি নিজস্ব।

আট ত্রৈমাসিকের মধ্যে সর্বোচ্চ আয় বৃদ্ধির নজির গড়ল নিফটি-৫০০

মুম্বাই, ২২ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) ।। চলতি অর্থবর্ষের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে গত আট ত্রৈমাসিকের মধ্যে সর্বোচ্চ আয় বৃদ্ধির নজির গড়েছে নিফটি-৫০০ সূচকভুক্ত সংস্থাগুলি। বিস্তৃত খাতভিত্তিক প্রবৃদ্ধি ও চাহিদা বৃদ্ধির জেরে এই শক্তিশালী ফলাফল এসেছে বলে রবিবার প্রকাশিত এক রিপোর্টে জানানো হয়েছে।

মতিলাল ওসওয়াল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস-এর সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী, তৃতীয় ত্রৈমাসিকে নিফটি ৫০০ সূচকভুক্ত সংস্থাগুলির সম্মিলিত আয় বছরে ১৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আর্থিক খাত বাদ দিলে এই বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ২৩ শতাংশ। এমনকি ধাতু ও তেল-গ্যাস সংস্থাগুলি বাদ দিলেও সামগ্রিক আয় ১৫ শতাংশ বেড়েছে, যা বিভিন্ন খাতে শক্তিশালী পারফরম্যান্সের ইঙ্গিত দেয়।

এই ত্রৈমাসিকে নিফটি-৫০০ সংস্থাগুলির মোট বিক্রি প্রায় ১১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে গত ১১ ত্রৈমাসিকের মধ্যে সর্বোচ্চ। ইবিটিডা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৮ লক্ষ কোটি টাকা এবং সমন্বিত নিট মুনাফা (পি এ টি) প্রায় ৪ লক্ষ কোটি টাকা।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, পণ্যভিত্তিক খাত আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। তেল ও গ্যাস খাতে মুনাফা ৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, আর ধাতু খাতে ৩৪ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে তুলনামূলক নিম্ন ভিত্তির ওপর। সরকারি ব্যাঙ্কগুলির মুনাফা বেড়েছে ১৮ শতাংশ এবং এনবিএফসি ঋণদান সংস্থাগুলির লাভ বেড়েছে ১৯ শতাংশ।

ট্র্যাক্টর ও যাত্রীবাহী গাড়ি বাদ দিয়ে অটোমোবাইল খাতে মুনাফা ২৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, উৎসব মরসুমের চাহিদা ও জিএসটি হার হ্রাসের প্রভাবে। ক্যাপিটাল গুডস সংস্থাগুলির আয় ২৪ শতাংশ বেড়েছে, বিদ্যুৎ সঞ্চালন, প্রতিরক্ষা ও নবায়নযোগ্য শক্তি ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয়ের জোরে অর্ডার প্রবাহ বৃদ্ধি পাওয়ায়।

সিমেন্ট খাতও দুর্বল কয়েকটি ত্রৈমাসিকের পর ঘুরে দাঁড়িয়ে ৪৬ শতাংশ মুনাফা বৃদ্ধি নথিভুক্ত করেছে। ৭---৮ শতাংশ চাহিদা পুনরুদ্ধার এই প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করেছে। টেলিকম খাতের মুনাফা দ্বিগুণেরও বেশি বেড়ে এই ত্রৈমাসিকে ৩১ বিলিয়ন টাকায় পৌঁছেছে। মিড ও স্মলক্যাপ সংস্থাগুলিও শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। নিফটি মিডক্যাপ ১৫০ সূচকভুক্ত সংস্থাগুলির আয় ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নিফটি স্মলক্যাপ ২৫০ সংস্থাগুলির আয় বেড়েছে ২৬ শতাংশ। তুলনায়, নিফটি ১০০ সূচকভুক্ত বড় সংস্থাগুলির আয় বৃদ্ধি হয়েছে ১৮ শতাংশ।

বিশ্লেষকদের মতে, চাহিদা পুনরুদ্ধার ও খাতভিত্তিক বিস্তৃত প্রবৃদ্ধি আগামী ত্রৈমাসিকগুলিতেও কর্পোরেট আয়ের গতি ধরে রাখতে সহায়ক হতে পারে।

সরকারি ব্যয়ে সমন্বয়ের জেরে তৃতীয় ত্রৈমাসিকে মূলধনী ব্যয় ২৩.৪ শতাংশ কমেছে : আইসিআরএ

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) ।।২০২৫---২৬ অর্থবর্ষের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে (কিউ৩) ভারতের মূলধনী ব্যয় (ক্যাপেক্স) বছরে ২৩.৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে বলে রবিবার প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে আইসিআরএ।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ে কিছু সমন্বয়ের ফলে এই পতন ঘটেছে, যা ত্রৈমাসিকে সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি কিছুটা শ্লথ করতে পারে। তবে উৎসবকালীন চাহিদা এবং রাজ্যস্তরে মূলধনী ব্যয় বৃদ্ধির ফলে সামগ্রিক অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সমর্থন পেয়েছে।

আইসিআরএ-র সংকলিত তথ্য বলছে, ২৪টি রাজ্যের উপলব্ধ তথ্য অনুযায়ী তাদের সম্মিলিত মূলধনী ব্যয় ও নিট ঋণ প্রদান কিউ৩-এ ২১.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা আগের ত্রৈমাসিকের সংকোচনকে উল্টে দিয়েছে। সংখ্যার বিচারে, এই রাজ্যগুলির ক্যাপেক্স কিউ২-এ ১.৮ লক্ষ কোটি টাকা থেকে বেড়ে কিউ৩-এ ২.১ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা প্রায় কেন্দ্রের ব্যয়ের সমান।

কেন্দ্র ও রাজ্য মিলিয়ে মোট মূলধনী ব্যয় কিউ৩ ২০২৫-২৬ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ৪.২ লক্ষ কোটি টাকা, যা গত বছরের একই সময়ের ৪.৪ লক্ষ কোটি টাকার তুলনায় কিছুটা কম। এর আগে কিউ২-এ ১৬.৭ শতাংশ শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি নথিভুক্ত হয়েছিল, ফলে বর্তমান পরিস্থিতিকে আগের উচ্চ গতির পর স্বাভাবিকীকরণের ধাপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

আইসিআরএ পূর্বাভাস দিয়েছে, কিউ৩ ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার ৭.২ শতাংশে নেমে আসতে পারে, যেখানে আগের ত্রৈমাসিকে তা ছিল ৮.২ শতাংশ। তবুও প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশের ওপরে থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে, যার পেছনে রয়েছে উৎসবকালীন চাহিদা এবং জিএসটি যৌক্তিকীকরণের সুফল। আইসিআরএ-র প্রধান অর্থনীতিবিদ ও গবেষণা বিভাগের প্রধান অদিতি নায়ার বলেন, নতুন ভিত্তিবর্ষে জিডিপি বৃদ্ধির হিসাব নির্ধারণ এখনও চ্যালেঞ্জিং। তিনি জানান, ধারাবাহিক মন্থরতার পেছনে রয়েছে প্রতিকূল বেস এফেক্ট, সরকারি মূলধনী ব্যয়ের সংকোচন, রাজ্য সরকারের রাজস্ব ব্যয়ে মন্দা এবং পণ্য রফতানিতে দুর্বলতা। রাজস্ব খাতে, কেন্দ্রের সুদবিহীন রাজস্ব ব্যয়ের সংকোচনের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। কিউ৩-এ তা বছরে ৩.৫ শতাংশ কমেছে, যেখানে কিউ২-এ পতন ছিল ১১.২ শতাংশ। অন্যদিকে, ২৪টি রাজ্যের সম্মিলিত সুদবিহীন রাজস্ব ব্যয় ২.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও আগের ত্রৈমাসিকের তুলনায় গতি কিছুটা কমেছে। সমষ্টিগতভাবে, কেন্দ্র ও রাজ্য মিলিয়ে সুদবিহীন রাজস্ব ব্যয় কিউ৩-এ সামান্য ০.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে কিউ২-এ সামান্য হ্রাস দেখা গিয়েছিল।

ইসিআই ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনারদের জাতীয় রাউন্ড টেবিল সম্মেলন ২৪ ফেব্রুয়ারি

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি ।। নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) আগামী মঙ্গলবার ২৪ ফেব্রুয়ারি নয়াদিল্লির ভারত মন্ডপম প্রাঙ্গণে ইসিআই ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনারদের (এসইসি) জাতীয় রাউন্ড টেবিল সম্মেলনের আয়োজন করছে। দীর্ঘ ২৭ বছর পর এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এর আগে শেষবার এমন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৯৯ সালে।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত থাকবেন নির্বাচন কমিশনার ড. সুখবীর সিং সান্ধু এবং ড. বিবেক জোশী। দেশের সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের রাজ্য নির্বাচন কমিশনাররা তাঁদের আইন ও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের নিয়ে অংশগ্রহণ করবেন। এছাড়া ৩৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকরাও (সিইও) সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন।

এই রাউন্ড টেবিল সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য হল নিজ নিজ আইনি কাঠামোর আওতায় নির্বাচন প্রক্রিয়া ও লজিস্টিক ব্যবস্থাপনায় ইসিআই ও এসইসি-গুলির মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। আলোচনার মাধ্যমে গঠনমূলক মতবিনিময়ের একটি কার্যকর মঞ্চ তৈরি হবে এবং নির্বাচন ব্যবস্থাপনায় সমবায় ফেডারেল কাঠামোর চেতনা আরও সুদৃঢ় হবে বলে আশা করা হচ্ছে। দিনব্যাপী এই সম্মেলনে প্রযুক্তি বিনিময়, ইভিএম ও ভোটার তালিকা ভাগাভাগি এবং নির্বাচন প্রক্রিয়া আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা হবে। কমিশনের জ্যেষ্ঠ আধিকারিকরা সাম্প্রতিক চালু হওয়া ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম 'ইসিনেট'-সহ গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত ও পরিচালনাগত উদ্যোগ নিয়ে প্রেজেন্টেশন দেবেন এবং কীভাবে এই প্ল্যাটফর্ম নির্বাচনী পরিষেবাকে আরও গতিশীল ও সুশৃঙ্খল করতে পারে তা তুলে ধরবেন। এছাড়া ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের (ইভিএম) দৃঢ়তা, স্বচ্ছতা এবং সুরক্ষা ব্যবস্থাও উপস্থাপনায় বিশেষভাবে তুলে ধরা হবে। বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলভিত্তিক ভোটার যোগ্যতার তুলনামূলক বিশ্লেষণও উপস্থাপন করা হবে, যা জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫০-এর প্রাসঙ্গিক বিধানের আলোকে ভোটার তালিকা প্রস্তুতির আইনি কাঠামো নিয়ে সুসংহত আলোচনা সহজ করবে। উল্লেখ্য, ৭৩তম ও ৭৪তম সংবিধান সংশোধনীর ক্ষমতাবলে রাজ্য আইন অনুযায়ী রাজ্য নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৪৩কে ও ২৪৩জেডএ অনুযায়ী পঞ্চায়েত ও পৌর সংস্থার নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতি ও নির্বাচন পরিচালনার তত্ত্বাবধান, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব এসইসি-গুলির ওপর ন্যস্ত রয়েছে।

ভারত-ব্রাজিল ডাক খাতে সহযোগিতা বৃদ্ধিতে স্বাক্ষর করেছে চুক্তিপত্র, জোর দেওয়া হবে ডিজিটাল রূপান্তরে

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) ।। ভারত ও ব্রাজিল ডাক খাতে সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য একটি স্মারক চুক্তি (মৌ) স্বাক্ষর করেছে, যা দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করার নতুন ধাপ হিসেবে মূল্যায়ন করা হচ্ছে, রবিবার জানিয়েছে যোগাযোগ মন্ত্রক। চুক্তির লক্ষ্য ডাকসেবা, ডিজিটাল রূপান্তর এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সেবা প্রদানে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভার ভারতের রাষ্ট্র সফরের সময় চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন কেন্দ্রীয় ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য এম. সিন্ধিয়া এবং ব্রাজিলের ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী ফ্রেডেরিকো ডি সিকেরা ফিলো।

চুক্তির মাধ্যমে ভারতের ডাক বিভাগ এবং ব্রাজিলের ডাক ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সহযোগিতার একটি বিস্তৃত কাঠামো স্থাপন করা হয়েছে। এটি কৌশলগত অংশীদারিত্ব শক্তিশালী করা এবং ডাক খাতে জ্ঞান ও দক্ষতার বিনিময় বাড়ানোর উপর গুরুত্ব দিচ্ছে। মৌ অনুযায়ী, উভয় দেশ ডাক নীতি ও পরিচালনার সেরা অনুশীলন শেয়ার করবে। তারা সার্বজনীন পরিষেবার বাধ্যবাধকতা শক্তিশালী করা এবং ঠিকানা ব্যবস্থা উন্নত করতে একসাথে কাজ করবে। চুক্তি ডিজিটাল রূপান্তর, ই-কমার্স লজিস্টিকস এবং ডাক আর্থিক সেবার ক্ষেত্রেও সহযোগিতার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করছে, যা দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক বাজারে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। ভারত তার বড়-পরিসরের ডাক সংস্কার, বিশেষত ডিজিটাল সেবা, ই-কমার্স ডেলিভারি এবং নাগরিক-কেন্দ্রিক পাবলিক সেবার অভিজ্ঞতা শেয়ার করবে। এই অংশীদারিত্ব উভয় পক্ষকে কার্যক্রমের দক্ষতা বাড়াতে এবং ডাক নেটওয়ার্কের আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে। চুক্তির আওতায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, কর্মকর্তাদের এবং বিশেষজ্ঞদের বিনিময় সফর, যৌথ কর্মশালা এবং কৌশলগত প্রকল্পে তথ্য শেয়ারিং ও সহযোগিতা বাড়ানো হবে।

উভয় দেশ বহুপাক্ষিক প্ল্যাটফর্ম, যেমন ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়নে সমন্বয় বাড়ানোর কথাও সম্মত হয়েছে।

মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এই মৌ ভারতের ও ব্রাজিলের ডাক ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণের এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং শেষ-মাইল সেবা বিতরণের জন্য ব্যবহার করার যৌথ প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করছে। চুক্তি পাঁচ বছরের জন্য বৈধ থাকবে, স্বয়ংক্রিয় নবায়নের ধারা থাকবে এবং উভয় দেশের আইন অনুসারে কার্যকর করা হবে।

তামিলনাড়ুতে রানি ভেলু নাচিয়ারকে শ্রদ্ধা, সৌম্যনারায়ণ পেরুমাল মন্দিরে প্রার্থনা উপরাষ্ট্রপতির

চেন্নাই, ২২ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) ।। উপরাষ্ট্রপতি সি. পি. রাধাকৃষ্ণন রবিবার তামিলনাড়ুর শিবগঙ্গায় বীরমাঙ্গাই রানি ভেলু নাচিয়ার-এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এক সরকারি আধিকারিক জানান, এদিন তিনি রানির বীরত্ব ও আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করেন।

উপরাষ্ট্রপতি বলেন, রানি ভেলু নাচিয়ারের সাহসিকতা ও ত্যাগ আজ সমগ্র দেশে উদ্‌যাপিত হচ্ছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, রানির জীবন ও উত্তরাধিকার 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্যে দেশের অগ্রযাত্রায় পথপ্রদর্শক হয়ে থাকবে। এদিন তিনি রানির বংশধরদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেন।

অন্য এক অনুষ্ঠানে উপরাষ্ট্রপতি শিবগঙ্গা প্রাসাদে রাজা মুথু বিজয়া রঘুনাথ সাসিভর্ণা পেরিয়া উদয়া থেভর-এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। পরে তিনি শিবগঙ্গার তিরুকোষ্টিয়ুরে অবস্থিত সৌম্যনারায়ণ পেরুমাল মন্দিরে গিয়ে দেশবাসীর শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করেন বলে সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। এর একদিন আগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে উপরাষ্ট্রপতি তামিল ও গুজরাটি ভাষায় ভারতের সংবিধানের হালনাগাদ সংস্করণ এবং 'লিগ্যাল গ্লসারি' (ইংরেজি—হিন্দি)-র অষ্টম সংস্করণ প্রকাশ করেন।

তামিলকে বিশ্বের প্রাচীনতম ধ্রুপদী ভাষাগুলির একটি এবং গুজরাটিকে গভীর সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক ঐতিহ্যের ভাষা হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই উদ্যোগের মাধ্যমে সংবিধান জনগণের নিজস্ব ভাষায় পৌঁছে যাবে, ফলে গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ ও সচেতনতা আরও শক্তিশালী হবে। তিনি আইন ও বিচার মন্ত্রককে এই অনুবাদ প্রকাশ এবং সংবিধানকে দেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে সহজলভ্য করে তোলার প্রচেষ্টার জন্য প্রশংসা করেন। উপরাষ্ট্রপতি বলেন, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে সংবিধানের এই সংস্করণ প্রকাশ করা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মাতৃভাষা মানুষের পরিচয়, চিন্তাধারা ও সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। ভারতের ভাষাগত বৈচিত্র্যের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, তামিল থেকে কাশ্মিরি, গুজরাটি থেকে অসমিয়া প্রতিটি ভাষাই শতাব্দীপ্রাচীন ঐতিহ্য বহন করে। ভারতের সংবিধান এই বৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং বহুভাষিকতাকে শক্তি হিসেবে উদ্‌যাপন করেছে।

গুজরাট : ২০৩০ কমনওয়েলথ গেমসের আগে আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে কমনওয়েলথ কনেক্ট ফোরাম

আহমেদাবাদ, ২২ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) ।। আহমেদাবাদে ২৩ ফেব্রুয়ারি প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে কমনওয়েলথ কনেক্ট ফোরাম, যা হবে ২০৩০ কমনওয়েলথ গেমসের প্রস্তুতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এই ফোরামটি অনুষ্ঠিত হবে ভীর সাবারকার স্পোর্টস কমপ্লেক্সে এবং শহরের দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত। ফোরামটি ইন্ডিয়া গ্লোবাল ফোরাম এবং গুজরাট সরকার ও আহমেদাবাদ মিউনিসিপাল কর্পোরেশন (এএমসি)-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত।

কমনওয়েলথ কনেক্ট ফোরামকে কেবল একটি আভিজাত্যপূর্ণ অনুষ্ঠান হিসেবে নয়, বরং একটি সংগঠিত অর্থনৈতিক উদ্যোগ হিসেবে ডিজাইন করা হয়েছে। এর লক্ষ্য হলো গেমসের মাধ্যমে অর্জিত আন্তর্জাতিক দৃশ্যমানতাকে বিনিয়োগ, বাণিজ্য করিডর এবং প্রতিষ্ঠানগত অংশীদারিত্বে রূপান্তরিত করা।

ফোরামের সময়ই যুক্তরাজ্যের একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল আহমেদাবাদ সফরে থাকবে, যার নেতৃত্ব দেবেন মেয়র অফ ওয়েস্ট মিডল্যান্ডস রিচার্ড পার্কার। এই সফর ২২-২৩ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিনিধিদলে থাকবেন উন্নত উতাদন, প্রিসিশন ইঞ্জিনিয়ারিং, ক্রীড়া অবকাঠামো নকশা, নগর পুনর্গঠন, পরিচ্ছন্ন শক্তি ও সবুজ চলাচল, আর্থিক এবং পেশাদারী পরিষেবা এবং বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক গবেষণা ও দক্ষতা অংশীদারিত্ব ক্ষেত্রে সিনিয়র প্রতিনিধিরা।

ফোরামে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে রয়েছে বার্মিংহাম ২০২২ ডেলিভারি প্রোগ্রামের সঙ্গে যুক্ত ফার্মসমূহ, উন্নত ইঞ্জিনিয়ারিং এসএমই, অটোমোটিভ ইলেকট্রিফিকেশন সংশ্লিষ্ট ইনোভেশন ক্লাস্টার, ক্রীড়া প্রযুক্তি অপারেটর, এবং ক্রস-বর্ডার মূলধন প্রবাহে নিযুক্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

প্রতিনিধিদলের সফরটি আহমেদাবাদ, মুম্বাই এবং বেঙ্গালুরুতে বিস্তৃত হবে, যেখানে আলোচনা হবে অবকাঠামো উন্নয়ন, মূলধন সংগ্রহ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ভবিষ্যৎ দক্ষতা, উন্নত উতাদন, এবং আর্থিক বাজার সংযোগ নিয়ে।

ইন্ডিয়া গ্লোবাল ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান মনোজ লাডওয়া বলেন, এটি কোনো সাধারণ অনুষ্ঠান নয়। এটি একটি রাজ্যের পুনঃপরিচিতির গল্প। আহমেদাবাদ যখন কমনওয়েলথ গেমস আয়োজন করবে, তখন কেবল ভেন্যু নির্মাণ নয়, এটি গুজরাটকে কিভাবে গ্লোবাল বিনিয়োগকারী এবং সরকারগুলো দেখে তা পুনঃমাপ করছে। ধারণা বিনিয়োগকে চালিত করে, আত্মবিশ্বাস মূলধনকে।

তিনি আরও যোগ করেন, কমনওয়েলথ কোনো ঐতিহাসিক ক্লাব নয়। এটি ৫৬টি দেশের ২.৭ বিলিয়ন মানুষের একটি বৃদ্ধি নেটওয়ার্ক, যেখানে ১৩ ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি সম্মিলিত জিডিপি রয়েছে এবং এর প্রায় ৬০ শতাংশ জনগণ ৩০ বছরের কম। বিশ্বব্যাপী বিচ্ছিন্ন অবস্থায়, বিশ্বাসযোগ্য নেটওয়ার্কই বড় সম্পদ। কমনওয়েলথ কনেক্ট এই নেটওয়ার্ককে সক্রিয় করে গুজরাটকে আর্থিক সুবিধায় রূপান্তরিত করতে চায়।

এএমএসই কমিশনার বনচনিধি পানী বলেন, আহমেদাবাদের ২০৩০ কমনওয়েলথ গেমসের প্রস্তুতি দীর্ঘমেয়াদী নগর রূপান্তরের সঙ্গে সংযুক্ত। আমাদের লক্ষ্য শুধু ক্রীড়া উৎকর্ষ নয়, বরং সমন্বিত অবকাঠামো, টেকসই চলাচল, নাগরিক আধুনিকীকরণ এবং গ্লোবাল অংশীদারিত্ব। ইন্ডিয়া গ্লোবাল ফোরাম এবং স্মার্টার রিজিয়ন্স প্রোগ্রামের সঙ্গে সহযোগিতায়, আমরা আহমেদাবাদকে শুধুমাত্র একটি হোস্ট শহর নয়, বরং একটি গ্লোবালি প্রতিযোগিতামূলক নগর কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলছি, যা দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক ও সামাজিক ধারা তৈরি করতে সক্ষম।

ফোরামটি গুজরাটের দীর্ঘমেয়াদী বহির্গামী ব্যবসায়িক মনোভাবকেও কাজে লাগাবে, যা পূর্ব আফ্রিকা, গালফ এবং যুক্তরাজ্যের সঙ্গে শতাব্দীর পুরনো ডায়াস্পোরা-ভিত্তিক বাণিজ্য সংযোগের উপর নির্ভর করে। কমনওয়েলথ কনেক্ট এই বিশ্বাসভিত্তিক নেটওয়ার্ককে সক্রিয় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্কে রূপান্তরিত করতে চায়।

প্রতিনিধিদলের সফরের সময়, গুজরাট সরকারের সঙ্গে কৌশলগত ব্রিফিং, গিফট সিটি ভিজিট, উন্নত উতাদন ও স্মার্ট অবকাঠামো এবং শিক্ষা খাতের আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।

ফোরামের লক্ষ্যগুলির মধ্যে রয়েছে গুজরাট-ভিত্তিক ব্র্যান্ডের কমনওয়েলথ বাজারে সম্প্রসারণ, বৈশ্বিক ফার্ম থেকে নতুন বিনিয়োগ, পরিচ্ছন্ন শক্তি ও ফিনটেক অংশীদারিত্ব, কমনওয়েলথ করিডরে মূলধন সংগ্রহ, এবং দক্ষিণ---দক্ষিণ সহযোগিতা প্ল্যাটফর্মের শক্তিশালীকরণ।

দুর্বল প্রবৃদ্ধি ও বিভক্ত রাজনীতি পাকিস্তানের স্থিতিশীলতায় বড় বাধা

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) ।। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ঋণ সাময়িকভাবে পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক পতনের মুখ থেকে ফিরিয়ে আনলেও, দুর্বল প্রবৃদ্ধি এবং অভ্যন্তরীণ বিভক্ত রাজনীতি মধ্যমেয়াদে এই স্থিতিশীলতা ধরে রাখা কঠিন করে তুলতে পারে বলে এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

'ইন্টেলিনিউজ'-এ প্রকাশিত বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আইএমএফ পাকিস্তানের জন্য ৭ বিলিয়ন ডলারের 'এক্সটেন্ডেড ফান্ড ফ্যাসিলিটি' অনুমোদন করে, যার লক্ষ্য ছিল সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধার এবং নীতিগত বিশ্বাসযোগ্যতা জোরদার করা। এ পর্যন্ত পাকিস্তান প্রায় ৩.৩ বিলিয়ন ডলার পেয়েছে। বাকি ৩.৭ বিলিয়ন ডলার ২০২৭ সালের শেষ পর্যন্ত ছয় মাস অন্তর কিস্তিতে ছাড়া হবে, শর্তসাপেক্ষ পর্যালোচনা ও আইএমএফ-এর শর্ত পূরণের ভিত্তিতে।

প্রতিবেদনটি বলছে, এই কাঠামোর মাধ্যমে কঠোর নীতি-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং আই এম এফ-এর অনুমোদন উপসাগরীয় অংশীদার দেশগুলির কাছ থেকেও আর্থিক সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে ইতিবাচক সংকেত হিসেবে কাজ করছে।

ঋণের বিনিময়ে পাকিস্তান সরকার রাজস্ব সংহতি এবং কড়া মুদ্রানীতি সহ প্রথাগত সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার পথে হাঁটার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তবে এর ফলশ্রুতিতে প্রবৃদ্ধি মন্থর হয়েছে। ২০২৪ সালে প্রকৃত জিডিপি বৃদ্ধি ছিল মাত্র ২.৪ শতাংশ এবং ২০২৫ সালে তা প্রায় ৩.৫ শতাংশ হতে পারে বলে অনুমান। বছরে প্রায় ২ শতাংশ জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মাথাপিছু আয়ে তেমন উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়নি, ফলে জীবনযাত্রার মানেও বড় পরিবর্তন আসেনি। এই দুর্বল অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট সরকারের সংস্কার কর্মসূচিকে জটিল করে তুলছে।

আইএমএফ-সমর্থিত নীতির বিরুদ্ধে বিরোধিতা বাড়ছে, যা সমালোচকদের মতে প্রবৃদ্ধি-বিরোধী। জ্বালানি খাতে কাঠামোগত ভারসাম্যহীনতা মোকাবিলায় বিদ্যুতের শুল্ক বাড়ানোর পরিকল্পনা স্বল্পমেয়াদে মুদ্রাস্ফীতিতে প্রায় ১ শতাংশ যোগ করতে পারে এবং জনসমর্থন আরও ক্ষয় করতে পারে।

প্রতিবেদনটি আরও উল্লেখ করেছে, আইএমএফ-এর সঙ্গে পাকিস্তানের দীর্ঘ ইতিহাসও খুব আশাব্যঞ্জক নয়। ১৯৫৮ সাল থেকে এটি পাকিস্তানের ২৪তম কর্মসূচি, যা বিশ্বের মধ্যে সর্বাধিক। অতীতে সংকটকালে শর্ত মেনে চলার পর চাপ কমলেই নীতিগত শিথিলতা দেখা গেছে এবং কয়েক বছরের মধ্যেই পুনরায় একই ধরনের ভারসাম্যহীনতা ফিরে এসেছে। পূর্ববর্তী কর্মসূচিগুলি স্বল্পমেয়াদি স্থিতিশীলতা আনলেও দীর্ঘমেয়াদি কাঠামোগত সংস্কার বা টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে কিছু রাজনৈতিক মহল ইতিমধ্যেই বর্তমান কর্মসূচি থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসার দাবি তুলেছে। তবে ২০২৯ সালের আগে সাধারণ নির্বাচন না থাকায় এবং বৈদেশিক অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তা বেশি থাকায় আপাতত সরকার নীতিগত শৃঙ্খলা বজায় রাখার কিছুটা রাজনৈতিক সুযোগ পাচ্ছে। প্রতিবেদন অনুসারে, ২০২৭ সালের শেষ পর্যন্ত কর্মসূচি চলবে এবং আইএমএফ-এর তত্ত্বাবধান থাকাকালীন কড়া আর্থিক ও মুদ্রানীতি বজায় থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

তবে শর্তের মেয়াদ শেষ হলে, বিশেষ করে নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে এলে এবং প্রবৃদ্ধি প্রত্যাশা অনুযায়ী না বাড়লে, অতীতের মতো নীতিগত শিথিলতার প্রলোভন আবারও দেখা দিতে পারে।

আগরতলা আইএমএফ হাউসে এআইপিএফ'র প্রথম রাজ্য সম্মেলন। ছবি নিজস্ব।

গুয়াহাটি বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল চালু বার্ষিক যাত্রী ধারণক্ষমতা বেড়ে ১.৩১ কোটি

গুয়াহাটি, ২২ ফেব্রুয়ারি (আইএনস) : গুয়াহাটির লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদোলই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর-এর নতুন টার্মিনাল রবিবার সন্ধ্যা থেকে বাণিজ্যিকভাবে চালু হয়েছে। এর ফলে বিমানবন্দরের বার্ষিক যাত্রী ধারণক্ষমতা বেড়ে দাঁড়াল ১ কোটি ৩১ লক্ষ (১৩.১ মিলিয়ন)। এর মাধ্যমে অসমের রাজধানী শহরটি ভারতের কৌশলগত উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে যুক্ত করার প্রধান বিমান-প্রবেশদ্বার হিসেবে আরও শক্তিশালী অবস্থান নিল। পূর্ণাঙ্গ চালুর আগে চেক-ইন, ব্যাগেজ হ্যান্ডলিং, নিরাপত্তা ও বিমান ঘোরানো (টার্নঅ্যারাউন্ড) প্রক্রিয়ায় ধাপে ধাপে লাইভ ট্রায়াল পরিচালিত হয়। গত ২০ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই টার্মিনালের উদ্বোধন করেছিলেন। রবিবারের আনুষ্ঠানিক সূচনায় উপস্থিত ছিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বং আদানি বিমানবন্দর হোল্ডিংস লিমিটেড (এইচআইএল) ডিরেক্টর জিত আদানি। অনুষ্ঠানে প্রথম যাত্রীর হাতে প্রতীকী বোর্ডিং পাস তুলে দেওয়া হয় এবং মুম্বই থেকে আসা আকাসা এয়ার-এর একটি ফ্লাইট নতুন টার্মিনালে অবতরণ করে। আগমনী প্রাঙ্গণে প্রদীপ প্রজ্বলন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যেখানে কারুশিল্পী, চা-বাগান শ্রমিক, ফ্রন্টলাইন কর্মী বং সিআইএসএফ জওয়ানরা অংশ নেন। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, অ্যাডভান্টেজ অসম ২.০-তে ঘোষিত ৫০ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার জন্য আমরা গৌতম আদানিকে ধন্যবাদ জানাই। নতুন টার্মিনাল চালু হওয়ার ফলে অসমের পর্যটনে বড় গতি আসবে। এটি রাজ্যের জন্য গেম-চেঞ্জার। নির্মাণকাজে অসমের সংস্কৃতিকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, যা আমাদের গর্বিত করেছে। জিত আদানি বলেন, এটি কেবল একটি বাণিজ্যিক মাইলফলক নয়, বরং অসম ও উত্তর-পূর্ব ভারতের মানুষের জন্য গর্বের মুহূর্ত। এই সাফল্য ভবিষ্যৎমুখী অবকাঠামো গঠনের প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। গত এক দশকে গুয়াহাটি ভারতের দ্রুততম বর্ধনশীল নন-মেট্রো বিমানবন্দরগুলির অন্যতম হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক বছরে যাত্রী সংখ্যা ৯ মিলিয়ন ছাড়িয়েছে এবং যাত্রী পরিবহনের নিরিখে এটি দেশের শীর্ষ ১০—১২ ব্যস্ততম বিমানবন্দরের মধ্যে রয়েছে। নতুন সম্প্রসারণের ফলে রুট বৃদ্ধি, বেশি ফ্রিকোয়েন্সি এবং আন্তর্জাতিক সংযোগ সম্প্রসারণের সুযোগ তৈরি হবে। বর্তমানে বিমানবন্দরটি ২১টি দেশীয় ও তিনটি আন্তর্জাতিক গন্তব্য ব্যাংকক, পেরু ও সিঙ্গাপুর এর সঙ্গে যুক্ত এবং প্রতিদিন ১৩০টিরও বেশি বিমান চলাচল পরিচালনা করে। নতুন সক্ষমতা উত্তর-পূর্বকে মূল ভূখণ্ড ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত আঞ্চলিক হাব হিসেবে গুয়াহাটির গুরুত্ব আরও বাড়াবে। ডিজিটাল সমন্বয়, ডিগি যাত্রা-সক্ষম প্রক্রিয়া, সমন্বিত দিকনির্দেশ ব্যবস্থা এবং কেন্দ্রীয় যোগাযোগ ব্যবস্থাও চালু হয়েছে। খুচরো ও খাদ্য পরিষেবা ধাপে ধাপে চালু করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারতীয় স্থপতি নুরু করিম-এর নকশায় নির্মিত টার্মিনালটি অসমের 'কোপৌ ফুল' (ফক্সটেল অর্কিড) থেকে অনুপ্রাণিত। নির্মাণে ১৪০ মেট্রিক টনেরও বেশি বাঁশ ব্যবহার করা হয়েছে। অসমের ভোলুকা বাঁশশিল্প এবং অরুণাচল প্রদেশের আপাতানি জনজাতির বাঁশ-নির্ভর স্থাপত্য ঐতিহ্যের প্রতিফলন এতে ফুটে উঠেছে। নতুন টার্মিনালের নকশা ২০২৫ সালের আন্তর্জাতিক আর্কিটেকচার অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে। উল্লেখ্য, বিমানবন্দরটি পরিচালনা করছে এইচএল-এর সহযোগী সংস্থা গৌহাটি ইন্টারন্যাশনাল য়ারপোর্ট লিমিটেড (জিআই ল)। এইচআইএল তিরুবনন্তপুরম, মুম্বই, নবি মুম্বই, লখনউ, জয়পুর, আহমেদাবাদ ও মাঙ্গালুরু বিমানবন্দরও পরিচালনা করে।

আইনশৃঙ্খলা নিয়ে মমতাকে আক্রমণ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার, পাল্টা তৃণমূলের কটাক্ষ

কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : পশ্চিমবঙ্গে আইনশৃঙ্খলার অবনতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা রবিবার তীব্র আক্রমণ শানালেন তাঁর পশ্চিমবঙ্গের সমকক্ষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বিরুদ্ধে। তিনি দাবি করেন, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসকে ক্ষমতা থেকে সরানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন।

কলকাতায় এক অনুষ্ঠানের ফাঁকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপি নেত্রী অভিযোগ করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সরকারে নারীদের উপর অত্যাচার বেড়েছে এবং রাজ্যে "সন্ত্রাস ও গুন্ডামির রাজনীতি" চলছে।

রেখা গুপ্তা বলেন, আমি মনে করি সন্ত্রাস, গুন্ডামি ও লোভের রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গে শেষ হবে। এই নির্বাচন পরিবর্তন আনবে। যেভাবে মানুষকে অত্যাচার করা হচ্ছে, যেভাবে মা-বোনেদের সম্মান বিপন্ন, যেভাবে লুঠপাট ও হামলা চলছে এবং প্রশাসন কাজ করছে, তাতে মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ক্ষমতা থেকে সরানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী কলকাতার সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে বিজেপির মহিলা সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছিলেন। তার আগে তিনি দক্ষিণ কলকাতার কালীঘাট কালী মন্দিরে পুজো দেন।

অনুপ্রবেশের প্রসঙ্গ তুলে তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্য প্রশাসন অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষা করছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতই অনুপ্রবেশকারীদের আড়ালে লুকানোর চেষ্টা করুন না কেন, তিনি মানুষের কণ্ঠস্বর চাপা দিতে পারবেন না। পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, বলেন তিনি।

অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস দিল্লির সাম্প্রতিক অপরাধের ঘটনাগুলি তুলে ধরে পাল্টা আক্রমণ শানায়। সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'-এ করা এক পোস্টে দলটি দিল্লিতে সাম্প্রতিক বিস্ফোরণ, বায়ুদূষণের উচ্চমাত্রা এবং নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধ বৃদ্ধির প্রসঙ্গ তোলে।

তৃণমূলের বক্তব্য, শেষবার যখন আমরা খোঁজ নিয়েছি, তখন জাতীয় রাজধানীতে এক ভয়াবহ সন্ত্রাসী বিস্ফোরণে নিরীহ প্রাণহানি ঘটেছে। একিউআই বিপজ্জনক মাত্রায় পৌঁছেছে, শহর বিষাক্ত ধোঁয়ায় ঢেকে গেছে। মাত্র ১৫ দিনে ৫০০-র বেশি নারী ও কিশোরী নিখোঁজ। ধর্ষণ এক ভয়াবহ স্বাভাবিকতায় পরিণত হয়েছে।

দলটি দিল্লিতে সাম্প্রতিক এক দ্বৈত খুনের ঘটনাও উল্লেখ করে জানায়, মাত্র গতকালই ৩৫ বছরের এক মহিলা ও তাঁর ছয় বছরের কন্যাকে খুন করা হয়েছে। তাদের দেহ বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে। প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠছে।

তৃণমূল কংগ্রেস আরও অভিযোগ করে, রেখা গুপ্তার মন্তব্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং তাঁকে দিল্লির প্রশাসনিক বিষয়গুলিতে মনোযোগ দেওয়ার পরামর্শ দেয়, পশ্চিমবঙ্গকে সমালোচনা না করে।

ডিওয়াইএফআই-র মাস্ক বিতরণ

আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারী : পরিকল্পনাহীন নির্মাণকাজের জেরে আগরতলা শহরের বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক হারে ধুলোর সৃষ্টি হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এতে সাধারণ মানুষের জনস্বাস্থ্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে দাবি করেছে ডিওয়াইএফআই। সংগঠনের অভিযোগ, শহরের একাধিক স্থানে একসঙ্গে কাজ শুরু হলেও যথাযথ পরিকল্পনা ও ধুলো নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না থাকায় বাতাসে ধুলোর পরিমাণ অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে। বিশেষ করে ব্যস্ত রাস্তাগুলিতে চলাচলকারী পথচারী, ব্যবসায়ী ও স্থানীয় বাসিন্দারা শ্বাসকষ্ট, অ্যালার্জি ও চোখের জ্বালার মতো সমস্যায় ভুগছেন।

এই পরিস্থিতিতে ডিওয়াইএফআই রামনগর লোকাল কমিটির উদ্যোগে ফায়ার সার্ভিস চৌমুহনী এলাকায় পথচলতি মানুষের মধ্যে মাস্ক বিতরণ করা হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এটি সাময়িক পদক্ষেপ হলেও মূল সমস্যার সমাধানে প্রশাসনিক উদ্যোগ জরুরি।

ডিওয়াইএফআই-এর দাবি, অবিলম্বে রাস্তায় নিয়মিত জল ছিটানোর ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ধুলো নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। পাশাপাশি চলমান নির্মাণকাজ দ্রুত শেষ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণেরও আহ্বান জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে আগরতলা পুর নিগম এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি দেওয়ার কথাও সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। সব মিলিয়ে শহরের পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য রক্ষায় দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপের দাবি জোরদার হচ্ছে।

প্রজন্ম বাঁচাও' কর্মসূচিতে রামনগর থানায় ডেপুটেশন স্মারকলিপি প্রদান ডিওয়াইএফআই-এর

বিতীর্ণ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারী: নতুন প্রজন্মকে নেশা, জুয়া ও সামাজিক অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করার দাবিতে 'প্রজন্ম বাঁচাও' কর্মসূচির অংশ হিসেবে রামনগর পুলিশ ফাঁড়ির কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করল ডিওয়াইএফআই-এর সদর বিভাগীয় কমিটি। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, রাজ্যজুড়ে প্রতিটি থানায় একই দাবিতে ডেপুটেশন দেওয়া হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় শনিবার রামনগর থানার ওসির কাছে অবৈধ ও অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়। ডিওয়াইএফআই নেতৃবৃন্দ দাবি করেন, নেশা ও জুয়ার কারবার রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। পাশাপাশি রাজনৈতিক সন্ত্রাস রোধে পুলিশ প্রশাসনকে নিরপেক্ষ ও দৃঢ় ভূমিকা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। স্মারকলিপিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, ছাত্রী, যুবতী ও মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি। আসন্ন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রাক্কালে গভীর রাত পর্যন্ত উচ্চস্বরে মাইক, ডিজে, মেলা ও জলসার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের দাবি জানানো হয়েছে। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনা রোধে পুলিশ ও ট্রাফিক ব্যবস্থাকে আরও সক্রিয় ও আধুনিক করার দাবিও তোলা হয়েছে।

১০ দফা দাবিতে গ্রামীণ ব্যাংক সদর দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ, ১৬ মার্চ রাজ্যব্যাপী ধর্মঘটের হুঁশিয়ারি

বিতীর্ণ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারী: ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের জয়েন্ট ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (জেডিএফ) ব্যাংকের সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ, স্বচ্ছ বদলি নীতি সহ ১০ দফা দাবিতে আজন ব্যাংকের সদর দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে। তাঁদের হুশিয়ারি, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে আগামী ১৬ মার্চ রাজ্যব্যাপী গ্রামীণ ব্যাংক ধর্মঘটে সামিল হবেন কর্মীরা। সংগঠনের কর্মীদের অভিযোগ, একাধিকবার কর্তৃপক্ষের কাছে বিষয়গুলি উত্থাপন করা হলেও অধিকাংশ দাবি এখনও অমীমাংসিত রয়ে গেছে। পূর্বে ব্যবস্থাপনা নিয়ে বেশ কিছু বিষয়ে নির্দিষ্ট আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রায় এক বছর অতিক্রান্ত হলেও সেই আশ্বাস বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে দাবি সংগঠনের। উল্লেখযোগ্য দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে, কর্মীদের জন্য সুস্থ ও মর্যাদাপূর্ণ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা এবং মৌখিক ভীতি প্রদর্শন, অযৌক্তিক চাপ ও জবরদস্তিমূলক আচরণ বন্ধ করা, নবম জয়েন্ট নোট/দ্বাদশ দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও নাবার্ডের নির্দেশিকা অনুযায়ী বকেয়া সকল সুবিধা অবিলম্বে কার্যকর করা, পেট্রোল/জ্বালানি ও অন্যান্য ভাতা স্পনসর ব্যাংক পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের সমপর্যায়ে উন্নীত করা, স্বচ্ছ ও মানবিক বদলি নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নবিশেষত আন্তঃঅঞ্চল বদলি ন্যূনতম রাখা, নারী কর্মীদের নিরাপত্তা ও নিকটবর্তী স্থানে পোস্টিং নিশ্চিত করা এবং চিকিৎসাজনিত কারণকে সংবেদনশীলতার সঙ্গে বিবেচনা করা সহ একাধিক রয়েছে।

তাঁদের হুশিয়ারী, দাবি মানা না হলে দ্বিতীয় দফার আন্দোলন শুরু হবে এবং ১৬ মার্চের রাজ্যব্যাপী ধর্মঘট ব্যাংকের স্বাভাবিক পরিষেবায় প্রভাব ফেলতে পারে।

বোর্ড পরীক্ষার আগে বিদ্যালয়ে চুরি একাধিক লকার ভাঙচুর, নগদ অর্থ উধাও

বিতীর্ণ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারী: বোর্ডপরীক্ষার প্রাক্কালে কাঁঠালিয়া উত্তর মহেশপুর স্কুলে চুরির ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্কুলের একাধিক লকার ভেঙে তছনছ করা হলেও আশ্চর্যজনকভাবে বড় কোনও মূল্যবান সামগ্রী চুরি হয়নি। ওই ঘটনাকে ঘিরে জনমনে উঠেছে একাধিক প্রশ্ন। জানা গেছে, গতকাল গভীর রাতে দুর্বৃত্তরা কাঁঠালিয়া উত্তর মহেশপুর স্কুলে ঢুকে প্রায় ১০ থেকে ১২টি লকার ভেঙে ফেলে। তবে সব মিলিয়ে মাত্র প্রায় তিন হাজার টাকার নগদ অর্থ চুরি হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। স্কুলের কম্পিউটার রুমের লকারও ভাঙা হয়, কিন্তু সেখান থেকে কোনও সরঞ্জাম বা গুরুত্বপূর্ণ নথি খোয়া যায়নি। এই ঘটনার পর থেকেই জল্পনা শুরু হয়েছে, চুরির উদ্দেশ্য আদৌ অর্থলাভ ছিল কি না। শিক্ষকদের একাংশের ধারণা, যেহেতু এই স্কুলে বোর্ড পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, তাই আগাম প্রশ্নপত্র হাতানোর উদ্দেশ্যেই এই চুরির চেষ্টা হয়ে থাকতে পারে।

ক্ষুদ্র শিল্প, কুটির শিল্প এবং ক্ষুদ্র শিল্পভিত্তিক স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে আরও উৎসাহিত করতে হবে: রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারী: রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নাল্লু আজ সকালে মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে উদ্যোক্তা অনুপ্রেরণা এবং সংবর্ধনা (এন্টারপ্রেনার্স ইন্সপিরেশন এন্ড ফেলিসিটেশন) অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে রাজ্যপাল বলেন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের সহায়তায় ঋণ প্রদান সহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কাজ করছে। বিকশিত ভারতের স্বপ্ন পূরণ করতে তিনি স্বদেশী পণ্যের প্রচার ও কেনাকাটা করতে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ক্ষুদ্র শিল্প, কুটির শিল্প এবং ক্ষুদ্র শিল্পভিত্তিক স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে আরও উৎসাহিত করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর পূর্ব ভারতের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। ত্রিপুরা উত্তর পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার হিসেবে গড়ে উঠার অপার সম্ভাবনা রয়েছে। এমন একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য রাজ্যপাল অনুষ্ঠানের আয়োজক স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ, মহানগর আগরতলা-র কর্মকর্তাদের অভিনন্দন জানান।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। তিনি ভারতকে আত্মনির্ভর করতে স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন। বক্তব্য রাখেন স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের প্রচার প্রমুখ ধর্মেন্দ্র কুমার দুবে। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের আহ্বায়ক ইন্দ্রজিৎ দেব। লোক ভবন থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

PNIT NO: ePT29/EE/RD/KCP/DIV/2025-26 DATED 18.02.2026
The Executive Engineer, R.D Kanchanpur Division, North Tripura invites tender from eligible bidders up to 3.00 PM on 25.02.2026 for 03 (THREE) No. projects under R.D. Kanchanpur Division during the year 2025-26. For details visit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 9862601927 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

ICA/C-4473/26

Executive Engineer
RD Kanchanpur Division
Kanchanpur, North Tripura

MEMORANDUM
Tender for Printing and Supply of Multi-Colored Wall Calendar for the Calendar Year- 2026 to the Directorate of Animal Resources Development Department, Government of Tripura in response to Tender No.1-130/ARDD/PUB/NLM/2024-Part(1), dated- 03/01/2026 has here been called cancelled due non-adherence to the prescribed technical guidelines by the bidders.

ICA/C-4477/26

(Dr. N. K. Chanchal, IFS)
Director
Animal Resources Development

PRESS SHORT NOTICE INVITING TENDER NO:- IE-SD/UDP/2025-26/08 Dated : 21/02/2026

Sl No.	DRAFT NIT NUMBER	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Comple-tion	Last date and time for Receipt of Application for issue of Tender Forum	Time and date of Opening of Tender
1	14/SDO/IE-SD/UDP/2025-26	Rs. 96882.00	Rs. 1938.00	10(Ten) days	Upto office hours on 24.02.2026	At 15.30 Hrs on 25.02.2026

For details please contact to the office of the undersigned.

ICA/C-4463/26

Sub-Divisional Officer
Internal Electrification Sub-Division
Udaipur, Gomati, Tripura

NOTICE INVITING e- TENDER NO:- 53/EE/AGRI/W/2025-26
The Executive Engineer, Agri. West Division on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tenders in Single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Govt. Organization of other State & Central for the following work: -

Sl No.	Name of Work & DNIeT No.	Estimated Cost	Earnest Money	Last date of e-Bidding	Date of Opening	Class of Bidder
1	Creation of community tank on the land of Sri Ranjan Karmakar, Collony Para near Sarada Sangha Club at Kanchanmala Mouja under West District. (86/AGRI/EE(WEST-1)/2025-26)	23,00,022	46,000	Upto 27/02/ 2026 At 2.00 PM	At 3.00 Pm on 27/ 02/2026	Appropriate Class

For details, please contact with the office of the undersigned /go through the e- portal www.tripuratenders.gov.in

ICA/C-4468/26

(Dr. Debasis Deb)
Executive Engineer (West Div-I)
For and on behalf of Governor of Tripura
Department of Agriculture & F.W
Agartala, Tripura (West)

আন্তর্জাতিকআইন ও ইসলামী মূল্যবোধের স্পষ্ট লঙ্ঘন: পাক হামলার তীব্র নিন্দা কাবুলের

কাবুল, ২২ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): আফগানিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক রবিবার অভিযোগ করেছে যে পাকিস্তানের সামরিক শাসন নানগারহার ও পাকতিকা প্রদেশের একাধিক আবাসিক এলাকায় প্রাণঘাতী বিমান হামলা চালিয়েছে, যার ফলে বহু সাধারণ নাগরিক নিহত হয়েছেন। মন্ত্রকের দাবি, হামলায় একটি মাদ্রাসা ও একাধিক বসতবাড়ি লক্ষ্যবস্তু করা হয়। এতে নারী ও শিশুসহ "ডজনখানেক সাধারণ মানুষ" নিহত ও আহত হয়েছেন বলে জানানো হয়েছে।

কাবুলের অভিযোগ, আফগান আকাশসীমা লঙ্ঘন করে এই হামলা চালানো হয়েছে, যা পাকিস্তানের বারবার আগ্রাসী আচরণেরই অংশ।

কড়া ভাষায় হামলার নিন্দা করে আফগান প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানায়, এটি আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্বের প্রকাশ্য লঙ্ঘন এবং "আন্তর্জাতিক আইন, সুপ্রতিবেশীসুলভ আচরণের নীতি ও ইসলামী মূল্যবোধের স্পষ্ট বিরোধী"।

মন্ত্রক আরও বলেছে, দেশের সার্বভৌমত্ব ও নাগরিকদের নিরাপত্তা রক্ষা করা তাদের "ধর্মীয় দায়িত্ব ও জাতীয় কর্তব্য"। একই সঙ্গে হুঁশিয়ারি দিয়ে জানানো হয়েছে, "উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত ও পরিমিত জবাব দেওয়া হবে।" বিবৃতিতে আরও দাবি করা হয়, "নিরীহ নাগরিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উপর হামলা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা ব্যর্থতার অকাট্য প্রমাণ। বারবার আগ্রাসন তাদের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা আড়াল করতে পারবে না।"

এদিকে, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ফাউন্ডেশন (আইএইচআরএফ) নানগারহারের বেহসুদ জেলায় ভয়াবহ বিমান হামলার যাচাইকৃত খবর নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সংস্থার দাবি, স্থানীয় সূত্র উদ্ধৃত করে জানানো হয়েছে যে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর হামলায় একটি বেসামরিক বাড়ি লক্ষ্যবস্তু করা হয়, যাতে একই পরিবারের অন্তত ১৬ জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের বয়স এক বছরের শিশু থেকে ৮০ বছরের বৃদ্ধ পর্যন্ত। আইএইচআরএফ জানিয়েছে, "দুই শিশু অলৌকিকভাবে বেঁচে গেছে এবং অন্তত আরও একজন আহত হয়েছেন। এটি শুধু প্রাণহানিই নয়, একটি পারিবারিক বংশের সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার ঘটনা।"

সংস্থাটি এই হামলার ঘটনায় অবিলম্বে স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ আন্তর্জাতিক তদন্তের দাবি জানিয়েছে। পাশাপাশি হামলার নির্দেশদাতা ও বাস্তবায়নকারীদের জবাবদিহির আওতায় আনা এবং বেহসুদে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির কাছে বাধাহীন মানবিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। আফগান জনগণের প্রতি সংহতি জানিয়ে আইএইচআরএফ বলেছে, আফগান বেসামরিক নাগরিকদের জীবন ও অধিকার অবশ্যই সম্মান করতে হবে।

ভারতীয়ম সাহিত্য উৎসব অনুষ্ঠিত নজরুল কলাক্ষেত্রে

আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি।। ভারতীয়ম সরস্বতী সম্মান ২০২৬ পেলেন কবি অশোক দেব ত্রিপুরা সরকারের শ্রেষ্ঠ লিটল ম্যাগাজিন পুরস্কারপ্রাপ্ত ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির চেতনা প্রসারী সাহিত্য পত্র" ভারতীয়ম এবং ভারতীয়ম সামাজিক সাংস্কৃতিক ও গবেষণামূলক সংস্থার উদ্যোগে "ভারতীয়মসাহিত্য উৎসব" অনুষ্ঠিত হল আজ ২২ ফেব্রুয়ারি নজরুল কলাক্ষেত্রের সাহিত্য একাদেমির সভাগৃহে (NECOL)। এই উপলক্ষে আয়োজিত হবে আলোচনাচক্র, তরুণ লেখকদের নিয়ে ভাষা বিষয়ক কর্মশালা, বহুভাষিক কবি সম্মেলন ও সরস্বতী সম্মান ২০২৬ প্রদান অনুষ্ঠান। গতবছর ২০২৫ সালে এই সম্মান প্রদান করা হয়েছিল ত্রিপুরার বিশিষ্ট কবি নকুল রায়কে। এই বছর এই সম্মান প্রদান করা হল বিশিষ্ট কবি ও শিক্ষক অশোক দেব মহোদয়কে। এর পাশাপাশি মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বিশেষ মাসিক লিটলম্যাগ প্রকাশিত হল। অনুষ্ঠানে ছিলেন সংস্থার সভাপতি মণীশ রুদ্র পাল, আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন নিকল এর ডিরেক্টর ড.নির্মল দাশ, বিশিষ্ট লেখক ড. রবীন্দ্র কুমার দত্ত এবং বিশিষ্ট সমাজ সেবক ও প্রকাশক তাপস রায় মহোদয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সাহিত্যিকগণ, সমাজ সেবক এবং তরুণ প্রজন্মের কবি ও লেখকগণ। অনুষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করে ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করা গেছে সকলের মধ্যে। আগামীতে আরও ব্যাপক পরিসরে এই উৎসব অনুষ্ঠিত করবার উদ্যোগ করা করা হবে। উক্ত অনুষ্ঠানটিকে আপনার জনপ্রিয় মুদ্রণ/বৈদ্যুতিন মাধ্যমে প্রচার করবার অনুরোধ রইল। আশা করি আপনি আমাদের অনুরোধে সাড়া দেবেন। আপনার সহযোগিতায় একদল তরুণ উৎসাহিত ও আনন্দিত হবে।

চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার কথা বলে গৃহবধূর উধাও, দুই বছরের শিশুকেও সঙ্গে নিয়ে পলায়ন

বিতীর্ণ প্রতিনিধি, আগরতল, ২২ ফেব্রুয়ারী: মেলাঘর থানাধীন তেল কাজলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বানিয়াছড়া এলাকার বড়ডেপা গ্রামে এক গৃহবধূর হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ, ডাক্তারের কাছ থেকে ওষুধ আনতে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে দুই বছরের শিশুকে সঙ্গে নিয়ে ভিনরাজ্যের এক যুবকের সঙ্গে পালিয়ে যান তিনি। জানা গেছে, বড়ডেপা পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুরুজ মিয়ার ছেলে দেলোয়ার হোসেন প্রায় তিন বছর আগে সামাজিক রীতিনীতি মেনে সোনামুড়া থানাধীন উরমাই এলাকার মোহন মিয়ার মেয়ে সুমনা আক্তারকে বিয়ে করেন। দাম্পত্য জীবনে তাদের একটি দুই বছরের সন্তান রয়েছে। পরিবার সূত্রে খবর, দেলোয়ার হোসেন কর্মসূত্রে রাজ্যের বাইরে থাকতেন। গত মঙ্গলবার সুমনা আক্তার ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হন। এরপর আর বাড়ি ফেরেননি। পরে পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি শুরু করলে জানা যায়, তিনি ভিনরাজ্যের এক যুবকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং তার সঙ্গেই পালিয়ে গেছেন বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। ঘটনার খবর পেয়ে দেলোয়ার হোসেন তড়িঘড়ি বাড়িতে ফিরে আসেন। এ ঘটনায় মেলাঘর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এদিকে স্ত্রী ও সন্তানের হঠাৎ অন্তর্ধানে ভেঙে পড়েছেন দেলোয়ার হোসেন। বিশেষ করে নিজের শিশুসন্তানকে ফিরে পাওয়ার আবেদন জানিয়ে তিনি সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করেছেন। পুলিশ জানিয়েছে, সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বাজেট অধিবেশনের আগে মুখ্যমন্ত্রী ফড়নবীসের চা বৈঠক বয়কটের ঘোষণা এমভিএ-র

মুম্বই, ২২ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): মহারাষ্ট্র বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের প্রাক্কালে মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ-এর ডাকা ঐতিহ্যবাহী চা বৈঠক বয়কটের ঘোষণা করল মহা বিকাশ আঘাড়ি (এমভিএ)। রবিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে এমভিএ-র নেতারা এই সিদ্ধান্তের কথা জানান। সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস নেতা বিজয় ওয়াদেত্তিওয়ার, শিবসেনা (ইউবিটি) নেতা ভাস্কর যাদব এবং আদিত্য ঠাকরে। তাঁদের দাবি, সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, কৃষক সমস্যায় উদাসীনতা এবং 'লাড়কি বহিন' প্রকল্পের প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থতার প্রতিবাদেই এই বয়কটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা বিজয় ওয়াদেত্তিওয়ার সাংবাদিক বৈঠকে উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার-এর কথিত বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ঘটনায় স্পষ্ট ব্যাখ্যা দাবি করেন। তাঁর অভিযোগ, ২৮ জানুয়ারি বারামতিতে বিমান দুর্ঘটনার ঘটনায় সরকার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিয়েছে এবং প্রশ্ন না তোলার পরামর্শ দিয়েছে। "এটি দুর্ঘটনা না অন্য কিছু, তা নিয়ে দেশজুড়ে আলোচনা চলছে। এমন পরিস্থিতিতে আমরা কেন চা বৈঠকে যোগ দেব?" প্রশ্ন তোলেন তিনি।

ওয়াদেত্তিওয়ার কৃষি নীতি নিয়েও সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেন। তাঁর দাবি, সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে সয়াবিন ও তুলো চাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এবং তুলো ক্রয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো হয়েছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন, ভুট্টার ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) ২,৪০০ টাকা হলেও মহারাষ্ট্রে কৃষকেরা পাচ্ছেন ১,৫০০-১,৬০০ টাকা। এছাড়া ইয়াভতমাল জেলায় এক মাসে ২২ জন এবং মারাঠওয়াড়া অঞ্চলে ৭৬ জন কৃষকের আত্মহত্যার অভিযোগও তোলেন তিনি।

ভাস্কর জাধব বলেন, অজিত পওয়ারের কথিত মৃত্যুর ঘটনায় সরকারের অবস্থান স্পষ্ট নয়। "একজন দায়িত্বশীল ও শীর্ষস্থানীয় নেতার মৃত্যু হয়েছে, অথচ পর্যাপ্ত তথ্য দেওয়া হয়নি," মন্তব্য তাঁর। তিনি জানান, এনসিপি (শরদ পাওয়ার গোষ্ঠী)-র নেতাদের অনুপস্থিতি 'যোগাযোগ বিভ্রাট'-এর কারণে হলেও জোট ঐক্যবদ্ধ রয়েছে।

জাধব 'লাড়কি বহিন' প্রকল্প নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তাঁর দাবি, নির্বাচনের সময় মহিলাদের আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট নেওয়া হয়েছে, কিন্তু এখন রাজ্যের ঋণের বোঝা দেখিয়ে প্রকল্পের সুবিধা সীমিত করা হচ্ছে। তিনি এক টাকার ফসল বিমা প্রকল্পের কার্যকারিতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন।

এছাড়া দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তিনি জানান, এনসিপি মন্ত্রী নরহরি জিরওয়ালের ব্যক্তিগত সহকারী গ্রেপ্তার হলেও মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। মন্ত্রী সঞ্জয় শিরসাট ও যোগেশ কদমের বিরুদ্ধেও অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও সরকার পদক্ষেপ নিচ্ছে না বলে দাবি করেন তিনি। বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধির বিষয়েও সরকারকে আক্রমণ করেন জাধব।

আদিত্য ঠাকরে অবকাঠামোগত নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর অভিযোগ, মুলুন্ডে মেট্রোর স্ল্যাব ধসে পড়ার মতো ঘটনা শহরের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি করেছে। পাশাপাশি বিধানসভার স্পিকারের বিরুদ্ধে বিরোধী সদস্যদের উপর চাপ প্রয়োগের অভিযোগও তোলেন তিনি।

কংগ্রেস বিধান পরিষদ নেতা সতেজ পাটিল ৮৬,০০০ কোটি টাকার শক্তিপীঠ হাইওয়ে প্রকল্পের বিরোধিতা করেন। তাঁর দাবি, কৃষকদের আপত্তি সত্ত্বেও জমি সমীক্ষা চলছে এবং পারভানি জেলায় কৃষকদের মারধরের ঘটনাও ঘটেছে। দুর্নীতি দমন শাখা (এসি বি)-র অভিযানের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, "এসি বি যদি স্বাধীনভাবে কাজ করে, তা স্বাগতযোগ্য, তবে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করা উচিত।"

উল্লেখ্য, মহারাষ্ট্র বিধানসভার বাজেট অধিবেশন সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে। তার আগেই সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক ইস্যুতে সরব হয়ে চা বৈঠক বয়কটের সিদ্ধান্ত নিল এমভিএ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

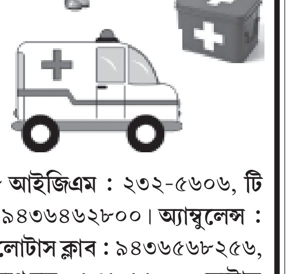

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মহিলা সাংসদ পাঠিয়ে আসন দখল করে প্রধানমন্ত্রী হওয়া যায় না: লোকসভা কাণ্ডে কংগ্রেসকে আক্রমণ মোদির

মীরাট, ২২ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): বাজেট অধিবেশনে লোকসভায় হট্টগোল ও বিশৃঙ্খলার ঘটনায় কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার মীরাটের জনসভায় তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বসতে চাইলে মানুষের মন জিততে হবে। মহিলা সাংসদদের পাঠিয়ে আসন দখল করে প্রধানমন্ত্রী হওয়া যায় না।"

প্রধানমন্ত্রী ৪ ফেব্রুয়ারির সেই ঘটনার প্রসঙ্গ তোলেন, যখন রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর 'মোশন অব থ্যাঙ্কস'-এর জবাব দিতে ওঠার আগে কংগ্রেসের মহিলা সাংসদরা তাঁর আসন ঘিরে ধরেন বলে অভিযোগ।

তিনি বলেন, "সংসদে কংগ্রেস নিজে কথা বলতে পারে না, অন্য দলগুলিকেও বলতে দেয় না। সংসদ চলতে দেয় না। এর সবচেয়ে বড় ক্ষতি হচ্ছে কংগ্রেসের শরিক দলগুলির।"

কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, "এই অসহায়তা কেন? এতটা তলানিতে নেমে গিয়েছেন? কংগ্রেস এখন দেশের উপর বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

এছাড়াও ইন্ডিয়া-এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬-এ যুব কংগ্রেসের 'শার্টলেস' প্রতিবাদ নিয়েও কড়া সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী। সম্প্রতি নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে অনুষ্ঠিত ওই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতীয় যুব কংগ্রেস-এর সদস্যরা বিক্ষোভ দেখান।

মোদির বক্তব্য, "দেশ যখন বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে এগোচ্ছে, তখন কিছু দল দেশের অগ্রগতি সহ্য করতে পারছে না। এআই সামিট ছিল দেশের অনুষ্ঠান। কিন্তু কংগ্রেস তা নোংরা রাজনীতির মঞ্চে পরিণত করেছে।"

তিনি আরও বলেন, "দেশ জানে আপনারা আগেই রাজনৈতিকভাবে নগ্ন। তাহলে পোশাক খুলে আসার প্রয়োজন কী ছিল? এতে বোঝা যায়, দেশের প্রাচীনতম দলটি ভাবাদর্শগতভাবে দেউলিয়া হয়ে পড়েছে।"

প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেন, কংগ্রেস দেশের বদনাম করছে। "গ্রামে বিয়ে হলে সবাই মিলে চেষ্টা করে যাতে অতিথিরা গ্রামের ভালো ছবি নিয়ে যান। কিন্তু কংগ্রেস নিজের দেশকেই বদনাম করতে ব্যস্ত," বলেন তিনি।

মোদির আরও দাবি, এআই সামিট কোনও বিজেপির অনুষ্ঠান ছিল না, বরং দেশের সম্মিলিত পরিশ্রমের ফল। তিনি কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যুব সংগঠনের প্রতিবাদকে সমর্থন করার অভিযোগও তোলেন।

সংবাদমাধ্যমের উদ্দেশেও তিনি বলেন, "বারবার 'বিরোধী' শব্দ ব্যবহার করে কংগ্রেসকে আড়াল করবেন না। অন্য বিরোধী দলগুলি বুঝেছে, ভুল করে কংগ্রেস, কিন্তু ভোগে অন্যরা।"

তৃণমূল কংগ্রেস, ডিএমকে, বিএসপি বা ফারুক আবদুল্লার দলের কেউ এই ঘটনায় জড়িত ছিল না বলেও মন্তব্য করেন তিনি। একই সঙ্গে দিল্লির ঘটনার সমালোচনা করায় ইন্ডিয়া জোটের শরিক দলগুলিকে ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী।

মধ্যপ্রদেশে পিপারিয়া-ছিন্দওয়াড়া রুটে বাস উল্টে আহত ১৫

ভোপাল, ২২ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): মধ্যপ্রদেশে পিপারিয়া থেকে ছিন্দওয়াড়াগামী একটি বেসরকারি বাস উল্টে অন্তত ১৫ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। রবিবার সকাল প্রায় ১০টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নর্মদাপুরম জেলার পিপারিয়া থেকে ছিন্দওয়াড়া জেলার দিকে যাচ্ছিল বাসটি। ছিন্দওয়াড়া জেলার রেনিখেড়া গ্রামের কাছে গিয়ে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে উল্টে যায়। বাসটির নম্বর ছিল এমপি-০৪-পিএ-২৬৪৪।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, অতিরিক্ত গতির কারণেই চালক নিয়ন্ত্রণ হারান। এছাড়াও যান্ত্রিক ত্রুটির সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, স্টিয়ারিং হঠাৎ লক হয়ে যাওয়ায় দুর্ঘটনাটি ঘটতে পারে।

খবর পেয়ে মহুলঝির থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় আহতদের উদ্ধার করে তামিয়া হাসপাতাল-এ ভর্তি করে। গুরুতর জখম ১০ থেকে ১১ জনকে পরে পিপারিয়ার কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে স্থানান্তরিত করা হয়। সামান্য আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

পুলিশের এক আধিকারিক জানান, তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। বাসচালক অমর গুরুতর মাথায় আঘাত পেয়েছেন এবং তাঁকে জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। তাঁর অবস্থাও সংকটজনক বলে জানা গিয়েছে।

দুর্ঘটনার পর ক্রেন এনে উল্টে থাকা বাসটি রাস্তা থেকে সরিয়ে ফেলা হয় এবং যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়।

মহুলঝির থানায় মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু হয়েছে। দুর্ঘটনার সঠিক কারণ জানতে বাসের গতি, যান্ত্রিক অবস্থা এবং রাস্তার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ানও নথিভুক্ত করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, পিপারিয়া পাহাড়ি পর্যটনকেন্দ্র পচমড়ি ও তামিয়া-র দিকে যাতায়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রানজিট পয়েন্ট হিসেবে পরিচিত।

সীমান্ত এলাকা থেকে নির্মাণ

● প্রথম পাতার পর

পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। পাশাপাশি শান্তিরবাজার, বাইখোড়া, অমরপুর, যতনবাড়ি, বিলোনিয়া ও গন্ডাছড়া সহ বিভিন্ন থানাকে সতর্ক করে নাকা পয়েন্টগুলোতে কড়া নজরদারি চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়।

পুলিশি তৎপরতার জেরে রাত প্রায় একটা নাগাদ বাইখোড়া বাজার সংলগ্ন একটি নাকা পয়েন্টে সন্দেহজনক দুটি গাড়ি আসতে দেখা যায়। দূর থেকে পুলিশকে দেখতে পেয়ে দুষ্কৃতিকারীরা চিফ ইঞ্জিনিয়ার ও টিম মেম্বারকে রাস্তায় ফেলে পালিয়ে যায়। পুলিশ তাদের উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে।এই ঘটনার পেছনে কী উদ্দেশ্য ছিল তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ একটি মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

রাহুলের কুশপুত্তলিকা

● প্রথম পাতার পর

উদ্দেশ্যকে কলঙ্কিত করার নগ্ন প্রয়াস নিয়েছে কংগ্রেস। তাঁর কটাক্ষ, যুব কংগ্রেসের কর্মীরা ভারত মন্ডপমে এআই সামিটে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সামনে জামা খুলে বিক্ষোভ দেখিয়ে সমগ্র ভারতবাসীকে লজ্জিত করেছেন।

মিমি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারত এখন দ্রুততম বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। জাতিসংঘ সেই স্বীকৃতি দিয়েছে। অথচ, কংগ্রেসের নজরে ভারতের উন্নতি ধরা দেয় না। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী বিদেশে গিয়ে ভারতের সম্পর্কে কু-কথা বলে থাকেন। তিনি কংগ্রেসের এহেন আচরণের জন্য ধিক্কার জানিয়েছেন। ভারত মন্ডপমে এআই সামিটে যুব কংগ্রেস কর্মীদের কর্মকান্ডের জন্য প্রতিবাদ স্বরূপ রাহুল গান্ধীর কুশপুত্তলিকা দাহ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছে মহিলা মোর্চা।

তাঁর হুশিয়ারি, দেশ বিরোধী কাজ বরদাস্ত করা হবে না। এখনই স্বভাব পরিবর্তন না হলে আগামীদিনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আরও তীব্র হবে।

আখ্যানের বিকেল আয়োজিত গল্প উৎসবে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি: শারদ উৎসবে ক্লাবের সেরা তিনটি পূজা সংখ্যাকে পুরস্কৃত করবে আখ্যানের বিকেল। পাশাপাশি শারদ উৎসবে লিটল ম্যাগাজিন ও ক্লাব সমূহের পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত, এই দুই বিভাগে তিনটি শ্রেষ্ঠ গল্প মনোনয়নমূলক প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত গল্পকারদেরও পুরস্কৃত করা হবে। আগামী ২২ মার্চ আখ্যানের বিকেল আয়োজিত দ্বিতীয় গল্প উৎসবে এই পুরস্কারগুলো প্রদান করা হবে।

লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত সেরা তিনটি গল্পের পুরস্কার অকাল প্রয়াত অরিন্দম ভট্টাচার্য্য এর স্মৃতিতে প্রদান করা হবে।"ক্লাব সমূহের পূজা সংখ্যা" বিভাগে প্রথম শ্রেষ্ঠ গল্পের জন্য বিপুল চন্দ্র গোস্বামী স্মৃতি পুরস্কার, দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ গল্পের জন্য গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার সহ তিনটি সেরা গল্পের পুরস্কার প্রদান করা হবে।

শারদ উৎসবে ক্লাবের সেরা তিনটি পূজা সংখ্যার মনোনয়নের জন্য ৭ মার্চ ২০২৬ এর মধ্যে স্যুভেনির এর কপি ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকা বা এগিয়ে চল সংঘে (সন্ধ্যা ৬টা - ৮টা) বিমল ঘোষের (৯৭৭৪৪৪৭৬৬৭) কাছে জমা দিতে হবে। শারদ উৎসবে লিটল ম্যাগাজিন ও ক্লাব সমূহের পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত, দুই বিভাগে তিনটি শ্রেষ্ঠ গল্প মনোনয়নমূলক প্রতিযোগিতায় সমস্ত গল্প জমা নেওয়া হয়ে গেছে।

দুই বিভাগেই নির্বাচিত সেরা তিনটি গল্প যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবে। প্রতিটি বিভাগে পুরস্কারমূল্য ধার্য করা হয়েছে যথাক্রমে প্রথম পুরস্কার ৫০০০ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার ৩০০০ টাকা ও তৃতীয় পুরস্কার ২০০০ টাকা। গল্পগুলি বিচার করবেন বিশিষ্ট লেখকদের সমন্বয়ে গঠিত একটি নিরপেক্ষ বিচারকমণ্ডলী।

এই উৎসবকে কেন্দ্র করে ২২ মার্চ "বসে গল্প লেখো" প্রতিযোগিতায় তিনটি বিভাগ থাকছে। যথা: ক- বিভাগ (বয়সসীমা ৬ থেকে ১২বৎসর), খ- বিভাগ (বয়স সীমা ১২ থেকে ১৮ বৎসর), গ -বিভাগ (১৮ বৎসরের উর্ধে। এছাড়া গল্পের উপর ভিত্তি করে ছবি আঁকা(ইলাস্ট্রেশন) প্রতিযোগিতায়ও থাকবে তিনটি বিভাগ। যথা:

ক- বিভাগ (বয়সসীমা ৮ থেকে ১২বৎসর),খ -বিভাগ (বয়সসীমা ১২ থেকে ১৮বৎসর), গ -বিভাগ (১৮বৎসরের উর্ধে)। থাকছে শুদ্ধ বাংলা বানান প্রতিযোগিতায় থাকছে দুটি বিভাগ। ক-বিভাগ (বয়সসীমা ১২ থেকে ১৮বৎসর), খ -বিভাগ (১৮বৎসরের উর্ধে)।

"বসে গল্প লেখো" বিভাগের জন্য 'অরিন্দম (যীশু) ভট্টাচার্য্য স্মৃতি পুরস্কার' , গল্পের বিষয় অনুধাবন করে ইলাস্ট্রেশনের জন্য 'অশ্বিনী-কিরণ স্মৃতি পুরস্কার'এবং শুদ্ধ বাংলা বানান প্রতিযোগিতায় ক বিভাগে-এ ব্রজেন্দ্র-শিবেন্দু স্মৃতি পুরস্কার খ বিভাগে কমলা-মিতালি স্মৃতি পুরস্কার এর প্রতিটি বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীকে প্রদান করা হবে যথাক্রমে ৩০০০,২০০০ ও ১০০০ টাকা নগদ পুরস্কার এবং শংসাপত্র। গল্প লেখা প্রতিযোগিতার একটি নির্দিষ্ট সংকেত দিয়ে দেওয়া হবে তার ভিত্তিতে গল্প লিখতে হবে। এক হাজার শব্দের মধ্যে গল্পটি দেড় ঘন্টা সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে। এছাড়া গল্প পড়ে সেই গল্পের উপর ভিত্তি করে ছবি আঁকার প্রতিযোগিতায় গল্পটি অনুধাবন করে ইলাস্ট্রেশনের জন্য সময়সীমা দেড় ঘন্টা।

মন কি বাত অংশগ্রহনে

● প্রথম পাতার পর

কার্যক্রমে দেশের বিভিন্ন বিষয় আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। তিনি কিন্তু নিজের মন কি বাত বলেন না। তিনি সারা ভারতবর্ষের মানুষের মনের কথা এই আধ ঘন্টার মধ্যে তুলে ধরেন। এতে আমরা অনুপ্রাণিত হই।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর আলোচনায় বলেন, প্রত্যেক বুথে প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল এবং শুধুমাত্র বুথে নয়, মানুষ নিজেদের বাড়িতেও এই কার্যক্রম দেখেছিল। এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে তিনি সমগ্র জাতির সাথে সংযোগ স্থাপন করেন। আজ একটি বিষয় প্রত্যক্ষ হয়েছে যেখানে আজকের এই পর্ব খুবই মর্মস্পর্শী ছিল। প্রধানমন্ত্রী মোদি একটি অল্পবয়সী মেয়ের গল্প শেয়ার করেছেন যে প্রয়াত হয়েছে। একটা ছোট বাচ্চা, নাম এলিয়েন শেরিন আব্রাহিম, যে আজ এই পৃথিবীতে নেই। কিন্তু তার মা বাবা সিদ্ধান্ত নিলেন যে তাদের মেয়ের অঙ্গ দান করবেন। আর আমরা জানি শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দান করা যায়। আমাদের ত্রিপুরাতেও কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট হচ্ছে। ৫টার মতো কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট হয়েছে। যা আমরা কোনদিন ভাবিনি যে ত্রিপুরায় এটা করা যাবে। আর এই প্রক্রিয়ায় যারা কিডনি দান করেছেন তারাও ভালো আছেন এবং যারা নিয়েছেন তারাও ভালো আছেন। আমরা এখন হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্ট এর কথা ভাবছি। আগামীদিনে লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট এর কথা ভাবা হচ্ছে। মনে রাখতে হবে যে মানব শরীরের বিভিন্ন অংশ দান করা যায়। এই ছোট্ট বাচ্চাটির কথা আজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তুলে ধরেছেন। আমরা সবাই যাতে এখান থেকে অনুপ্রাণিত হই তারজন্য এবিষয়টি উত্থাপন করেছেন তিনি। এটা একটা মানবিকতা বোধ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মনের জোর থাকলে মানুষ কি না করতে পারে। ইচ্ছা শক্তি হচ্ছে সবচেয়ে বড় শক্তি। এমন অসংখ্য ব্যক্তি আছেন যারা একটি পা বা একটি হাত হারানো সত্ত্বেও, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানিয়ে নিয়েছেন এবং নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব পৃথিবীর সামনে তুলে ধরেছেন। প্যারা অলিম্পিকে এমন অনেক ব্যক্তি নিজেদের সেরাটা তুলে ধরেছেন এবং ত্রিপুরা সহ ভারতের অনেক ক্রীড়াবিদ অংশগ্রহণ করেছেন ও পুরস্কার জিতেছেন। আমাদের সরকারও তাদের সম্ভাব্য সহায়তা করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এমন অনুপ্রেরণামূলক উদাহরণ আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। আজ রাজ গোপাল আচারিয়ার কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। যার কথা আগে কেউ সামনে নিয়ে আসেন নি। দেশের এমন অনেক মহান ব্যক্তি ও দেশপ্রেমিকদের প্রকৃত সম্মান প্রদর্শন করেছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী।

ডাঃ সাহা আরও উল্লেখ করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পুকুর ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপায় সম্পর্কেও জোর দিয়েছেন। মন কি বাতের মাধ্যমে তিনি সমগ্র জাতিকে অনুপ্রাণিত করেন এবং আমরাও তার বার্তাগুলি থেকে অনুপ্রেরণা পেতে পারি।

চূড়ান্ত ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের

● প্রথম পাতার পর

৩-দশদা-কাঞ্চনপুর নির্বাচনী ক্ষেত্রে ৪২টি, কুমারঘাট মহকুমায় ২-মাছমারা নির্বাচনী ক্ষেত্রে ৪২টি, ৪-করমছড়া (এসটি) নির্বাচনী ক্ষেত্রে ৫০টি, লংতরাইভ্যালি মহকুমায় ৫-ছামনু (এসটি) নির্বাচনী ক্ষেত্রে ৪৮টি, ৬-মনু-ছৈলেংটা নির্বাচনী ক্ষেত্রে ৪০টি, ৭-ডেমছড়া-কচুছড়া (এসটি) নির্বাচনী ক্ষেত্রে ৫২টি, গন্ডাছড়া মহকুমায় ৮-গঙ্গানগর-গন্ডাছড়া (এসটি) নির্বাচনী ক্ষেত্রে ৪২টি, ২৪-রাইমাভ্যালি (এসটি) নির্বাচনী ক্ষেত্রে ৪৩টি, খোয়াই মহকুমায় ৯-হালাহালি-আশারামবাড়ি (এসটি) নির্বাচনী ক্ষেত্রে ৪৭টি, ১২-রামচন্দ্রঘাট (এসটি) নির্বাচনী ক্ষেত্রে ৪১টি, আমবাসা মহকুমায় ১০-কুলাই-চাম্পাহাওর (এসটি) নির্বাচনী ক্ষেত্রে ৪৮টি, তেলিয়ামুড়া মহকুমায় ১১-মহারাণীপুর-তেলিয়ামুড়া (এসটি) নির্বাচনী ক্ষেত্রে ৪৮টি, মোহনপুর মহকুমায় ১৩-সিমনা-তমাকারি (এসটি) নির্বাচনী ক্ষেত্রে ৩৪টি, ১৪-বোধজংনগর-ওয়াকিনগর (এসটি) নির্বাচনী ক্ষেত্রে ৩৫টি, জিরানীয়া মহকুমায় ১৫-জিরানীয়া (এসটি) নির্বাচনী ক্ষেত্রে ৪০টি, ১৬-মান্দাইনগর-পুলিনপুর (এসটি) নির্বাচনী ক্ষেত্রে ৪০টি, জম্পুইজলা মহকুমায় ১৭-পেকুয়ারজলা-জন্মেজয়নগর (এসটি) নির্বাচনী ক্ষেত্রে ৩৯টি, ১৮-টাকারজলা-জম্পুইজলা (এসটি) নির্বাচনী ক্ষেত্রে ২৭টি, বিশালগড় মহকুমায় ১৯-আমতলী-গোলাঘাটি (এসটি) নির্বাচনী ক্ষেত্রে ৪৭টি, উদয়পুর মহকুমায় ২০-কিল্লা-বাগমা (এসটি) নির্বাচনী ক্ষেত্রে ৪৬টি, ২২-কাঁঠালিয়া-মির্জা-রাজাপুর (এসটি) নির্বাচনী ক্ষেত্রে ৬২টি, অমরপুর মহকুমায় ২১-মহারাণী-চেলাগাঙ (এসটি) নির্বাচনী ক্ষেত্রে ৩৭টি, ২৩-অম্পিনগর (এসটি) নির্বাচনী ক্ষেত্রে ৪৩টি, করবুক মহকুমায় ২৫-নতুনবাজার-মালবাসা (এসটি) নির্বাচনী ক্ষেত্রে ৫২টি, শান্তিরবাজার মহকুমায় ২৬-বীরচন্দ্রনগর-কলসি (এসটি) নির্বাচনী ক্ষেত্রে ৪৫টি এবং সাব্রুম মহকুমায় ২৭-পূর্ব মহুরীপুর-ভুরাতলী (এসটি) নির্বাচনী ক্ষেত্রে ৫০টি ও ২৮-শিলাছড়ি-মনুবনকুল (এসটি) নির্বাচনী ক্ষেত্রে ৫৬টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে।

পুরোনো পদ্ধতিতে পেনশন ও স্বাস্থ্য

● প্রথম পাতার পর

পে-র উপর পেনশন দেওয়া হচ্ছে। তাতে, বৃদ্ধ বয়সে খরচ মেটানো দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর দাবি, আবারও পুরোনো পদ্ধতিতে পেনশন দেওয়া হোক।

সাথে তিনি যোগ করেন, বয়স যত বাড়ছে, রোগব্যাধিও বেড়েই চলেছে। ফলে, স্বাস্থ্য বিমা ছাড়া চিকিৎসার বিপুল ব্যয়ভার বহন করা খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া, বিমার উপর জিএসটি ছাড় খুব জরুরি হয়ে পড়েছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার সিঙ্গল বিমায় জিএসটি ছাড় দিয়েছে। কিন্তু, ব্যাঙ্ক গ্রুপ বিমা করছে। ফলে তাতে জিএসটি লাগু হচ্ছে। তাই, স্বাস্থ্য বিমার সুবিধা সাথে জিএসটি ছাড়ের দাবি জোরালোভাবে জানানো হয়েছে।

তিনি জানান, আজকের সম্মেলনে সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিপ্র কুমার সাহা এবং সহকারী সাধারণ সম্পাদক সময়র কুমার কুন্ডু উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, সংগঠনে প্রতিনিয়ত সদস্য সংখ্যা বেড়ে চলেছে। কারণ, অবসরপ্রাপ্তদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

তিপরা মথার বিধায়ক

● প্রথম পাতার পর

করেন তিনি। প্রসঙ্গত, রঞ্জিত দেববর্মার বিরুদ্ধে প্রাক্তন জঙ্গি সংগঠন এটিটিএফ-এর সঙ্গে অতীতে যুক্ত থাকার অভিযোগও তোলেন বিক্ষোভকারীরা। বিদ্যুৎ দেববর্মার বক্তব্য, অতীতে সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি এখনও জনজাতি মানুষকে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন। তবে উত্থাপিত অভিযোগের বিষয়ে বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মার প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

মন কি বাতের ১৩১তম

● প্রথম পাতার পর

দ্বিতীয় উদ্যোগটি ছিল ভারতের প্রাচীন জ্ঞানভান্ডার সংরক্ষণে এআই-এর প্রয়োগ। বিশেষভাবে সুশ্রুত সংহিতার পাণ্ডুলিপি প্রযুক্তির মাধ্যমে পাঠযোগ্য করা, মেশিন রিডেবল ফরম্যাটে রূপান্তর এবং বিভিন্ন ভারতীয় ও বিদেশি ভাষায় অনুবাদের প্রক্রিয়া প্রদর্শন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী জানান, 'মেড ইন ইন্ডিয়া' তিনটি এআই মডেলও এই সম্মেলনে উপস্থাপিত হয়েছে।

টি-২০ বিশ্বকাপ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন দেশের জার্সি গায়ে খেললেও বহু ভারতীয় বংশোদ্ভূত খেলোয়াড় আন্তর্জাতিক মঞ্চে সাফল্য অর্জন করছেন। তিনি উল্লেখ করেন, কানাডা জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক দিলপ্রীত বাজওয়া পাঞ্জাবের গুরদাসপুরে জন্মগ্রহণ করেন। একইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক মোনাঙ্ক প্যাটেল গুজরাটের অনূর্ধ-১৬ ও অনূর্ধ-১৮ দলে খেলেছেন। ওমান, নিউজিল্যান্ড, ইউএই ও ইতালি দলেও ভারতীয় বংশোদ্ভূত খেলোয়াড়দের উপস্থিতি ভারতের গর্ব বৃদ্ধি করছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

কেরলের ১০ মাসের শিশু আলিন শেরিন আব্রাহামের অঙ্গদানের সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী আবেগঘন বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, সন্তানের মৃত্যুশোকের মধ্যেও বাবা-মায়ের এই সিদ্ধান্ত অসংখ্য মানুষের জীবন বাঁচাতে সহায়ক হয়েছে। দেশে অঙ্গদান নিয়ে সচেতনতা বাড়ছে এবং তা চিকিৎসা গবেষণাকেও শক্তিশালী করছে।

প্রধানমন্ত্রী জানান, ২৩ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতি ভবনে রাজাজি উৎসব পালিত হবে এবং সি রাজাগোপালচারি-এর মূর্তি উন্মোচন করা হবে। তিনি ছিলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম ভারতীয় গভর্নর জেনারেল। রাষ্ট্রপতি ভবনে ব্রিটিশ স্থপতি এডউইন লুটিয়েন্স-এর মূর্তির পরিবর্তে রাজাজির মূর্তি স্থাপনকে তিনি দাসত্বের মানসিকতা থেকে মুক্তির প্রতীক হিসেবে ব্যাখ্যা করেন।

ডিজিটাল অ্যারেস্ট ও আর্থিক জালিয়াতি প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, কেওয়াইসি বা পুন: কেওয়াইসি শুধুমাত্র ব্যাঙ্কের অনুমোদিত মাধ্যমেই করা উচিত। ওটিপি, আধার বা ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত তথ্য কারও সঙ্গে ভাগ না করার পরামর্শ দেন তিনি। তিনি আরও জানান, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সম্প্রতি 'আর্থিক সাক্ষরতা সপ্তাহ' পালন করেছে এবং এই সচেতনতা অভিযান সারা বছর চলবে।

ওড়িশার তরুণ কৃষক হিরোদ পটেলের উদ্ভাবনী চাষপদ্ধতির কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, একই জমিতে ধান, শাকসবজি, ফল ও মাছচাষ করে তিনি আয়ের নতুন দিগন্ত খুলেছেন। কেরলের ত্রিসূর জেলায় এক গ্রামে ৫৭০ প্রজাতির ধান চাষের কথাও তুলে ধরেন তিনি। ভারত বর্তমানে বিশ্বের বৃহত্তম চাল উৎপাদক দেশ প্রায় ১৫ কোটি টনের বেশি উৎপাদন হচ্ছে। কর্ণাটকের নঞ্জনগুড কলা ও মহীশূর পানের পাতা মালদ্বীপে রফতানির কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

কেরলের তিরুনাবায়ায় ভারতপ্পুঝা নদীর তীরে প্রাচীন 'মামঙ্গম' উৎসব পুনরুজ্জীবিত হওয়ার বিষয়টিও তিনি তুলে ধরেন। উত্তর ভারতের মহাকুম্ভের মতোই এই উৎসব সাংস্কৃতিক ঐক্যের প্রতীক বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। ২৪ ফেব্রুয়ারি প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জে. জয়ললিতার জন্মদিন উপলক্ষে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী। জনসেবায় তাঁর নিষ্ঠা ও নারীর ক্ষমতায়নে ভূমিকার কথা স্মরণ করেন তিনি।

পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, নম্বরই জীবনের একমাত্র মাপকাঠি নয়। আত্মবিশ্বাস ও অধ্যবসায়ই সাফল্যের চাবিকাঠি। রমজান ও আসন্ন হোলি উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি 'ভোকাল ফর লোকাল'-এর আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেন। স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের মাধ্যমে আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তোলার বার্তা দেন তিনি। শেষে দেশবাসীর পাঠানো পরামর্শ ও অনুপ্রেরণামূলক কাহিনির জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি বলেন, সমাজকল্যাণে নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণই দেশের প্রকৃত শক্তি।

'মন কি বাত' দেশবাসীর

● প্রথম পাতার পর

বাসিন্দা, মহিলা ও যুবকদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি দেখা যায়।

মন্ত্রী বলেন, প্রায় আধঘণ্টার বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় গুরুত্বের একাধিক বিষয় তুলে ধরেন। তিনি কুম্ভ মেলার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেন, এটি কেবল একটি অনুষ্ঠান নয়, বরং ভারতের ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের জীবন্ত প্রতীক। খেলাধুলার প্রসঙ্গ তুলে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা অত্যন্ত ভালো ফল করছে। যুবসমাজের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে খেলাধুলায় অংশগ্রহণ বাড়ানোর আহ্বান জানান তিনি।

মন্ত্রী আরও জানান, আর্থিক সচেতনতার ওপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নাগরিকদের নিয়মিত ই-কেওয়াইসি হালনাগাদ রাখা এবং সময় সময় পাসওয়ার্ড পরিবর্তনের পরামর্শ দিয়েছেন, যাতে সঞ্চিত অর্থ সুরক্ষিত থাকে। কৃষিক্ষেত্র নিয়েও প্রধানমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, দেশে ধানের রেকর্ড উৎপাদন হয়েছে, যা আমদানি নির্ভরতার দিন থেকে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত। কৃষকদের পরিশ্রমের প্রশংসা করে আধুনিক ও উদ্ভাবনী পদ্ধতি গ্রহণের আহ্বান জানান তিনি।

মন্ত্রী জানান, অঙ্গদান বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নাগরিকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান এবং ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে বলেন, পরীক্ষাকে ভয় না পেয়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে এবং শেখার প্রক্রিয়াকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে।

দিনদুপুরে ক্রেতা সেজে দোকান

● প্রথম পাতার পর

থেকেই প্রস্তুত থাকা সঙ্গীর বাইকে চেপে মুহূর্তের মধ্যে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় তারা। ঘটনার পুরো দৃশ্য দোকানের সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে।

ফুটেজে দেখা যায়, পরিকল্পিতভাবেই এই ছিনতাই সংঘটিত হয়েছে। ইতিমধ্যে পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করার চেষ্টা শুরু করেছে। দিনদুপুরে ব্যস্ত এলাকায় এ ধরনের ঘটনা ঘটায় ব্যবসায়ী মহল ও সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এলাকাবাসীর দাবি, দ্রুত অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে এবং শহরে টহলদারি বাড়াতে হবে।

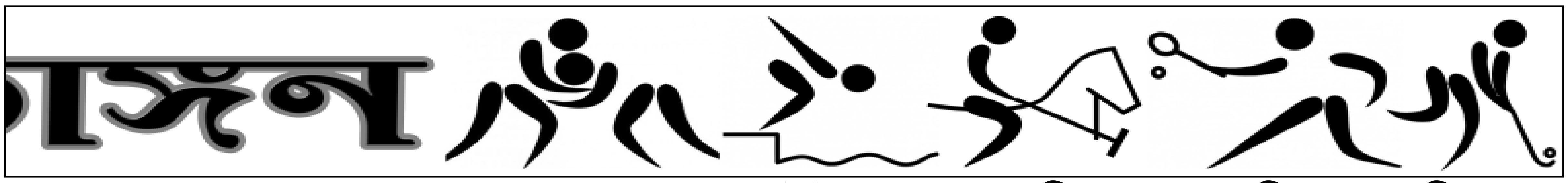

ত্রিপুরা স্টেট গেমস ক্রীড়া প্রতিভাদের দক্ষতা প্রদর্শনের এক উজ্জ্বল মঞ্চ: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি: রাজ্যে ক্রীড়াক্ষেত্রের মান উন্নয়নে নতুন নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে রাজ্য সরকার। এ সমস্ত পদক্ষেপের মধ্যে ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যে অনেকগুলো উন্নত ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। এতে রাজ্যে ক্রীড়া প্রতিভা বিকাশের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। আজ ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত ত্রিপুরা স্টেট গেমস-২০২৬"র উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা মশাল প্রজ্জ্বলন ও বেলুন উড়িয়ে গেমসের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শরীর ও মনকে স্বাস্থ্যসম্মত রাখতে খেলাধুলার বিকল্প নেই। দেশের মানব সম্পদের অন্যতম বৃহৎ অংশ ছাত্র-ছাত্রী ও যুবাদের পড়াশুনার পাশাপাশি ক্রীড়াক্ষেত্রের সাথে যুক্ত করতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিশেষ জোড় দিয়েছেন। এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত গড়ার লক্ষ্যে "খেলো ইন্ডিয়া" সহ নানা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। রাজ্য সরকারও এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে তুলতে বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যে প্রথমবারের মত স্টেট গেমসের সূচনা হল। এই উদ্যোগ রাজ্যে ক্রীড়া প্রতিভা বিকাশে সহায়ক ভূমিকা নিতে সক্ষম হবে। ত্রিপুরা স্টেট গেমস ক্রীড়া প্রতিভাদের দক্ষতা প্রদর্শনের এক উজ্জ্বল মঞ্চ। যা সুস্থ প্রতিযোগিতার মনোভাবকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি দক্ষতা ও শৃঙ্খলার সংস্কৃতিকে অনুপ্রাণিত করবে। মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন ছাত্রছাত্রী ও যুবাদের খেলাধুলায় উৎসাহিত করবে এই গেমস। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায়, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, বিধায়ক মীনারাণী সরকার, ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রতন সাহা, সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায়, প্রখ্যাত জিমন্যাস্ট পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার, ক্রীড়া দপ্তরের সচিব পি কে চক্রবর্তী, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার, আসাম রাইফেলসের ডিআইজি ব্রিগেডিয়ার নিশান চন্দল, বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টের আইজি অলক কুমার চক্রবর্তী, ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা এল ডার্লং, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সচিব এবং মেঘালয় ও অরুণাচল প্রদেশের অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতিগণ। ত্রিপুরা স্টেট গেমস-২০২৬"র উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আসাম রাইফেলসের জওয়ানদের ব্যান্ড, ছাত্রছাত্রীদের মার্চপাস্ট ও শপথ বাক্য পাঠের মধ্য দিয়ে গেমসের সূচনা হয়। উল্লেখ্য, এই গেমসে রাজ্যের ৮ জেলার প্রায় ৩ হাজার ছেলেমেয়ে অংশ নিয়েছে।

বিশ্বকাপের পরই ফের ভারত-পাক মহারণ! বিরাট সিদ্ধান্ত বিসিসিআইয়ের

টি-২০ বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে দল নামানোর শর্ত হিসাবে নাকি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড ভারতের বিরুদ্ধে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলার দাবি জানিয়েছিল। স্বভাবতই সেই দাবি মানা হয়নি। তবে চলতি বছর অন্তত আরও একবার যে ভারত ও পাকিস্তান মুখোমুখি হতে চলেছে সেটা একপ্রকার নিশ্চিত হয়ে গেল। বিশ্বকাপের পর আসন্ন এশিয়ান গেমসেও মুখোমুখি হতে চলেছে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী।

আসলে চলতি সেপ্টেম্বরে জাপানের নাগোয়ায় এশিয়ান গেমস হওয়ার কথা। সেখানে চতুর্থবারের জন্য ক্রিকেট আয়োজিত হবে। বিসিসিআই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, এশিয়ান গেমসে ক্রিকেট দল পাঠানো হবে। এবং পুরুষ ও মহিলা দুই দলেরই সেরা ক্রিকেটারদের পাঠানো হবে। এর আগে ২০২৩ সালে হ্যাংঝাউ এশিয়ান গেমসে পুরুষ ও মহিলা দুই বিভাগেই সোনা জেতে ভারত। নিজেদের খেতাব ধরে রাখতে এবারও পূর্ণশক্তির দল পাঠাতে চায় ভারত।

অন্যদিকে পাকিস্তানও এশিয়ান গেমসে পূর্ণশক্তির দল পাঠাবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ২০২৩ সালে পুরুষ মহিলা কোনও বিভাগেই পদক জেতেনি পাক দল। ফলে এশিয়ান গেমসেও ভারত-পাক পরিপূর্ণ লড়াই হবে বলে মনে করা হচ্ছে। অবশ্য চলতি বিশ্বকাপেও আরও একবার ভারত ও পাকিস্তানের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। দুই দল ফাইনালে উঠলে সেই লড়াই হতে পারে।

উল্লেখ্য, ক্রিকেট এশিয়ান গেমসে এর আগে ৩ বার আয়োজিত হয়েছে। এর মধ্যে ২০১০ এবং ২০১৪ সালে সেই প্রতিযোগিতায় আইসিসির স্বীকৃতি ছিল না। কিন্তু ২০২৩ সাল থেকে এই প্রতিযোগিতা স্বীকৃতি দিয়েছে আইসিসি। ফলে বিসিসিআইও এশিয়ান গেমসকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা শুরু করেছে। তাছাড়া ২০২৮ সালে অলিম্পিকেও ক্রিকেট ফিরছে। সেদিক থেকে দেখতে গেলেও এশিয়া কাপ গুরুত্বপূর্ণ।

নিষ্প্রভ মেসি, হার দিয়ে মৌসুম শুরু ইন্টার মায়ামির

ইন্টার মায়ামির মৌসুমের প্রথম ম্যাচ। লিওনেল মেসি তাতে খেলতে পারবেন কি না, সে প্রশ্ন ছিল। মায়ামির হয়ে প্রাকমৌসুম সফরে ইকুয়েডরে ৭ ফেব্রুয়ারি প্রীতি ম্যাচে বাঁ পায়ে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছিলেন মেসি। যুক্তরাষ্ট্রে মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) মায়ামির প্রথম ম্যাচে আর্জেন্টাইন কিংবদন্তির খেলার বিষয়টি তখন নিশ্চিত ছিল না।

কিন্তু সেরে ওঠার প্রত্যাশিত সময়ের চেয়ে আগে অনুশীলনে ফেরেন মেসি। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মার্কা জানায়, ১৮ ফেব্রুয়ারি মায়ামির অনুশীলনে ফেরেন তিনি। শেষ পর্যন্ত মেসিকে নিয়েই বাংলাদেশ সময় আজ সকালে এমএলএস লিগের নতুন মৌসুমে নিজেদের প্রথম ম্যাচে লস অ্যাঞ্জেলস এফসির মুখোমুখি হয় মায়ামি। কিন্তু শুরুটা মোটেও ভালো হয়নি হাভিয়ের মাচেরানোর দলের। লস অ্যাঞ্জেলস এফসির কাছে ৩-০ গোলের হারে নতুন মৌসুম শুরু করল মায়ামি।

কাগজে-কলমে এটা ছিল লিগে সবচেয়ে শক্তিশালী দুই দলের ম্যাচ। লিগে সেরা দুই তারকার লড়াইও বলা যায়। কারণ, মায়ামির একাদশে যেমন ছিলেন মেসি, তেমনি লস অ্যাঞ্জেলসের একাদশে ছিলেন দক্ষিণ কোরিয়ান তারকা সন হিউং-মিন। তাতে জয়টা হয়েছে সনেরই।

৮৯ মিনিটে বদলি হয়ে মাঠ ছাড়ার আগে প্রথমার্ধে ৩৭ মিনিটে ডেভিড মার্তিনেজকে দিয়ে একটি গোল করান সন। আর মেসি পুরো সময় মাঠে থেকেও ছিলেন নিজের ছায়া হয়েছে। বারবার বলের দখল হারিয়েছেন, দেখে মনে হয়েছে ছন্দে নেই। ৭৩ মিনিটে ডেনিস বুয়োঙ্গা এবং ৯৪ মিনিটে নাথান ওরদাজ লস অ্যাঞ্জেলসের হয়ে দুটি গোল করেন।

বিরতির পর এমএলএস কাপে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের জালে আরও একটি গোল করাতে পারতেন সন। কিন্তু এমএলএসে সবচেয়ে দামি খেলোয়াড়টির পাস থেকে গোল করতে পারেননি বুয়োঙ্গা। তবে মেসি ও সনের লড়াই দেখার আগ্রহ থেকেই সম্ভবত লস অ্যাঞ্জেলসের মেমোরিয়াল কলোসিয়াম স্টেডিয়ামে ৭৬ হাজার দর্শক হয়েছিল

এমএলএসের ইতিহাসে এটি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দর্শক উপস্থিতির রেকর্ড। প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তে সহজ সুযোগ থেকে মেসির গোল করতে না পারায় দর্শক অবশ্য হতাশ হতে পারেন। চলতি বছর এটাই ছিল মেসির প্রথম প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ।

ইংরেজদের কাছে টানা এক ডজন হার শ্রীলঙ্কার!

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইটের প্রথম ম্যাচেই হোঁচট খেল শ্রীলঙ্কা। প্রতিযোগিতার অন্যতম আয়োজকেরা ইংল্যান্ডের কাছে হেরে গেল ৫১ রানে। পাল্লেকেলের ২২ গজে প্রথমে ব্যাট করে হ্যারি ব্রুকেরা করেন ৯ উইকেটে ১৪৬। জবাবে দাসুন শনাকার দলের ইনিংস শেষ হয়ে গেল ১৬.৪ ওভারে ৯৫ রানে।

পাল্লেকেলের চেনা ২২ গজে সুবিধা করতে পারলেন না শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটারেরা। এই নিয়ে ইংল্যান্ডের কাছে টানা ১২টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ হারল শ্রীলঙ্কা! স্পিন সহায়ক পিচে কোনও দলের ব্যাটারেরাই সুবিধা করতে পারেননি। দু'দল মিলিয়ে ফিল সল্টের ৪০ বলে ৬২ রানের ইনিংস ছাড়া কোনও ব্যাটারই বলার মতো কিছু করতে পারেননি। ওপেন করতে নেমে ৬টি চার এবং ২টি ছয় মারেন তিনি। দু'দলের ১২ জন আউট হয়েছেন এক অঙ্কের রানে। শূন্য রানে আউট তিন জন।

টস জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন শনাকা। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ইংল্যান্ড শুরু থেকেই উইকেট হারাতে শুরু করে। সল্ট এক প্রান্ত আগলে রাখলেও পর পর আউট হয়েছেন জস বাটলার (৭), জেকব বেথেল (৩), টম ব্যান্টন (৬), ব্রুক (১৪), সাম কারেনরা (১১)। কিছুটা লড়াই করার চেষ্টা করেন সাত নম্বরে নামা উইল জ্যাকস। তিনি ১৪ বলে ২১ রান করেন। লিয়াম ডসন করেন ৬। জেমি ওভারটন ১০ রানে অপরাজিত থাকেন।

শ্রীলঙ্কার বোলারদের মধ্যে সফলতম দুনিথ ওয়েল্লালাগে ২৬ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। ২১ রানে ২ উইকেট মাহিশ থিকসানার। ২৫ রানে ২ উইকেট দিলশান মধুশঙ্কার। ৩৪ রানে ১ উইকেট নেন দুষ্মন্ত চামিরা। জয়ের জন্য ১৪৭ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে সুবিধা করতে পারেননি শ্রীলঙ্কার ব্যাটারেরাও। চেনা ২২ গজে ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে শনাকার দল। শ্রীলঙ্কা অধিনায়কের ২৪ বলে ৩০ রানের ইনিংস ছাড়া বলার মতো কিছুই নেই। তিনি ১টি চার এবং ২টি ছয় মারেন। পাথুম নিসঙ্ক (৯), কামিল মিশারা (৬), কুশল মেন্ডিস (৪), পবন রত্নায়েকে (০), ওয়েল্লালাগে (১০), কামিন্দু মেন্ডিস (১৩), দাসুন হেমন্তেরা (৫) কেউই দলকে ভরসা দিতে পারেননি। শেষে ১০ রানে অপরাজিত থাকেন থিকসানা।ইংল্যান্ডের সফলতম বোলার জ্যাকস ২২ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। ১৩ রানে ২ উইকেট আদিল রশিদ। ২০ রানে ২ উইকেট জফ্রা আর্চারের। ২৭ রানে ২ উইকেট লিয়াম ডসনের। ১৩ রানে ১ উইকেট নিয়েছেন ওভারটন।

আগরতলা প্রেসক্লাব ক্রিকেট প্রিমিয়ার টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি।। ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আগরতলা প্রেস ক্লাব -এর উদ্যোগে আগরতলা প্রেস ক্লাব ক্রিকেট প্রিমিয়ার টুর্নামেন্ট ২০২৬ আজ, রবিবার ভোলাগিরি গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রেসক্লাব ইয়েলো টিম এতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ফাইন্যাল ম্যাচে ইয়েলো টিম ৭ উইকেট এর ব্যবধানে ব্লু টিমকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি পেয়েছে। বিজিত ব্লু টিম পেয়েছে রানার্স ট্রফি। ফাইন্যালে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে আগরতলা প্রেস ক্লাব ব্লু দল নির্ধারিত ১০ অভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ৯১ রান সংগ্রহ করে। ব্লু দলের হয়ে ব্যাটিং এ সর্বোচ্চ বাপন দাস ৪৯ রান করে।জবাবে ব্যাট করতে নেমে আগরতলা প্রেস ক্লাবের ইয়েলো টিম ৭ অভার ৫ বল খেলে ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। ফাইনালে জয়ী দলের হয়ে সর্বোচ্চ অপরাজিত ৪৮ রান করে মেঘধন দেব। টুর্নামেন্ট এর সেরা খেলোয়াড় হিসেবে নির্বাচিত হয় বাপন দাস, অপরাজিত ১০৩ রান করে টুর্নামেন্টে সেরা ব্যাটসম্যান এর পুরস্কার পায় বিশ্বজিৎ দেবনাথ, সেরা ফিল্ডার হিসাবে নির্বাচিত হয় কিংকর শীল এবং বেস্ট বোলার এর পুরস্কার নিজের করে নেয় দিব্যেন্দু দে। উল্লেখ্য, এর আগে প্রথম সেমিফাইনালে ব্লু টিম ৯ উইকেটের ব্যবধানে প্রেসক্লাব গ্রিন টিমকে এবং দ্বিতীয় সেমিফাইনালে প্রেসক্লাব ইয়েলো টিম ৮ উইকেট এর ব্যবধানে প্রেসক্লাব রেড টিমকে পরাজিত করে ফাইনালে উন্নীত হয়েছিল। খেলা শুরুর আগে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার, স্পোর্টস কমিটির কনভেনার তথা যুগ্ম সম্পাদক অভিষেক দে, প্রাক্তন ক্রিকেটার ও কোচ শ্যামল দাস ও অলক সাহা প্রমূখ দু দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন এবং পায়রা ওড়ানোর মধ্য দিয়ে শান্তি সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন। সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান কালে অতিথি বর্গ সাংবাদিকদের বিনোদন কল্পে এ ধরনের উদ্যোগের ভূয়ষী প্রশংসা করেন। খেলা শেষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত টাটা মোটরস এন্ড অটোমোবাইলস এর ম্যানেজার অমলেন্দু নাথ, প্রেস ক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক কমল চৌধুরী, অভিষেক দে, কোষাধ্যক্ষ রঞ্জন রায়, কার্যকরী সদস্য মিহির শীল, অভিষেক দেববর্মা, স্পোর্টস কমিটির জয়েন্ট কনভেনার সুপ্রভাত দেবনাথ প্রমূখ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। দারুন ভাবে দিনভর কলম ক্যামেরা সরিয়ে রেখে বিনোদনের উদ্দেশ্যে এক দিবসীয় এই ক্রিকেট টুর্নামেন্ট সাফল্যমন্ডিতভাবে শেষ হওয়ায় উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে কনভেনার অভিষেক দে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

মোদীর 'মন কি বাত'-এ মোনাঙ্ক, দিলপ্রীতরা! টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলা ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের প্রশংসায় প্রধানমন্ত্রী

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সহযোগী সদস্য দেশগুলি নজর কেড়েছে। আমেরিকা, নেদারল্যান্ডস, ইটালির খেলা মন জয় করেছে সমর্থকদের। প্রতিটি দলেই কোনও না কোনও ভারতীয় বংশোদ্ভূত ক্রিকেটার খেলেছেন। বিশ্বকাপের মাঝেই সেই ক্রিকেটারদের প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে তিনি 'ভারতীয়তা'র গুরুত্ব তুলে ধরে জানিয়েছেন, তাঁরা যেখানেই যান না কেন, 'মাতৃভূমি'র সঙ্গে একটা শক্ত বন্ধন রাখেন এবং 'কর্মভূমি'র উন্নতিতে অবদান রাখেন। জীবনে খেলাধুলোর গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছেন মোদী।প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "এখন নিশ্চয়ই আপনারা সকলে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচ দেখছেন। আমি নিশ্চিত ম্যাচ দেখার সময় কোনও ক্রিকেটার আপনার চোখে পড়েছে। হয়তো তিনি অন্য দেশের জার্সি পরে খেলছেন। কিন্তু তাঁর নাম শুনে বুঝতেই পারছেন তিনি আমাদেরই দেশের। এই মুহূর্ত কিছুটা হলেও আনন্দ দেয়। কারণ তিনি ভারতীয় বংশোদ্ভূত কিন্তু তাঁর তার পরিবার যেখানে রয়েছে, তিনি সেই দেশের হয়ে খেলছেন।"মোদী উল্লেখ করেছেন, কানাডা দলে সবচেয়ে বেশি ভারতীয় বংশোদ্ভূত ক্রিকেটার রয়েছেন। তিনি এ-ও জানান, সে দলের অধিনায়ক দিলপ্রীত বাজওয়ার জন্ম পঞ্জাবের গুরদাসপুরে। নবনীত ঢালিওয়াল চণ্ডীগড়ের ছেলে। এ ছাড়া হর্ষ ঠাকের এবং শ্রেয়স মোব্যার কথা উল্লেখ করেছেন।

দল সুপার এইটে ওঠায় পকেটে টান! ভারতীয়দের কাছে সাহায্য চাইছেন জিম্বাবোয়ের সমর্থকরা

এবারের বিশ্বকাপের সব থেকে বড় চমক কী? নিঃসন্দেহে জিম্বাবোয়ের পারফরম্যান্স। অস্ট্রেলিয়ার মতো মহাশক্তিধরকে হারিয়েছে, শ্রীলঙ্কাকে পদানত করেছে। তার সঙ্গে গ্যালারিতে ঝড় তুলেছেন জিম্বাবোয়ের রঙিন সমর্থকরা। কিন্তু দল সুপার এইটে উঠতেই সমস্যায় পড়েছেন তাঁরা। ভারতে আসার ক্ষেত্রে আর্থিক সমস্যায় পড়েছেন জিম্বাবোয়ের সমর্থককূল 'ব্রাস ব্যান্ড'। যে কারণে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কাছে সাহায্য চাইছেন তাঁরা।

গ্রুপে শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ডের মতো টিম ছিল। কিন্তু সব হিসেবনিকেশ বদলে দিয়েছে জিম্বাবোয়ে। তিন ম্যাচের তিনটেই জিতে 'বি' গ্রুপে শীর্ষে শেষ করেছে। সিকান্দর রাজা বা ব্লেসিং মুজারাবানিরা নিঃসন্দেহে অবিশ্বাস্য পারফর্ম করেছেন। কিন্তু মাঠের বাইরে সঙ্গ দিয়েছেন সমর্থকরা। যেন প্রেমদাসা স্টেডিয়ামে নয়, তাঁরা খেলছেন হারারেতে। রঙিন সাজপোশাক, স্লোগান, ড্রামের সঙ্গে গানে ভরিয়ে দিয়েছিল 'ব্রাস ব্যান্ড' ও 'ক্যাসল কর্নার'।

কিন্তু সম্ভবত তাঁরা ভাবেননি দল সুপার এইটে পৌঁছে যাবে। কিন্তু সেই অসাধ্যসাধন করে ফেলেছে জিম্বাবোয়ে। আর তাতে সমস্যায় পড়েছেন ভক্তরা। ম্যাচ এবার ভারতে। কিন্তু ভারতে এসে দলের পাশে দাঁড়ানোর মতো টাকাপয়সা আর তাঁদের পকেটে নেই। তাই ফ্যান গ্রুপের প্রধান পল মুঙ্গোফা ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সাহায্য চাইছেন। তিনি বলছেন, "আপনার তো ফুটবলকে সাহায্য করেন। এবার আমাদের পাশে দাঁড়ান। যাতে আমরা ভারতে গিয়ে ক্রিকেটারদের জন্য দারুণ পরিবেশ তৈরি করতে পারি।"

পলের আরও বক্তব্য, "আমরা পূর্বপুরুষদের কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁদের ঐতিহ্য আমরা বহন করতে চাই। এই দলটা আমাদের পরিবারের মতো। এদের জন্য আমরা সেলিব্রেট করি, এদের জন্য কাঁদি।" সমর্থকদের প্রতি কৃতজ্ঞ দলের অধিনায়ক সিকান্দর রাজা। তিনি বলেন, "সমর্থকরা নিজেদের গ্যাঁটের কড়ি খরচ করে হাজার হাজার মাইল উড়ে এসে আমাদের সমর্থন করছে। আমরা ওদের কাছে কৃতজ্ঞ।" এবার দেখা যাক, মুম্বইয়ে এসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তাঁদের ম্যাচ দেখার খরচ কীভাবে ওঠে?

দেশে ফিরবেন বাংলাদেশের কিংবদন্তি ক্রিকেটার? উঠে যেতে পারে শাকিবের বিরুদ্ধে সব মামলা

ঢাকা: তিনি শেখ হাসিনার দল আওয়ামি লিগের সাংসদ ছিলেন। তবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য একাধিক ধারায় মামলা হয়। সেই থেকে আর শাকিব আল হাসান বাংলাদেশে ফিরতে পারেননি। দেশছাড়া তিনি। এবার কি তাঁর দেশে ফেরার সম্ভাবনা তৈরি হল?বাংলাদেশে ছাত্রদের নেতৃত্বে গণঅভ্যুত্থানে ২০২৪ সালের ৫ অগাস্ট বাংলাদেশের শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটে। বোন রেহানাকে নিয়ে বাংলাদেশ ছাড়েন হাসিনা। আওয়ামি লিগের শুধু শীর্ষ নেতারাই নন, সাধারণ কর্মীরাও তারপর অন্তরালে চলে যান। যারা পারেননি তারা খুন-সহ একাধিক মামলার বোঝায় জর্জরিত। অনেকেই কারারুদ্ধ। তবে রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের আগে থেকেই বাংলাদেশের বাইরে রয়েছেন ক্রিকেটার তথা আওয়ামি লিগের সাংসদ শাকিব আল হাসান। খুন-সহ নানা মামলা রয়েছে বিশ্বের এক সময়কার এক নম্বর অবরাউন্ডারের বিরুদ্ধে।এবার তাঁর বাংলাদেশের জাতীয় ক্রিকেট দলে ফেরার জোরাল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ()। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর শাকিবকে নিয়ে এর আগে ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছিলেন। আবারও শাকিবের দেশে ফেরার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।সোশ্যাল মিডিয়া সরগরম শাকিবের দেশে ফেরার সম্ভাবনা নিয়ে। গুঞ্জন ছড়িয়েছে যে, আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে পা রাখবেন শাকিব। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আসন্ন সিরিজে তাঁকে খেলতে দেখার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। তবে সেই গুঞ্জনটি উড়িয়ে দিয়েছেন শাকিব। তারপরও তাঁকে দেশে ফেরানোর প্রক্রিয়া থেমে নেই।বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ডিরেক্টর আসিফ আকবর জানিয়েছেন, শাকিবকে দেশে ফেরানোর প্রক্রিয়া চলছে। এছাড়া শাকিবের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত কথা হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন আসিফ আকবর। বিসিবি পরিচালক আসিফ আকবর শুক্রবার এক টক শো-তে বলেছেন, 'শাকিবের সঙ্গে আমার নিয়মিত কথা হয়। শেষ যখন আমি আমেরিকায় গিয়েছিলাম সেখানেও কথা হয়েছে। শাকিব বলেছে ও খেলতে চায়। এরপর বোর্ড পরিচালকদের সবার সম্মতি নিয়ে আমরা ওকে বাংলাদেশ দলে চেয়েছি।'কিন্তু শাকিবের বিরুদ্ধে তো একঝাঁক মামলা! আসিফ বলেছেন, "ওর বিরুদ্ধে মামলা বা অন্যান্য যা রয়েছে সেগুলো নিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলেছি। সেগুলো নিয়ে ওর আইনজীবী যোগাযোগ করেছে বিসিবির সঙ্গে। আমরা খুব তাড়াতাড়ি মামলার ফাইলগুলো পৌঁছে দেব।

নাইডু ট্রফি : সেমিফাইনালের লক্ষ্যে তামিলনাড়ু, মুম্বাই, মহারাষ্ট্র, ছত্তিশগড়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। কোয়ার্টার ফাইনালের চারটি ম্যাচ দ্বিতীয় দিনেই বেশ জমজমাট পর্যায়ে পৌঁছেছে। কর্নেল সি কে নাইডু ট্রফি অনূর্ধ ২৩ জাতীয় আসরের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ শনিবার থেকে শুরু হয়েছে। নিউ চন্ডিগড়ে আয়োজিত প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে তামিলনাড়ু প্রথম দিনের খেলা শেষে ৯০ ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ৩১৩ সংগ্রহ করেছে। আজ তামিলনাড়ু ৩৯৯ রান সংগ্রহ করে ইনিংস শেষ করলে জবাবে পাঞ্জাব দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ৬১ ওভার খেলে ৪ উইকেট হারিয়ে ১৪৪ রান সংগ্রহ করে। মুম্বাইয়ের কান্দিবালিতে দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে কর্ণাটকের গড়া প্রথম ইনিংসের ২৪০ রানের জবাবে দিনের খেলা শেষে মুম্বাই সাত ওভার খেলে বিনা উইকেটে ১২ রান সংগ্রহ করেছো। আজ মুম্বাই দিনের খেলা শেষে এক উইকেট হারিয়ে ৩১০ রান সংগ্রহ করে। সোলাপুরে তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে প্রথম দিনের খেলা শেষে মহারাষ্ট্র ৯০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ৪০৬ রান সংগ্রহ করেছিল। আজ মহারাষ্ট্র ৪৭৭ রানে ইনিংস শেষ করলে জবাবে ঝাড়খন্ড দিনের খেলা শেষে ৫৮ ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে ১২৬ রান সংগ্রহ করেছে। রায়পুরে চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে প্রথম দিনের খেলা শেষে ছত্তিশগড় সারাদিনে ৮৯ ওভার খেলে ৭ উইকেট হারিয়ে ২৫৭ রান সংগ্রহ করেছিল। আজ ছত্তিশগড় ২৮৬ রানে শেষ করলে জবাবে রাজস্থান দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ৭১ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৬৭ সংগ্রহ করেছে।

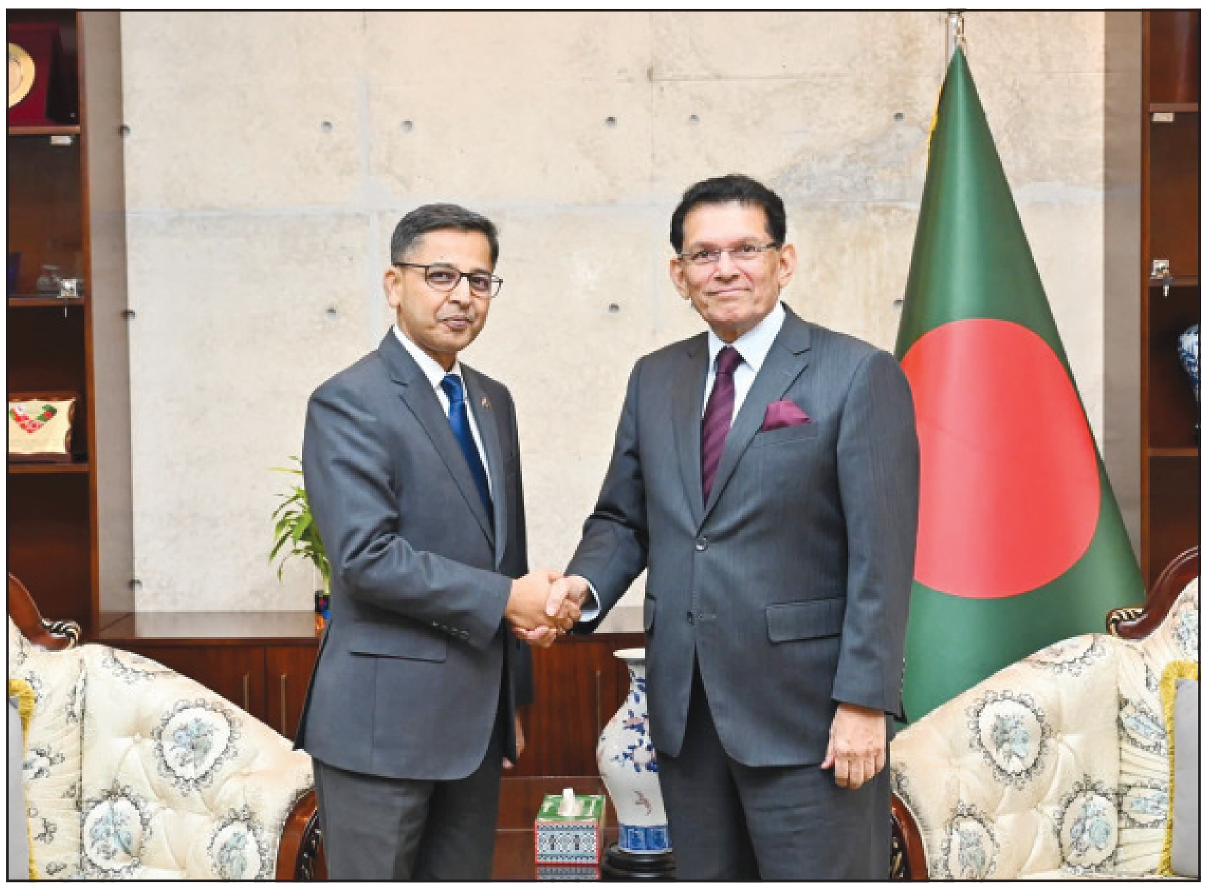

আজ রবিবার হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ খলিলুর রহমানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। পারস্পরিক স্বার্থ ও পারস্পরিক কল্যাণের ওপর ভিত্তি করে একটি ইতিবাচক, গঠনমূলক ও দূরদর্শী পদ্ধতিতে একসাথে কাজ করার মাধ্যমে বাংলাদেশের নতুন সরকারের সাথে যুক্ত হওয়ার এবং সকল ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে বিদ্যমান জনগণ-কেন্দ্রিক সহযোগিতাকে জোরদার করার লক্ষ্যে ভারতের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেন তিনি।ঢ়আজকে এর আগে তিনি বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলামের সাথেও সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করার বিষয়ে মতবিনিময় করেন।

আগুনে পুড়ল বিকেআই স্কুল

বিলোনিয়া, ২২ ফেব্রুয়ারি: ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হল শতবর্ষ প্রাচীন বিকেআই স্কুল-এর একাধিক কক্ষ। ঘটনায় পুড়ে ছাই হয়ে যায় সিসিটিভি ক্যামেরার হার্ডডিস্ক সহ বহু মূল্যবান নথি ও শিক্ষাসামগ্রী। প্রাথমিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় তিন লক্ষ টাকা বলে অনুমান করা হয়েছে।

জানা গেছে, হঠাৎ করেই স্কুল ভবনের একটি অংশ থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। বিষয়টি টের পেয়ে দ্রুত খবর দেন দমকল বিভাগে খবর পাঠানো হয়। দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন। তবে ততক্ষণে স্কুলের বেশ কয়েকটি কক্ষের আসবাবপত্র, গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র এবং ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম পুড়ে ব্যাপক ক্ষতি হয়ে যায়।

প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করা হচ্ছে, শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। যদিও ঘটনার সঠিক কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে প্রশাসন।

এই ঘটনায় স্কুল কর্তৃপক্ষ গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। আগুনে সিসিটিভি হার্ডডিস্ক নষ্ট হয়ে যাওয়ায় নজরদারি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও হারিয়ে গেছে বলে জানা গেছে। ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর না থাকলেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এই ক্ষতিতে এলাকাজুড়ে শোক ও উদ্বেগের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

মূক ও বধির পরীক্ষার্থীর সাফল্য কামনা করে পাশে দাঁড়ালেন বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি

চড়িলাম, ২২ ফেব্রুয়ারি: চার ন মূক বধির মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক ফাইন্যাল পরীক্ষার্থীর সাফল্য কামনা করে তাদের পাশে দাঁড়ালেন বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি অজিত দেববর্মা। বিশ্রামগঞ্জ থানা এলাকায় এই বছর প্রচুর পরিমাণ ছাত্র-ছাত্রী মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। তাদের সকলের সাফল্য কামনা করেছেন বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি।

বিশ্রামগঞ্জ থানা এলাকার মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের মধ্যে এমন চারজন পরীক্ষার্থী রয়েছে যারা মূক বধির। কথা বলতে পারে না, কানেও শুনেনা। অত্যন্ত অভাবী পরিবারের সন্তান তারা। তাদের বাবা-মা কেউ বন থেকে লাকড়ি কুঁড়িয়ে জীবন জীবিকা নির্বাহ করে। কেউ আবার অন্যের জমিতে হাজিরা কাজ করে, কেউ অন্যের রাবার বাগানে টেপারি করে সংসার নির্বাহ করে। পরিবারে অভাব অনটন তাদের নিত্য সঙ্গী। এরপরেও জীবন যুদ্ধে হার মানেনি এই চারজন মূক বধির সন্তান। তারা তাদের সংসারের সমস্ত বাঁধা প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের চোখেমুখে স্বপ্ন তারা লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে তাদের পরিবারের পাশে দাঁড়াবে।

তারা তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কঠোর শ্রম করে যাচ্ছে। আর হাতে গোনা মাত্র কয়টা দিন শুরু হতে যাচ্ছে তাদের মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক ফাইন্যাল পরীক্ষা। তাদের ঘরে পুষ্টিকর কোন খাবার নেই। সাধারণত পরীক্ষার সময় সমস্ত অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের পুষ্টিকর খাবার দিয়ে থাকে। যাতে করে তাদের শরীরে এনার্জি আসে। ভালো করে তারা যেন পড়াশুনা করতে পারে। তাদের মধ্যে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম বিশ্রামগঞ্জ থানা এলাকার চিকন ছড়া বাইল্যা মুড়ার লাকড়ি বিক্রেতা গিয়াস উদ্দিন এবং ফাতেমা বেগমের মূক বধির মাধ্যমিক ফাইন্যাল পরীক্ষার্থী কন্যা সাদিয়া আক্তার। সাদিয়া লাঠিয়াছড়া হাই স্কুল থেকে এ বছর মাধ্যমিক ফাইনাল পরীক্ষা দেবে।

একইভাবে বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত প্রমোদনগর ভিলেজ এলাকায় দীন মজুর খোকন দেববর্মার মূক বধির ছেলে দিপু দেববর্মা এই বছর প্রমোদনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক ফাইন্যাল পরীক্ষা দেবে। পরিবারটি অত্যন্ত গরিব। একইভাবে বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত প্রমোদনগর ভিলেজের দরিদ্র শ্রমজীবী বুদ্ধ দেববর্মা ”র মূক বধির ছেলে বিশ্বনাথ দেববর্মা এই বছর প্রমোদনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক ফাইন্যাল পরীক্ষা দেবে। পরিবারটি অত্যন্ত গরিব। একই রকম ভাবে বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত সমতল আমতলী এলাকার দরিদ্র পরিবার খোকন সাহার মেয়ে সোনালী সাহা বিশ্রামগঞ্জ বিদ্যা জ্যোতি স্কুল থেকে এই বছর উচ্চমাধ্যমিক ফাইন্যাল পরীক্ষা দেবে। এই চারজন মূক বধির ছাত্র-ছাত্রী দের খবর জানতে পেরে শত কর্মব্যস্ততার ফাঁকে রবিবার সকালে তাদের সকলের বাড়িতে ছুটে যান বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি অজিত দেববর্মা। তিনি তাদের বাড়িতে গিয়ে তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে সমস্ত খুঁটি নাটি বিষয় জেনে নেন। ওসি অজিত দেববর্মা এই চার মূক বধির পরীক্ষার্থীদের হাতে তাদের বাড়িতে গিয়ে তুলে দেন চল্লিশটি দামী কলম,দামী খাতা,চারটি হরলিক্স, আপেল ,আঙ্গুর, বেদানা ,কমলা সহ বিভিন্ন জাতের ফল ফসারী। যাতে করে পরীক্ষার সময়ে তাদের শরীরে পুষ্টির অভাব না হয়।

তিনি তাদের অভিভাবকদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ভবিষ্যতে তাদের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে যদি টাকা পয়সার কোন সমস্যা হয় তিনি যেখানেই থাকেন না কেন সাহায্য করবেন তাদেরকে। যাতে করে তারা ভালোভাবে পড়াশোনা করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি অজিত দেববর্মা”র এই মানবিক কাজকে কুর্নিশ জানিয়েছে গোটা বিশ্রামগঞ্জ এলাকার শিক্ষানুরাগী মহল। বিশ্রামগঞ্জ থানা এলাকায় পুলিশি সংস্কৃতি বদলানোর যেন মূল কারিগর ওসি অজিত দেববর্মা।

আগে মানুষ বিশ্রামগঞ্জ থানার নাম শুনলে ভয়ে পেত। এখন মানুষ থানার নাম শুনলে ভয় পায় না। বরং মানুষ বিশ্বাস করে ওসি অজিত দেববর্মা আছে তো-তাই আমরাও নিরাপদ। জনসাধারণের ভাষায় এইরকম অফিসার ওই তো আমরা চাই-যিনি দরজায় দাঁড়ালে মনে সাহস আসে। মানবিকতার এক অনন্য উদ্যোগ প্রমাণ করে দিল পুলিশের দায়িত্ব শুধু আইন নয়, মানুষের পাশে দাঁড়ানো একজন পুলিশ অফিসারের প্রকৃত পরিচয়।

ওসি অজিত দেববর্মা ”র এই মানবিক কাজ দেখে এলাকার মানুষ বলছে-’ মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি অজিত দেববর্মা’তিনি প্রমাণ করে দেখালেন পুলিশ মানেই শুধু কড়া আইন নয়, পুলিশের পোশাকের ভেতরেও থাকে এক উষ্ণ মানবিক হৃদয়। যেটা বাস্তবের মাটিতে প্রমাণ করে দেখালেন বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি অজিত দেববর্মা। এলাকার এক শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি তার এই মহৎ ও মানবিক কাজকে হৃদয় থেকে সমর্থন করে বলেছেন বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি অজিত দেববর্মা কে দেখলে পুলিশ মনে হয় না, মনে হয় তিনি আমাদের ঘরেরই ছেলে। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি অজিত দেববর্মা বলেছেন তিনি ভবিষ্যতেও এই চার মূক বধির ছাত্র-ছাত্রীর পড়াশুনায় অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করবেন।

বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক আরও উন্নয়নে আশাবাদী মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি: আমরা বাংলাদেশকে ছাড়া চলতে পারবো না, বাংলাদেশও আমাদের ছাড়া চলতে পারবে না। প্রতিবেশীরা একে অপরের পাশে না দাঁড়ালে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এমনই মন্তব্য করে আগামী দিনে বাংলাদেশের সঙ্গে সর্বক্ষেত্রে সম্পর্ক আরও উন্নত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। ভৌগোলিক নৈকট্য এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতার কারণেই দুই দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি জোর দিয়ে বলেন, সীমান্তবর্তী রাজ্য হিসেবে ত্রিপুরা বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য, যোগাযোগ ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন, মৈত্রী সেতু নির্মাণের মূল লক্ষ্যই ছিল ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক যোগাযোগকে আরও সুদৃঢ় করা। এছাড়াও নিশ্চিতপুরে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই রেল সংযোগ দুই দেশের মধ্যে যাতায়াত ও পণ্য পরিবহণে নতুন গতি আনবে। এর ফলে পর্যটন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে এবং উভয় দেশের জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

তিনি বলেন, পারস্পরিক সহযোগিতা, আস্থা ও সৌহার্দ্যের ভিত্তিতে ভারত ও বাংলাদেশ আগামী দিনে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলবে। দুই দেশের যৌথ উদ্যোগ ও সদিচ্ছাই সীমান্ত অঞ্চলের উন্নয়ন এবং সামগ্রিক অগ্রগতির প্রধান চাবিকাঠি বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এগ্রিকালচার বিনোদন সংস্থা-র উদ্যোগে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি: রবিবার বাধারঘাট মাতৃপল্লীর এগ্রিকালচার মাঠে এগ্রিকালচার রিক্রিয়েশন ক্লাব তথা এগ্রিকালচার বিনোদন সংস্থার উদ্যোগে দিনব্যাপী বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। কর্মীদের অংশগ্রহণে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এগ্রিকালচার অধিকর্তা ফনি ভূষণ জমাতিয়া, সংস্থার সচিব অপূর্ব রায়, চিফ ইঞ্জিনিয়ার স্বপন কুমার দাসসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। অতিথিরা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার শুভ সূচনা করেন এবং অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহ প্রদান করেন।

মন কি বাত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দেশকে একসূত্রে গাঁথার কাজ করছেন প্রধানমন্ত্রী: মন্ত্রী সুশান্ত

আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মন কি বাত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গোটা ভারতবর্ষকে একসূত্রে গাঁথার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। আজ মন কি বাত অনুষ্ঠান শ্রবণ শেষে এমনটাই বললেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার তাঁর মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান মন কি বাত-এর ১৩১তম পর্বে দেশ-বিদেশের মানুষের সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে নিজের ভাবনা ভাগ করে নেন। মাসের শেষ রবিবার সম্প্রচারিত এই অনুষ্ঠানটি সারা দেশের পাশাপাশি রাজ্যেও ব্যাপকভাবে শোনা হয়।

ভারতীয় জনতা পার্টি-র উদ্যোগে রাজ্যের প্রতিটি জেলা, মণ্ডল ও বুথ স্তরে দলীয় কর্মী-সমর্থকরা একযোগে অনুষ্ঠানটি শ্রবণ করেন। আজ ৮নং টাউন বড়দোয়ালী মণ্ডলের পক্ষ থেকে ৬নং বুথ এবং ৩২নং ওয়ার্ডের ৫৩নং বুথে বিশেষভাবে মন কি বাত শোনার ব্যবস্থা করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মন কি বাত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গোটা ভারতবর্ষকে একসূত্রে গাঁথার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও উন্নয়নের দিকগুলি তুলে ধরে তিনি ‘এক ভারত, অখণ্ড ভারত’ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছেন।

তিনি আরও বলেন, আজকের পর্বে প্রধানমন্ত্রী বিশেষভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ও তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছেন। আগামী দিনে এআই দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে এবং সামগ্রিক উন্নয়নে সহায়ক হবে বলেও প্রধানমন্ত্রী মত প্রকাশ করেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, বড়দোয়ালী মণ্ডল সভাপতি শ্যামল দে সহ অন্যান্য দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

বিধায়ক তহবিলের উন্নয়নমূলক কাজে বাধার অভিযোগ, নবগ্রামে উত্তেজনা

আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি: পশ্চিম ত্রিপুরার নবগ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিধায়ক তহবিলের অর্থে স্ট্রিট লাইট বসানোর কাজকে কেন্দ্র করে বিতর্ক ও উত্তেজনা ছড়িয়েছে। উন্নয়নমূলক কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে কয়েকজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ঘটনার পর রবিবার এলাকায় পরিদর্শনে যান বামুটিয়া কেন্দ্রের বিধায়ক নয়ন সরকার।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, গত শুক্রবার চিন্তাহরণ দেবনাথ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পেছনে অবস্থিত জনবহুল এলাকায় বিধায়ক তহবিল থেকে দুটি ট্রিট লাইট বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। ঠিকাদার সংস্থার কর্মীরা কাজ শুরু করলে স্থানীয় বাসিন্দারাও সহযোগিতা করেন। একটি লাইট বসানোর কাজ সম্পন্ন হয়। কিন্তু দ্বিতীয় লাইট বসানোর সময় কিছু ব্যক্তি সেখানে এসে কাজ বন্ধ করে দেন বলে অভিযোগ।

স্থানীয় সূত্রের দাবি, নবগ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিকাশ দাসের নেতৃত্বে উৎপল দাস, করণ ভট্টাচার্য ও তাপস চৌধুরী কাজ বন্ধ করতে বলেন। তাদের দাবি ছিল, সংশ্লিষ্ট এলাকায় কোনও কাজ করতে হলে আগে তাদের অনুমোদন নিতে হবে। অভিযোগ আরও, ইতিমধ্যে বসানো একটি লাইট খুলে ফেলতে বাধ্য করা হয় ঠিকাদার সংস্থাকে। ভবিষ্যতে ওই এলাকায় বিধায়ক তহবিলের কোনও কাজ করতে দেওয়া হবে না বলেও হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

রবিবার ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিধায়ক নয়ন সরকার এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলেন। স্থানীয়রা জানান, রাতে এলাকা অন্ধকারে ডুবে থাকে। ট্রিট লাইট বসানো হলে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে পথচলতি মহিলা ও শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হতো।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিধায়ক বলেন, উন্নয়নমূলক কাজে যারা বাধা দিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি আরও জানান, বিষয়টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাছেও লিখিতভাবে জানানো হবে। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়লেও পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

ভারতীয় মজদুর সংঘের ১৯তম সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি: রাস্তার মাথা কমিউনিটি হল ঘরে ভারতীয় মজদুর সংঘের উদ্যোগে ১৯তম সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন ও ভারত মাতার ছবিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে সভার সূচনা করেন সংগঠনের অটো শাখার সিপাহীজলা জেলা সভাপতি বলাই দেবনাথ।

সভায় উপস্থিত ছিলেন রাস্তার মাথা অটো শাখার সম্পাদক রতন দাশগুপ্ত, সভাপতি দিলীপ সূত্রধর, বিভিন্ন শাখার লাইন সেক্রেটারিরা এবং বিপুল সংখ্যক অটো শ্রমিক।

আলোচনা পর্বে সম্পাদক রতন দাশগুপ্ত জানান, রাস্তার মাথা শাখার অন্তর্গত কোনাবন, মধুপুর, কমলাসাগর, দেবীপুর ও কৈইয়াডেফা অঞ্চলের অটো শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং সেগুলির সমাধানের লক্ষ্যে এই সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়েছে। প্রতি বছর সকল অটো শ্রমিকদের নিয়ে এই সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রমিকদের অভিযোগ শোনা ও সমস্যা সমাধানে ঐক্যবদ্ধ থাকার বার্তা দেওয়াই এর মূল উদ্দেশ্য।

এদিনের সভায় সংগঠনের পক্ষ থেকে নতুন কিছু নিয়ম চালুর ঘোষণা করা হয়। জানানো হয়, নির্ধারিত নিয়ম ভঙ্গ করলে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ওবিসি ফেডারেশন-এর উদ্যোগে ওবিসি জাগরণ দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি: ১৩ ফেব্রুয়ারি ওবিসি জাগরণ দিবস ও মরণোত্তর সম্মাননা প্রদান উপলক্ষে আগরতলা প্রেসক্লাবে এক সভার আয়োজন করে ওবিসি ফেডারেশন। অনুষ্ঠানে সংগঠনের বিভিন্ন পদাধিকারী ও সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংগঠনের উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান সুব্রত ভৌমিক বলেন, ১৯৮৭ সালে আগরতলা শহরে ওবিসি সম্প্রদায়ের উদ্যোগে এক বিশাল মিছিল ও জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। রাজ্যের ওবিসি আন্দোলনের ইতিহাসে সেই দিনটি ‘ওবিসি জাগরণ দিবস’ হিসেবে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। সেই ঐতিহাসিক দিনটিকে স্মরণ করতেই এ বছরের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন, বিগত বিভিন্ন সরকার ওবিসি সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালুর আশ্বাস দিলেও এখনো পর্যন্ত রাজ্যে কার্যকর সংরক্ষণ নীতি প্রয়োগ করা হয়নি। এতে ওবিসি অংশের মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে বলে তিনি জানান। সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্যে ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা অবিলম্বে চালু করার জোরালো দাবি জানানো হয়। পাশাপাশি নিজেদের অধিকার আদায়ে আন্দোলন-সংগ্রাম আরও জোরদার করার আহ্বান জানান নেতৃবৃন্দ। ওবিসি সম্প্রদায়ের সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাবি আদায়ের লড়াইয়ে শামিল হওয়ার ডাক দেওয়া হয় সভা থেকে।

প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন সমিতি-র উদ্যোগে দিব্যাঙ্গদের পিপিএস সম্মাননা প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি: প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে সমাজে নিজের অবস্থান তৈরি করে চলা দিব্যাঙ্গ ব্যক্তিদের সম্মান জানাতে আগরতলায় এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন সমিতি। শহরের মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে নির্বাচিত দিব্যাঙ্গদের হাতে পিপিএস সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়। সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়, জীবনের প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করে যারা আত্মনির্ভরশীলতার পথে এগিয়ে চলেছেন এবং সমাজে ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন,

খোয়াইয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসকে সামনে রেখে কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি:খোয়াইয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসকে সামনে রেখে অনুষ্ঠিত হলো কবি সম্মেলন। আজ রবিবার সকাল ১১টায় খোয়াই এর স্বপ্নপুরী অতিথি নিবাসের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হল মৈত্রী সংসদ, প্রকাশনা মঞ্চ এবং আজকের ভাষা এই তিনটি সাহিত্য সংঘটনের উদ্যোগে ২১ শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসকে সামনে রেখে আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই পুর পরিষদের চেয়ারম্যান দেবাশীষ নাথ শর্মা,সমাজ সেবি বিনয় দেববর্মা , অভিজিৎ দত্ত ভৌমিক সহ সারা রাজ্যের কবি সাহিত্যিকরা।এই অনুষ্ঠানে রাজ্যের শত কবিদের নিয়ে শত কবিতা পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সু সম্পন্ন হয়। এর মাধ্যমেই ভাষা শহীদদের স্মরণ করা হয়।

প্রত্যেকের মাতৃভাষার যদি উন্নতি হয় তাহলে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে উন্নতি ঘটবে। তাই তিনটি সংস্থা মিলে এবছর বড় আঙ্গিকে অনুষ্ঠানটি করা হচ্ছে। ২০০১ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারির দিনটিতে প্রথম আজকের ভাষা নামক সাহিত্য সংঘটনের সুচনা করা হয়েছিল। সেই মুতাবেক এই রজত জয়ন্তী বর্ষ অর্থাৎ সংস্থার ২৫ বছর পূর্ণ হলো।তাই এই বছর অনুষ্ঠানটিকে জাঁকজমক ভাবে করা হচ্ছে।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মৈত্রী সংসদ এর সভাপতি ডঃ দেবব্রত, প্রকাশনা মঞ্চের সভাপতি শ্রীমতি নিয়তি রায় বর্মন, আজকের ভাষার ফাউন্ডার দীপেন নাথ শর্মা এবং সংস্থার উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য অভিজিৎ দত্ত ভৌমিক সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানের মঞ্চে ত্রিধার নামক একটি ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রের ও উৎভোধন করা হয়। সব মিলিয়ে আজ সারা রাজ্যের কবিদের মিলন মেলাতে পরিণত হয়েছে স্বপনপুরী গেস্ট হাউস।

সাতনালায় বাল্যবিবাহ বিরোধী সচেতনতায় দুই শিক্ষকের ব্যতিক্রমী উদ্যোগে ব্যাপক সাড়া

ধর্মনগর, ২২ ফেব্রুয়ারি : উত্তর জেলার সাতনালা গ্রামে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তুলতে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিলেন দুই শিক্ষক অজন্ত রায় ও দেবাশিস দাস। তাঁদের ঐতিহাসিক অঙ্গীকারকে ঘিরে রবিবার গোটা এলাকায় ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। সকালে সাতনালা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে এক বিশাল র্যালি বের হয়। পরে কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত মূল অনুষ্ঠানে গ্রামবাসীর উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি চোখে পড়ে। স্থানীয় এসআই ও এমডিসি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এমডিসি তাঁর বক্তব্যে বলেন, অজন্ত রায় ও দেবাশিস দাস যে সামাজিক নেতৃত্ব দেখিয়েছেন, তা বিরল। এই ধরনের উদ্যোগই রাজ্যের ভবিষ্যৎ পথ দেখাতে পারে। অজন্ত রায় বলেন, একজন ছাত্রীর স্বপ্ন ভেঙে গেলে শুধু একটি পরিবার নয়, পুরো সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্যদিকে দেবাশিস দাস জানান, আইনের পাশাপাশি সমাজের বিবেক জাগ্রত হওয়াই প্রকৃত পরিবর্তনের চাবিকাঠি। অনুষ্ঠানে ‘প্রাইড অফ সাতনালা’ সম্মানে এলাকার কৃতী ব্যক্তিদের পুরস্কার ও শংসাপত্র প্রদান করা হয়। শেষে গ্রামবাসীরা শপথ নেন, সাতনালাকে বাল্যবিবাহমুক্ত গ্রাম হিসেবে গড়ে তুলবেন। এই উদ্যোগে দুই শিক্ষক এখন রাজ্যে সামাজিক পরিবর্তনের অগ্রদূত হিসেবে আলোচনায় উঠে এসেছেন।

জি কে এন্টারটেইনমেন্ট ভেঞ্চার্স এর ২০২৬ বর্ষের সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার বিজয়ী - মিস স্টাইল আইকন অফ ত্রিপুরা রুদ্রাক্ষী এন্ড মিস স্টাইল আইকন অফ নর্থেস্ট স্প্রিহা।

বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে আল্ট্রা সোনোগ্রাফি পরিষেবার বিশেষ সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২২ ফেব্রুয়ারি: বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে আল্ট্রা সোনোগ্রাফি পরিষেবা বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছে। গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে সর্বমোট ৩৪ জনের আল্ট্রা সোনোগ্রাফি পরিষেবা প্রদান করা হয়। তার মধ্যে ২৮ জন গর্ভবতী মহিলা এবং ৬ জন সাধারণ রোগীকে ডাঃ রাজ কিরণ দেববর্মা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করেন। গর্ভবতী মায়েদের জন্য বিশেষ পরিষেবা হিসাবে প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবার সকাল ৯ টা থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত স্ত্রী ও প্রসূতি রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে ওষুধ প্রদান করেন।

প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবার দুপুর ২টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত আল্ট্রা সোনোগ্রাফি পরিষেবা প্রদান করা হয়। সম্প্রতি প্রতি সপ্তাহে ২ দিন প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার মেডিসিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সকাল ৯ টা থেকে বিকেল ৪

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas